Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭২ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

অঙ্গ-কলিঙ্গের পর কি বঙ্গও বিজয় ?

বুথফেরত সমীক্ষায় চাপে জোড়াফুল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দু'দফার ভোটযুদ্ধ শেষ। নবান্নের চাবিকাঠি কার হাতে যাবে, তা এখন বন্দি ইভিএমে। আগামী ৪ মে ফলপ্রকাশের আগেই রাজ্য রাজনীতিতে পারদ চড়ছে বিভিন্ন সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল ঘিরে। অধিকাংশ সমীক্ষাই ইঙ্গিত দিচ্ছে 'পরিবর্তন'-এর। ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১৪৮ পেরিয়ে বিজেপি এ বার সরকার গড়তে পারে বলে দাবি করছে বেশ কিছু সমীক্ষক সংস্থা। তবে পাল্টা ঘাসফুলের জয়ের পূর্বাভাসও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা প্রথম থেকেই দাবি করছিল, অঙ্গ কলিঙ্গ জয় হয়েছে এবার বঙ্গম জয় করবে। বুথ ফেরত সমীক্ষায় তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে বিজেপি এবার বঙ্গ জয় করতে চলেছে । সব মিলিয়ে গোটা বাংলা এখন 'হাড্ডাহাড্ডি' লড়াইয়ের সাক্ষী। বুথফেরত সমীক্ষার এই চাকা ঘোরানোর খেলায় বিজেপির পালে হাওয়া দেখছে ম্যাট্রিজ থেকে চাণক্য স্ট্র্যাটেজি। ম্যাট্রিজের হিসেবে বিজেপি পেতে পারে ১৪৬ থেকে ১৬১টি আসন, যেখানে তৃণমূল থমকে যেতে পারে ১২৫ থেকে ১৪০-এর ঘরে। চাণক্য স্ট্র্যাটেজিও গেরুয়া শিবিরকে ১৫০ থেকে ১৬০টি আসন দিয়ে এগিয়ে রেখেছে। আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রজা পোল বিজেপিকে ১৭৮ থেকে ২০৮টি আসন দিয়ে রাজ্যে 'গেরুয়া ঝড়'-এর ইঙ্গিত দিচ্ছে। পোল ডায়েরি এবং পি-মার্কের সমীক্ষাতেও পাল্লা ভারী মোদী-শাহের দলের দিকেই। বিজেপির কাছে এ এক বিশাল উত্থানের হাতছানি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬: বুথফেরত সমীক্ষার পরিসংখ্যান

সমীক্ষক সংস্থা	তৃণমূল (TMC)	বিজেপি (BJP)	বাম-কংগ্রেস ও অন্যান্য
ম্যাট্রিজ	১২৫ - ১৪০	১৪৬ - ১৬১	০৬ - ১০
চাণক্য স্ট্র্যাটেজি	১৩০ - ১৪০	১৫০ - ১৬০	০৬ - ১০
পি-মার্ক	১১৮ - ৩৮	১৫০ - ১৭৫	০২ - ০৬
প্রজা পোল	৮৫ - ১১০	১৭৮ - ২০৮	০ - ০৫
পোল ডায়েরি	৯৯ - ১২৭	১৪২ - ১৭১	০৫ - ০৯
পিপল্‌স পাল্‌স	১৭৭ - ১৮৭	৯৫ - ১১০	০১ - ০৪
জনমত পোল্‌স	১৯৫ - ২০৫	৮০ - ৯০	০৪ - ০৯
জেভিসি	১৩১ - ১৫২	১৩৮ - ১৫৯	০ - ০২

এক নজরে মূল তথ্য:

- মোট আসন: ২৯৪
- ম্যাজিক ফিগার: ১৪৮
- গড় ইঙ্গিত: সমীক্ষাগুলোর মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকলেও ৪টি বড় সংস্থা বিজেপি-কে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিচ্ছে। অন্য দিকে ২টি সংস্থা তৃণমূলের তৃণমূলের বিপুল জয়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে। একটি সংস্থা (JVC) হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথা বলছে।

উল্টো ছবি ধরা পড়েছে পিপল্‌ স পাল্‌ স এবং জনমত পোল্‌ সের পরিস্থ্যানে। পিপল্‌ স পাল্‌ সের দাবি অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ১৭৮ থেকে ১৮৯টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখবে। সেখানে বিজেপি থেমে যেতে পারে ১১০-এর নিচে। জনমত পোল্‌ স আরও সাহসী, তারা তৃণমূলকে দিচ্ছে ১৯৫ থেকে ২০৫টি আসন। জেভিসি-র সমীক্ষা অবশ্য কাউকেই স্পষ্ট স্বস্তি দিচ্ছে না; তাদের হিসেবে তৃণমূল ১৩১-১৫২ এবং বিজেপি ১৩৮-১৫৯, যা আদতে এক চুল না ছাড়ার লড়াই। অর্থাৎ, সমীক্ষায় সমীক্ষায় এখন ধুন্ধুমার যুদ্ধ চলছে।এ বারের নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়েছে। ভোটদানের হার ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে নজির গড়েছে বঙ্গে। পরে আরও বাড়তেও পারে । যদিও ভোটার তালিকা থেকে বহু বৈধ নাম বাদ পড়া বা মৃত ভোটারদের নাম থাকা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর এই ব্যাপক ভোটদানের প্রভাব ফলে কতটা পড়বে, তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। এর মাঝেই বুথফেরত সমীক্ষায় বাম-কংগ্রেস শিবিরের জন্য বিশেষ সুখবর নেই। অধিকাংশ সংস্থাই তাদের 'শূন্য' হাতে ফেরানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। 'মহাশূন্য' থেকে খাতা খোলার স্বপ্নে তারা বিভোর থাকলেও জনমতের ঝোঁক সে দিকে দেখা যাচ্ছে না।২০২১-এর বিধানসভা বা ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এগজিট পোল কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সেই প্রসঙ্গ টেনেই বলেছেন, 'এগজিট পোলগুলি দেখার আগে মনে রাখবেন; সমস্ত এক্সিট পোলই এনডিএ ৩৫০-এর বেশি আসন পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল। চাণক্য ৪০০, ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া ৩৬১-৪০১, এবিপি-সি ভোটার ৩৫৩-৩৮৩। কিন্তু বাস্তবে বিজেপি পেয়েছে ২৪০টি আসন; যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে অনেকটাই কম। ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ৪ঠা মে।' তাঁর এই আক্রমণাত্মক মন্তব্য জোড়াফুল শিবিরের আত্মবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করছে।অন্য দিকে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের গলায় সাবধানী সুর। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কার্যত বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব, 'মানুষ জিতবে'। গেরুয়া শিবিরের এই সংযত অবস্থান কৌতূহল বাড়াচ্ছে। কারণ, সমীক্ষাগুলি বিজেপির পালে হাওয়া দিলেও রাজনৈতিক বাস্তব অনেক সময়ই আলাদা হয়। ২৯৪ কেন্দ্রের ভাগ্য এখন বাক্সবন্দি। ৪ মে বোঝা যাবে বঙ্গে 'গেরুয়া ঝড়' নাকি 'প্রত্যাবর্তন';কোনটি সত্য হতে চলেছে।বুধবার। সাত জেলার ১৪২টি আসনে বুধবার শেষ দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে ১৬টি জেলায় ১৫২টি আসনে ভোট হয়েছিল। এই দীর্ঘ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলাফল এখন উত্তেজনার শীর্ষে। পরিসংখ্যানবিদদের মতে, এগজিট পোলের অনেক সময় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না। এটি মূলত ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি একটি পূর্বাভাস মাত্র। অতীতে বহুবার এই হিসাব বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি।২০২১ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি আসন। এ বার অধিকাংশ সমীক্ষক সংস্থা দাবি করছে, বিজেপি এক লাফে সেই সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে ক্ষমতায় আসছে। অন্য দিকে তৃণমূল ব্যাকফুটে থাকলেও জয়ের আশা ছাড়ছে না। ভবানীপুরের মতো হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে জয় কার হবে, বা নন্দীগ্রামের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে কি না, তা নিয়ে এখন রাজ্যের চায়ের দোকানে দোকানে বিতর্ক। বামেরা কি শেষ পর্যন্ত শূন্যের গেরো কাটাতে পারবে? পোল ডায়েরি বা জেভিসি-র মতো সংস্থাগুলি অন্যদের ৫ থেকে ৯টি আসন দিলেও সেখানে বাম-কংগ্রেসের ভাগ কতটা, তা অস্পষ্ট।পি-মার্কের সমীক্ষা বলছে বিজেপি ১৫০ থেকে ১৭৫টি আসনে জিততে পারে। প্রজা পোল সবচেয়ে বেশি আসন দিচ্ছে বিজেপিকে। অন্য দিকে পিপল্‌ স পাল্‌ স এবং জনমত পোল্‌ স তৃণমূলের একক আধিপত্যের কথা বলছে। এই বৈপরীত্যই প্রমাণ করে যে বাংলার রাজনীতিতে লড়াই কতটা জটিল। ভোটারদের মনের হদিশ পাওয়া সব সময় সহজ নয়। সমীক্ষক সংস্থাগুলির এই পরস্পরবিরোধী দাবি রাজ্যবাসীকে আরও বেশি ধন্দে ফেলে দিয়েছে। তবে ৪ মে-র সূর্যোদয়ের সঙ্গেই সব জল্পনার অবসান ঘটবে।নবান্নের সিংহাসন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই সুরক্ষিত থাকবে? নাকি দিল্লির নেতাদের হাত ধরে বাংলায় পদ্ম ফুটবে? বুথফেরত সমীক্ষার এই গোলকধাঁধায় আপাতত ঘুরপাক খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। ভোট গণনার দিনই বোঝা যাবে সমীক্ষার 'ফল' নাকি জনমতের 'ফল', কোনটি বেশি মিষ্টি। আপাতত রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা শহর থেকে গ্রামের প্রতিটি কোণায়। ভাগ্যপরীক্ষা হয়ে গিয়েছে প্রার্থীদের, এখন শুধু পরিণামের অপেক্ষা। ইভিএমের গোপন কুঠুরিই জানে আগামীর বাংলার শাসক কে।বাংলার নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বুথফেরত বা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা মেলা কঠিন। তবে মিলে যাওয়ার উদাহরণও নেহাত কম নয়। ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৪৮টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল তৃণমূল। ম্যাট্রিজের বুথফেরত সমীক্ষা বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ১৪৬ থেকে ১৬১টি আসন পেতে পারে বিজেপি। তৃণমূল পাচ্ছে ১২৫ থেকে ১৪০টি আসন। অন্যেরা ছয় থেকে ১০টি আসন পেতে পারে। তবে বাম বা কংগ্রেস এ রাজ্যে খাতা খুলতে পারবে না বলে দাবি করা হয়েছে।পোল ডায়েরির সমীক্ষা বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ১৪২ থেকে ১৭১টি আসন পেতে পারে বিজেপি। তৃণমূল পেতে পারে ৯৯ থেকে ১২৭টি আসন। অন্যদের পাঁচ থেকে ন'টি আসনে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। জনমত পোল্‌ স-এর সমীক্ষায় আবার তৃণমূলকে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯৫ থেকে ২০৫টি আসন পেয়ে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ক্ষমতা ধরে রাখবে বলে দাবি করা হচ্ছে। বিজেপি পেতে পারে ৮০ থেকে ৯০টি আসন। কংগ্রেসকে এক থেকে তিনটি আসন এবং বামেদের শূন্য থেকে একটি আসন দেওয়া হয়েছে। জেভিসি-র সমীক্ষায় তৃণমূলকে ১৩১ থেকে ১৫২টি আসনে এগিয়ে রাখা হয়েছে। বিজেপি পেতে পারে ১৩৮ থেকে ১৫৯টি আসন।অর্থাৎ, একমাত্র পিপলস পালস ছাড়া প্রতিটি সমীক্ষক সংস্থার রিপোর্টেই এ বারে বাংলায় জয়ের বিষয়ে বিজেপি-কে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ২০২১ সালে ৭৭টি আসন পাওয়া বিজেপি এ বার এক লাফে ক্ষমতা দখলের দোড়গোড়ায়।

তবে বুথ ফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল চূড়ান্ত ফলাফল নয়। এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পরিসংখ্যানবিদদের অনেকেই বলেন এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অতীতে বহুবার এগজিট পোলের হিসেব বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মুখ থুবড়ে পড়েছিল অধিকাংশ সমীক্ষা সংস্থা।ভবানীপুরের মতো হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে জিতবে কে? নন্দীগ্রামে ২০২১ এর নির্বাচনের ফলাফলের কি পুনরাবৃত্তি হবে ভবানীপুরে? বামেরা কি খাতা খুলতে পারবে? শূন্যের গেরো কি কাটতে চলেছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর এখন সময়ের অপেক্ষা। ভাগ্যপরীক্ষা হয়ে গিয়েছে ২৯৪ কেন্দ্রের প্রার্থীদের। বাংলার মসনদে কে বসতে চলেছে, তা জানা যাবে ৪ তারিখেই। প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? তৃণমূল কি ফের ক্ষমতায় আসবে নাকি বঙ্গে উঠবে গেরুয়া ঝড়? বুথ ফেরত সমীক্ষার অনেক সময়ে পুরো ভুলও প্রমাণিত হয়েছে। এই সমীক্ষার থেকে একটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র।সব মিলিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে এখন ঘন মেঘ। কার মাথায় জয়ের মুকুট উঠবে আর কার কপালে জুটবে পরাজয়ের গ্লানি, তা নিয়ে সরগরম পাড়ার মোড় থেকে সোশ্যাল মিডিয়া। সমীক্ষার লড়াইয়ে কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে । বুথফেরত সমীক্ষা বিজেপিকে এগিয়ে রাখলেও তৃণমূলের তৃণমূল স্তরের সংগঠন শেষ মুহূর্তে ম্যাজিক দেখাবে কি না, সেটাই দেখার। বাম-কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা এ বারও কি প্রশ্নের মুখে পড়বে? না কি সাইলেন্ট ভোটাররা অন্য কোনও সমীকরণ তৈরি করেছেন? এই সব জল্পনার অবসান হবে ৪ তারিখেই । তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ২০২৬-এর নির্বাচন যে এক নতুন মাইলফলক হতে চলেছে, তা বুথফেরত সমীক্ষার এই চিত্র থেকেই পরিষ্কার। শেষ হাসি হাসবেন কে, দিদি না কি মোদী-শাহের সেনাপতিরা? চার তারিখের মহাপ্রলয়ের আগে এই সমীক্ষার ইঙ্গিত যেন ঝড়ের আগের স্তব্ধতা। বাংলার মানুষ কার রায় শিরোধার্য করেছে, তা আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। প্রতীক্ষায় বুক বাঁধছে রাজনৈতিক দলগুলি। জনতাই শেষ কথা বলবে শেষ বিচারে। বুথফেরত সমীক্ষার কাটাছেঁড়া চলুক, নজর থাকুক ৪ মের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির দিকে।

বাংলার জনতাকে কুর্নিশ মোদীর, এবার 'ঐতিহাসিক' জয়ে নিশ্চিত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির 'ঐতিহাসিক জয়' নিয়ে নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার উত্তরপ্রদেশের হরদইয়ে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে তিনি স্পষ্ট দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যেই গেরুয়া শিবির জয়ের হ্যাটট্রিক করতে চলেছে। বিহার ও গুজরাতের সাম্প্রতিক সাফল্যের পরিসংখ্যান টেনে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ভোট চলাকালীন মোদীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বাংলার ভোট পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘ কয়েক দশক পর রাজ্যে 'ভয়মুক্ত পরিবেশে' ভোট হচ্ছে। ভোটারদের দীর্ঘ লাইন গণতন্ত্রের এক নতুন ছবি তুলে ধরছে বলে মনে করেন তিনি। মোদী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটদানের খবর আসছে। প্রথম দফার মতোই বহু সংখ্যক জনতা ভোটদানের জন্য বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন। লম্বা লম্বা লাইনের ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। গত ছয়-সাত দশকে যা হয়নি, যা কল্পনাও করা যেত না; এ বার সেটাই হচ্ছে। ভয়মুক্ত বাতাবরণে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে ভোট দিচ্ছেন।' বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক সচেতনতাকে কুর্নিশ জানিয়ে মোদী আরও বলেন, 'এটাই দেশের সংবিধান এবং দেশের মজবুত গণতন্ত্রের পুণ্য প্রতীক।' তিনি ভোটারদের কাছে আবেদন জানান যাতে তাঁরা এভাবেই উৎসাহের সঙ্গে বুথে আসেন। তাঁর কথায়, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের মহান জনতার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নিজেদের অধিকার নিয়ে এত সজাগ। তাঁরা বিপুল সংখ্যায় ভোটদান করছেন।' নিজের আত্মবিশ্বাসের সপক্ষে বিহার বিধানসভা এবং গুজরাতের পুরভোটের ফলাফলের তুলনা টেনেছেন মোদী। তাঁর দাবি, দেশজুড়ে বিজেপির পক্ষে যে হাওয়া বইছে, তা ৪ মে-র ফলাফলে আরও স্পষ্ট হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিহারের ভোটে বিজেপি-এনডিএ বিপুল জয় পেয়েছে। ইতিহাস রচনা করেছে। গতকালই গুজরাতে মহানগরপালিকা, নগরপালিকা, জেলাপঞ্চায়েত, নগরপঞ্চায়েতের ভোটের ফল এসেছে। ৮০-৮৫ শতাংশ নগরপালিকা এবং পঞ্চায়েত বিজেপি জিতে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস, পাঁচ রাজ্যের ভোটে ঐতিহাসিক জয়ের হ্যাট্ ট্রিক করবে বিজেপি।

ছক ভেঙে রাজপথে মমতা

'চাপে পড়ে' কটাক্ষ শুভেন্দুর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকের চেনা ছক ভেঙে ভবানীপুরের ভোটের দিন সাতসকালে ময়দানে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৪ বা ১৯৮৯-এর স্মৃতি ফিরিয়ে বুধবার সকাল থেকেই বুথে বুথে ঘুরলেন তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা আর বিরোধীদের চাপের মুখে মমতার এই 'রোড শো' রাজনৈতিক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছে। ভোট শেষে রীতি ভেঙে কালীঘাট মন্দিরে পুজোও দিলেন তিনি। একে বিরোধীরা 'চাপের নতিস্বীকার' বললেও, তৃণমূলের দাবি এটি নেত্রীর 'মাস্টারস্ট্রোক'। সকাল ৮টা নাগাদ চেতলায় মমতার সাদা এসইউভি ঢুকতেই শোরগোল পড়ে যায়। আগের রাতে ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তল্লাশির খবর পেয়েই সেখানে ছোটেন তিনি। এরপর চক্রবেড়িয়ার পদ্মপুকুর রোডে বুথের বাইরে চেয়ার পেতে বসে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসুকে 'গৃহবন্দি' করার অভিযোগ শুনেই মেজাজ হারান নেত্রী। সেখানে দাঁড়িয়েই ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বলেন, 'আমি চাই, আমাদের দলও চায়, ভোটটা শান্তিতে হোক। মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হোক। কিন্তু

বিভিন্ন জায়গা থেকে কতগুলো অবজার্ভার নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে। যারা বাংলাকে বোঝে না।' বিগত কয়েক দশকে ভোটের দিন মমতাকে বিকেলে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেওয়া ছাড়া রাস্তায় দেখা যেত না। ১৯৯৯-এ ভবানীপুরের বস্তিতে গোলমাল বা ২০০৪-এ কসবায় বুথ জ্যামের খবর পেয়ে তিনি রাস্তায় বসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এ বারের তৎপরতা নজিরবিহীন।

শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে মমতা অভিযোগ করেন, 'গত রাতে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে। পর্যবেক্ষকেরা থানায় গিয়ে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছেন। শুধু আমাদের দলকে নিশানা করা হচ্ছে।' পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'ঠেলায় না-পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না।' বিকেলে ভোট দিয়ে দুই আঙুলে জয়ের চিহ্ন দেখিয়ে মমতা দাবি করেন, 'তৃণমূলই জিতবে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতব।' তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এটা কি অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন? জীবনে এমন দেখিনি!' দিনভর টানটান উত্তেজনার পর কালীঘাটে পুজো দিয়ে ঘরে ফেরেন নেত্রী, যা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম।

তিরানব্বই ছুঁই ছুঁই ঃ ভোটদানে ত্রিপুরাকে পিছনে ফেলল বাংলা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তেরো বছরের পুরনো জাতীয় রেকর্ড ধুলোয় মিশিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ। দেশের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে সবথেকে বেশি ভোটদানের নজির গড়ল এই রাজ্য। দ্বিতীয় দফার শেষে বাংলার বুথে বুথে আছড়ে পড়ল জনজোয়ার। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে ভোট পড়েছে ৯২.৪৭ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত হিসেব এলে এই হার আরও বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রথম ও দ্বিতীয় দফা মিলিয়ে বাংলার সামগ্রিক ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৮৫ শতাংশ। এর আগে দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ত্রিপুরার দখলে। ২০১৩ সালে সেখানে ৯১.৮২ শতাংশ ভোট পড়েছিল। দীর্ঘ ১৩ বছর সেই রেকর্ড অক্ষত থাকলেও এবার তা ম্লান করে দিল পশ্চিমবঙ্গ। প্রথম দফার ১৫২টি আসনে গত ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হয়েছিল। সেদিনই বাংলায় ভোট পড়েছিল ৯৩.১৯ শতাংশ। বাংলার এই উৎসাহ দেখে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে এত ভোট কখনও পড়েনি।' উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সাধারণত ভোটের হার বেশি থাকে। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৩ সালে নাগাল্যান্ডে ৯১.৫৩ শতাংশ ও ১৯৯৫ সালে মণিপুরে ৯১.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছিল। মেঘালয়ে ২০০৮ সালে এই হার ছিল ৮৮.৯৯ শতাংশ। ২০২৪ সালে অরুণাচলে ৮২.২৯ শতাংশ এবং ১৯৯৯ সালে সিকিমে ৮১.৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ১৯৮৯ সালে মিজোরামের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৮১.৩০ শতাংশ। এমনকি ২০২৬ সালে অসমেও ৮৫.৩৮ শতাংশ ভোটের নতুন নজির তৈরি হয়েছে। দক্ষিণের পুদুচেরীতে এবার ভোট পড়েছে ৮৯.৮৩ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ৮৫.১ শতাংশ। কেরলে ১৯৬০ সালে ৮৫.৭২ শতাংশ ভোট পড়ার ইতিহাস রয়েছে। তবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের চিত্রটা ভিন্ন। বিধানসভা ভোটে দেশের সর্বনিম্ন ভোট পড়ে উত্তরপ্রদেশে, ২০১৭ সালে যা ছিল মাত্র ৬১.০৪ শতাংশ। বিহারে ২০২৫ সালে ৬৬.৯৮ শতাংশ ও দিল্লিতে ১৯৭২ সালে ৬৮.৮৬ শতাংশ ভোট পড়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯৮৭ সালের ৭৪.৮৮ শতাংশ ভোটই এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। তুলনায় বাংলা এবার যা করে দেখাল, তা কার্যত অবিশ্বাস্য। সব রেকর্ড ওলটপালট করে দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিল পশ্চিমবঙ্গ। দিনভর লাইনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ বুঝিয়ে দিলেন, ব্যালট বা ইভিএমের লড়াইয়ে তাঁরাই আসল নির্ণায়ক। কমিশনের চূড়ান্ত তালিকার জন্য এখন অপেক্ষা করছে রাজনৈতিক মহল।

৮
৩০ এপ্রিল
২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

ভিটেমাটির হিসাব

মাটি কি সত্যিই মানুষকে চেনে, না কি মানুষই মাটির ভিতরে নিজের পরিচয় খুঁজে নেয়? কোনও কোনও মাটিতে পা রাখলেই ভিতর থেকে এক ধরনের শব্দ ওঠে, যেন খুব চেনা, যেন বহু দিনের; এইখানটা আমার। এই কথাটা কোথাও লেখা থাকে না। কোনও কাগজে নয়, কোনও রেজিস্ট্রারে নয়। আদালতও হয়তো এই ভাষা বোঝে না। কিন্তু শরীর বোঝে। পায়ের তলা বোঝে। কখনও কখনও মনে হয়, হাড়ও বোঝে।

আমি সেই মাটিতেই ফিরে গেলাম।ট্রেনে চার ঘণ্টা। ভিড়, গরম, গায়ে গা ঠেকানো মানুষ। জানালার ধারে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, এই ফেরাটা কেবল যাওয়া নয়, যেন কোথাও ফিরে পাওয়া। পরিযায়ী শ্রমিক তো আমি নিজেও। কায়িক শ্রমের নয়, মেধাশ্রমের, ক্লাসঘরে পড়ানোরকিন্তু, পরিযায়ী তো বটে, শ্রমিকও বটে। মাঝেমধ্যে ভেবেছি, ভোটার কার্ডটা যদি সরিয়ে নিই জন্মভিটে থেকে এখনকার ঠিকানায়? আবার মনে হয়েছে, তা হলে কি এই মাটির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও একটু একটু করে সরে যাবে? ঠিক জানি না। তবে করার সাহস পাইনি। তাই, ভোট দিতে গিয়েছিলাম। নিজের হাতে, নিজের মাটিতে, নিজের মানুষদের মধ্যে দাঁড়িয়ে।ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, পাশের মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন। চুপ করে। ভিতরে ঢোকেননি। ঢুকতে পারেননি। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। তবু মনে হচ্ছিল, কেন, তার উত্তরটা জানি। এই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার, ঢুকতে না-পারার অভিজ্ঞতা আমাদের ইতিহাসে নতুন নয়।এই দেশে আমরা অনেক কিছু দেখেছি। অথবা, নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়েছি সেই দেখার স্মৃতি। আমাদের স্মৃতিতে দেশভাগের ক্ষত আছে, দাঙ্গার আগুন আছে, এক অনপনেয় মৃত্যু-উপত্যকা আছে; আমাদের স্মৃতিতে রক্ত আছে, ভয় আছে, সেই ভয় থেকে সম্পূর্ণ চুপ করে যাওয়া আছে। মনে হয়, সেই ভয়টা বাইরে থেকে আসেনি পুরোপুরি। ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, অদৃশ্য ভাবে। এমন ভাবে যে কখনও বুঝতেই পারি না, কোনটা আমাদের নিজের, আর কোনটা আমাদের ভিতরে রেখে দেওয়া। হয়তো সেই ভয়ই রূপ বদলায়। চ্যুত হওয়ার ভয়, হারিয়ে ফেলার ভয়।ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দেখি, বৈশাখ মাসের বীরভূমের প্রবল রোদে বৃদ্ধের বলিরেখাময় মুখে জমে ওঠা স্বেদবিন্দুতে খেলা করছে সেই ভয়। আপাত-নিরীহ কয়েকটা শব্দ নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে এক ঝটকায় তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক সুগভীর অনিশ্চয়তার সামনে। 'এসআইআর', 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি'; শব্দগুলো কয়েক মাস আগেও অলীক ঠেকত এই মানুষটার কাছে। আজ, ঘোর বাস্তব। তিনি এই পরীক্ষায় পাশ করে তবে দাঁড়াতে পেরেছেন ভোটের লাইনে; তবু, ভয় তাঁর পিছু ছাড়েনি। তাঁর মুখের বলিরেখা জানে, রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে তাঁর অস্তিত্ব বালুকণার চেয়েও তুচ্ছতর। এক নিমেষে 'নেই' হয়ে যেতে পারে তাঁর এত দিনের সঞ্চয়; ভিটেমাটি, আলো-হাওয়া-জল, তাঁর পরিচয়।এই সব বড় কথার ভিতরেই হঠাৎ ছোট ছোট দৃশ্য এসে পড়ে।বীরভূমে ভোট দিতে এসে বুথে এক বিএলও-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, সমস্ত নথি আছে। পাসপোর্টও। তবুও বহু মানুষের নাম বাদ দিল। কেন, বুঝতেই পারছি। তিনি কথাটা বলেই চুপ করে গেলেন। আমিও। কিছু ক্ষণ পর মনে হল, এই চুপ করে যাওয়াটাই হয়তো আসল কথা। সবাই যেন জানে, তবু কেউ পুরোটা বলে না। কেন বলা যায় না, সেটা স্পষ্ট নয়। শুধু এটুকু বোঝা যায়, না-বলার একটা আলাদা জায়গা তৈরি হয়েছে; যেখানে কথা না-বলাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়।রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এমন একদল মানুষের কথা, যারা সব সময় থাকে, তবু কেন্দ্র নয়। তাদের কাজ থাকে, নাম থাকে না। আজকাল মনে হয়, কথাটা শুধু অর্থনীতির ছিল না। হয়তো রাজনীতিরও। রাষ্ট্র এই মানুষগুলিকে চেনে কি না, সেটাও নিশ্চিত নই। কখনও গোনে, কখনও ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়াটা এখন আর হঠাৎ করে হয় না। ধীরে ধীরে হয়। শব্দ ছাড়া। এক দিন হঠাৎ বোঝা যায়, নামটা নেই। আগে এই না-থাকাটা হয়তো অন্য ভাবে আসত। এখন আসে আর এক ভাবে। পদ্ধতি বদলেছে; এইটুকু বোঝা যায়।তারা যখন থাকে, তখন কি রাষ্ট্র তাদের মনে রাখে? না কি, তারা সংখ্যামাত্র? ভোটের সময়ে হঠাৎ তাদের দরকার পড়ে। তখন তারা দৃশ্যমান হয়। তার পর আবার মিলিয়ে যায়। এই মিলিয়ে যাওয়াটাই যেন নিয়ম। এ বার মনে হচ্ছে, সেই নিয়মটাও বদলাচ্ছে। দরকার থাকলেও, না-থাকলেও; কেউ কেউ আর ফিরে আসছে না তালিকায়।এই সব কথার ভিতরেই কিছু মুখ ভেসে ওঠে। যাঁরা আজ বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে।সুরাত থেকে এসেছেন এক জন। কাপড়ের কারখানায় কাজ করেন। বছরে দু'বার বাড়ি ফেরেন; ইদে, কুরবানিতে। বলছিলেন, প্রতি বার ভোট এলে আসেন নিজের জন্য। এই একটা দিন নাকি তাঁর। এ দিন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বুথের বাইরে। চুপ করে। ভিতরে ঢুকতে পারেননি। তাঁর কাগজ ছিল। ঠিকানাও। সবই ছিল, যেমন থাকার কথা। তবু কিছু একটা যেন কম ছিল। ঠিক কী, সেটা বোঝা যায় না। শুধু এইটুকু বোঝা যায়; তাঁকে আর ডাকা হয়নি।এই মাটির ভিতরেও কিছু কথা রয়ে যায়। যেগুলো সব সময় শোনা যায় না, তবু পুরোপুরি হারায় না। আমাদের এই গ্রামেই জন্মেছিলেন রেজাউল করীম। নামটা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। ঠিক কী লিখেছিলেন, অল্প কেউই মনে রেখেছে। শুধু এটুকু মনে পড়ে, মানুষকে আলাদা করে দেখার বিরুদ্ধে তিনি কথা বলতেন। দেশভাগের সময়েও। এখন মাঝে মাঝে ভাবি, এই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা কত সহজে আলাদা হয়ে যাই। একই পাড়া, একই ঘর, একই পরিবারের ভিতরেও। তাঁর লেখা কোথাও আছে। বইয়ে, হয়তো। কিন্তু সেই কথাগুলো কি আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে?এই মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে কখনও মনে হয়, প্রতিধ্বনি এখনও আছে। খুব ক্ষীণ। শুনতে হলে একটু থামতে হয়। কিন্তু আমরা থামি না। দেখি। চলে যাই। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। এই অভ্যস্ত হয়ে ওঠাটাই হয়তো সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিবর্তন।ভোট দিয়ে এসে বাড়িতে বসলাম। চুপ করে। হঠাৎ মনে হল, এই অভিজ্ঞতাটি অচেনা নয়। এমন এক পরিসর, যেখানে মানুষকে ডাকা হয়, কিন্তু নাম ধরে নয়।

কে বাঙালি, কে নয়, সেটা ঠিক করে দেবেন না মোদি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বাংলা ১৩০১ সনের চৈত্র মাসে সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ক্ষ্ম আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন, কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হঠাৎ হিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষ্ম এই বাংলা ১৪৩২ সনের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে ১৩১ বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি বড়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাগুলি লিখেছিলেন, তখন বাংলায় আর্য সমাজীদের প্রভাব শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজে বেশ বেড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাগনি সরলা দেবী চৌধুরানীর মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা আর্য সমাজের কাজ কর্মে বেশ সক্রিয় ছিলেন। আর্য পরিচয়ে গর্বিত আর্য সমাজীদের কাছে মুসলমান সম্প্রদায় স্বাভিকভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। সমাজের উচ্চবিত্তদের ভিতর এই আর্য সমাজীদের বাড়বাড়ন্ত রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই খুশি করেনি। বরং পরাধীন দেশের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সমাজের এই মানসিকতা তাঁকে আশঙ্কিতই করেছিল। বাঙালির আত্মপরিচয় যদি তার ভাষা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তে শুধুমাত্র ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয় , তাহলে ভবিষ্যতের পক্ষে তা কতখানি বিপজ্জনক এবং আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে সেটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছিলেন। করেছিলেন বলেই হঠাৎবাবুদের নূতন হিঁদুয়ানাকে কটাক্ষ করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় এটাও যে , রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙালি সমাজকে কটাক্ষ করেননি। সমাজের সাধারণ - অতি সাধারণ - নিম্নবিত্ত অংশের প্রতিও কটাক্ষ করেননি। করেননি হয়তো এই কারণেই যে এই অংশের ভিতর উগ্র হিঁদুয়ানির প্রকাশ তিনি দেখেননি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত শনিবার এই রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে কয়েকটি জনসভা করেছেন। সেই জনসভাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,ক্ষ্ম বাঙালিকে সংখ্যালঘু হতে দেব না। এই বাঙালি বলতে কাদের বুঝিয়েছেন তিনি? তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী হিন্দু বাঙালিই জাতিসত্ত্বার বিচারে একমাত্র বাঙালি। মুসলমানদের সেই বাঙালি সংজ্ঞার বাইরে রেখেছেন তিনি। অর্থাৎ পরিষ্কার একটি ভেদ রেখা টেনে দিয়ে বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে ভাগ করার ভোটমুখী একটি প্রয়াস করেছেন। নরেন্দ্র মোদির এই নতুন বাঙালি সংজ্ঞা যদি মানতে হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি, কাজি নজরুল ইসলাম বাঙালি নন , এমন একটা ধারণায় বিশ্বাসী হতে হয় আমাদের।

বিভাজনের রাজনীতির এর থেকে বড় উদাহরণ আর হয় না। যে বাঙালির জাতিসত্ত্বা দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে তার সংস্কৃতি এবং ভাষাকে ভিত্তি করে, সেই পরিচয়কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে, তাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালির বাঙালিত্ব নির্ণয় করা বাঙালিকে দু' টুকরো করে দু'ভাগ করে দেওয়ারই চেষ্টা। আর সেই চেষ্টাই নরেন্দ্র মোদি গত শনিবার নির্বাচনী প্রচারে এসে করে গিয়েছেন।

বাঙালির জাতিসত্ত্বার যে তত্ত্ব নরেন্দ্র মোদি জনসভা থেকে শোনানোর চেষ্টা করেছেন, সেই একই তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ চালানোর চেষ্টা করছে। বাঙালির আত্মপরিচয়কে ধর্মীয় পরিচয়ে ভাগ করে দেওয়ার সংঘী প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই চালু রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই সংঘ এই ধারণাটিই প্রচার করার চেষ্টা করছে, হিন্দু বাঙালি হচ্ছে সহি বাঙালি, আর মুসলমান বাঙালি হচ্ছে বাংলাদেশী। এর পরিণতি এই হয়েছে যে বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী বাঙালি মুসলমান শ্রমিককে হেনস্থা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্র স্বীকৃত নাগরিকত্বের সব পরিচয়পত্র থাকার পরেও মুসলমান নারীকে গায়ের জোরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, সেই ১৩১বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনই এখনো চারদিকে তাকালে প্রত্যক্ষ করবেন উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজে নব্য হিঁদুয়ানি প্রবেশ করেছে। এবং এই উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের একটি অংশ এখন তার ভাষা - সংস্কৃতির বদলে ধর্মীয় পরিচয়কেই জাতিসত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পছন্দ করছে। সে কারণেই বাঙালি মুসলমান ধর্মোন্মাদদের হাতে নিগৃহীত হলেও এই অংশটি নির্বিকার থাকতেই ভালোবাসে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও বাঙালিকে ঠিক এইভাবে ভেঙে দু' টুকরো করে দিতে চেয়েছিল। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টা তারই উদাহরণ। আজ যদি নরেন্দ্র মোদি - অমিত শাহদের দিকে তাকান, এখানে এসে তাঁরা যেসব কথা বলে যান, সেগুলি যদি শোনেন, বাঙালিকে বাগে আনতে, শায়েস্তা করতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যা যা করত, আজ নরেন্দ্র মোদিরা ঠিক সেগুলিই করেন। স্বাধীনতার পূর্বে যারা '৪২ -এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, যাদের পূর্বসূরিরা ব্রিটিশের কাছে মুচলেখা লিখে দিয়ে এসেছিলেন...। তারা যে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, নজরুলের বাঙালিকে ধর্মের নামে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাবেন ... এতে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। অবশ্য এই ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি ছাড়া নরেন্দ্র মোদিদের কিছু করারও নেই। মুর্শিদাবাদের জনসভায় নরেন্দ্র মোদি তাঁর হাতের এই তাসটি খেলে দিয়েছেন। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকেও তিনি কখনই দ্বিধা করেন না। সকলেরই মনে থাকবে, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তিনি বলেছিলেন, বিজেপি না জিতলে মুসলমানরা হিন্দু মহিলাদের গলার মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারও আগে তিনি মুসলমানদের পোশাক দেখে চেনা যায় বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এইসব কথা বলার সময় তাঁর একবারও মনে হয়নি তিনি শুধু এদেশের হিন্দুদের প্রধানমন্ত্রী নন। মুসলমানদেরও প্রধানমন্ত্রী।

যাক সে সব কথা। এইসব কথা বলা আর অরণ্যে রোদন করা সমার্থক। আমরা বরং এই রাজ্যের কথায় ফিরি। এই যে একমাত্র হিন্দু বাঙালিই বাঙালি এইরকম একটি তত্ত্ব খাড়া করার পিছনে রাজনৈতিক অঙ্কটি কী। যাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্দরের খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন , সংঘ বরাবরই মনে করে বঙ্গবিজয় যতদিন তাদের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না , ততদিন সমগ্র ভারতে তাদের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্র গঠনও ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। যে কারণে সংঘ নেতারা একান্ত আলোচনায় বলে থাকেন , বঙ্গ বিজয়ের পর হিন্দুরাষ্ট্র গঠন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদি এই আলোকে ভাবেন , তাহলে বুঝতে পারবেন , ২০২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির কাছে নিছক ভোটে জেতার লড়াই নয়। এর পিছনে আরও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে তাদের। এর পাশাপাশি বিজেপি এবং সংঘ কিন্তু এ-ও জানে , এই বঙ্গবিজয়ের পক্ষে তাদের সামনে বড় বাধা সামগ্রিকভাবে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং উদার সাংস্কৃতিক ভাবনা। যাঁরা মনে করেন আজ হঠাৎ বঙ্গ রাজনীতিতে উদয় হয়ে বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে ... তাঁদের সেই ভাবনাটিতেই ভুল রয়েছে। বহু আগেই বিজেপি , বিশেষত সংঘ বুঝেছিল বঙ্গ বিজয়ের পথে এগতে গেলে বাঙালির সাম্প্রদায়িক ঐক্যটিকে বিনষ্ট করতে হবে। যেমনটি ব্রিটিশ শাসকরাও বুঝেছিল। এই লক্ষ্যে সংঘ কিন্তু সেই আশির দশক থেকেই তাদের এই ক্ষ্ম হিন্দুই বাঙালি ক্ষ্ম এই তত্ত্বটিকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়। আর এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যবস্তু হয় উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজ। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন ওই সময় থেকে সংঘের সরসংঘচালকরা এসে কলকাতায় বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের সংঘের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন। ওই সময় থেকেই সংঘের বিভিন্ন প্রবুদ্ধ সভায় ডাক পেতে থাকেন বিশিষ্টজনেরা। লক্ষ্যণীয়, সংঘের নেতারা এই যে উঁচুতলার বিশিষ্টজনদের বেছে নিয়েছিলেন তার একটা বড় কারণ এই যে , তাঁরা মনে করেছিলেন , এই উঁচুতলার মানুষরাই সমাজের ভাষ্যটি নির্মাণ করে দেবেন।দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে যে কাজটি অত্যন্ত সঙ্গোপনে করতেন সংঘের নেতারা, সেই কাজটিই এখন তাঁরা বুক ঠুকে প্রকাশ্যে করেন। এখন নরেন্দ্র মোদি জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, একমাত্র হিন্দুরাই বাঙালি। এই যে প্রকাশ্যে এই বিভাজনের রাজনীতি করার সাহসটি বিজেপি অর্জন করল, তার মূলে তিনটি কারণ। এক, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক এখন তারাই। দুই, আমরা মানি কি চাই না মানি, এটা বাস্তব যে আমাদের একাংশের ভিতরের সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে বিজেপি প্রকাশ্যে এনে ফেলতে পেরেছে। আমদের অনেকেই এখন বিজেপির ক্ষ্মএকমাত্র হিন্দুই বাঙালিক্ষ্ম এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। তিন, অর্থ এবং নানাবিধ প্রাপ্তির লোভে বাঙালি সমাজের ক্ষ্মএলিটক্ষ্মদের একাংশ নব্য হিন্দু হয়েছে। তাহলে কি এই অস্ত্রে বিজেপি এবার বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা ফতেহ করবে? নাহ, সে তারা করতে পারবে না। সে গুড়ে তাদের বালি পড়ে গিয়েছে।

বিভাজনের রাজনীতিতে বিজেপি এগচ্ছিল ভালোই। এবং তাতে সাফল্যও কিছুটা তাদের আসছিল। কিন্তু অতি চালাকের সব সময় গলায় দড়ি পড়ে। অতি চালাকি করতে গিয়ে বিজেপিরও গলায় দড়ি পড়েছে। এসআইআরের নাম করে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে সংখ্যালঘুদের বাদ দিতে গিয়ে মুখার্জি থেকে মহম্মদ ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালিকে এসআইআরের লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। হিন্দু -মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালিকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এই আতঙ্কে যে আড়াইশোজন বাঙালি মারা গিয়েছে তাদের ভিতর হিন্দু আছে, মুসলমানও আছে। আজ মুসলমান বাঙালি যেমন ভাবছে তার নাগরিকত্ব থাকবে কিনা, তেমনই হিন্দু বাঙালিও সেটাই ভাবছে। পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিককে বিজেপি শাসিত রাজ্যে পিটিয়ে মারার ঘটনার পর যে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি চুপ করে ছিল, তারাও বুঝতে পারছে --- হিন্দু -মুসলমান নয়। আজ বিপন্ন সমগ্র বাঙালি। তার নাগরিকত্বকেই আজ প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আজ বিজেপিকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে তারা। যে খেলাটি সংঘ এবং বিজেপি শুরু করেছিল, সে খেলা এখন তাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। এখন বাঙালির জাতিসত্ত্বার পরিচয় নরেন্দ্র মোদি ঠিক করে দেবেন না। এসআইআরের লাইনে দাঁড়িয়ে হেনস্থার শিকার হওয়া বাঙালিই তার নিজের পরিচয় ঠিক করে নেবে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হবেই। তবে একটি ক্ষতি তারা ইতিমধ্যেই করে দিয়েছে। সমাজের একটি অংশে সাম্প্রদায়িকতার বিষটি তারা ছড়িয়ে দিয়েছে।

বাঙালিকে তার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সেই বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টা করতে হবে। কংগ্রেসের পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,ক্ষ্ম হিন্দু ও মুসলমান ভারতের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড কর্মঋণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, তখন দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক -একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে, তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মতো উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।ক্ষ্ম রবীন্দ্রনাথের এই সদুপদেশকে জাতি হিসেবে বাঙালিকে আজ স্মরণ করতেই হবে।(আরো খবর) সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

শেষ দফাতেও উত্তপ্ত বাংলা

ভবানীপুর থেকে ভাঙড়, সেই বিক্ষিপ্ত অশান্তিতেই কাটল ভোট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রথম দফার সেই চেনা মেজাজ বজায় থাকল শেষ দফাতেও। বুধবার রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মোটের উপর 'নির্বিঘ্ন' বলে দাবি প্রশাসনের তরফে। বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত কোথাও কোনও বড়সড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খবর না এলেও ভবানীপুর, ভাঙড়, গোঘাট কিম্বা বালির মতো স্পর্শকাতর পকেটগুলিতে দিনভর চলল টানটান উত্তেজনা। কোথাও স্লোগান-যুদ্ধ, কোথাও প্রার্থীর সামনেই কর্মীদের মারধর, আবার কোথাও পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলাদের হেনস্থার অভিযোগ; সব মিলিয়ে শেষ লপ্তের ভোটও রইল রীতিমতো হাইভোল্টেজ। এ বারের শেষ দফায় রাজ্য তথা দেশের নজর ছিল খাস কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রের দিকে। কারণ সেখানে যুযুধান দুই শিবিরের লড়াই। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেড়ে আসা আসনে এ বার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে শুভেন্দু পৌঁছতেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী ভ্রাতৃবধূ তথা স্থানীয় কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন। পাল্টা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন বিজেপি সমর্থকরা। শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে 'চোর-চোর' কটাক্ষ ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। শুভেন্দু যখন পটুয়াখালি পাড়া থেকে নিজের গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কাজরীর মুখোমুখি হন তিনি। স্লোগান-যুদ্ধে সেই সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালীঘাটের জয় হিন্দ ভবন চত্বর।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েও এ দিন ছবিটা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আইএসএফ প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে দেখে বিক্ষোভ দেখান শাসকদলের কর্মীরা। তবে ভাঙড়ের যা চেনা ছবি, সেই রক্তপাত বা ব্যাপক বোমাবাজি এ দিন দেখা যায়নি। বাহিনীর তৎপরতায় কিছু ক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অন্য

দিকে, বাসন্তীর ৭৬ নম্বর বুথেও উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দেখা যায় তৃণমূল কর্মীদের। অভিযোগ, ভোটারদের হেনস্থা করছিল বাহিনী। স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজা গাজির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুই যুবককে পুলিশ আটক করায় এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। বকুলতলাতেও তৃণমূলের শিবিরে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে।বালি বিধানসভাতেও ভোট মিটল বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে। সেখানে মহিলাদের সঙ্গে পুলিশের অভব্য আচরণের অভিযোগ ওঠে। বালি লালাবাবু সায়র রোডে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের হেনস্থার প্রতিবাদে সরব হন তৃণমূল প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি সাফ জানান, 'পুলিশকে ক্ষমা চাইতে হবে'। সাতগাছিয়া বিধানসভার ১১৬ নম্বর বুথে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিতে এক শিশু জখম হওয়ার ঘটনায় উত্তাল হয় এলাকা। লাঠিচার্জের সময় ওই খুদে সদস্য আঘাত পাওয়ায় জওয়ানদের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়ান স্থানীয় বাসিন্দারা।আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ এ দিন নজর কাড়লেন অন্য ভাবে। সোমবার তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। গুরুতর চোট পেয়ে তিনি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই অবস্থাতেই বুধবার ১৩৯ নম্বর বুথে অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে এসে ভোট দেন তিনি। বুথ থেকে বেরিয়ে মিতালি বলেন, 'বিজেপি বাংলার গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। আরামবাগে অভিষেকের জনসভায় যাওয়ার পথে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, গাড়িতে হামলা চলেছিল। আমি বেঁচে ফিরেছি। নির্বাচন কমিশন এ বার বলেছিল ভোট শান্তিতে হবে।'কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এদিন সপরিবার ভোটদান করেন। নিজের সমাজমাধ্যমের পেজে ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পরিবারকে পাশে নিয়ে নাগরিক হিসাবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের প্রয়োগ করলাম। আপনার ভোট নিজে দিন।' প্রসঙ্গত, ভোটের আগের রাতে ফিরহাদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী তল্লাশি চালিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন। ফিরহাদ মূলত মমতার কেন্দ্রের এজেন্ট ও অন্যতম প্রধান সংগঠক।হুগলির চুঁচুড়ায় আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সব ক'টি পক্ষই। তৃণমূল, বিজেপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক; তিনটি দলেরই ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভোটার তালিকা এবং দলীয় পতাকা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের দাবি, কমিশন নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্যাম্প করা সত্ত্বেও কোনও সতর্কতা না দিয়েই বাহিনী আচমকা চড়াও হয়েছে। তাদের বক্তব্য, 'এত বছরের ভোটে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল।নদিয়ার নবদ্বীপের বাবলারি এলাকার ৩৩ নম্বর বুথে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রার্থীর সামনেই কর্মীদের মারধর করা হয়েছে বলে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দু'জনকে আটক করে। আবার মধ্য হাওড়ার নরসিংহ বোস লেনে ধারালো অস্ত্র হাতে এক যুবককে ঘুরে বেড়াতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই যুবক অস্ত্র দেখিয়ে বাসিন্দাদের বিজেপিতে ভোট দিতে বলছিল। শিবপুর থানার পুলিশ তাকে অস্ত্র-সহ আটক করেছে।সব অশান্তির মাঝেও এক বিষণ্ণ ছবির সাক্ষী থাকল কালীগঞ্জ।

সেখানে সিপিএম প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন যখন ভোট দিয়ে বেরোচ্ছেন, তাঁর চোখ ভিজে এল মেয়ের স্মৃতিতে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ছোট্ট মেয়ে তমন্নার হাত ধরে ভোট দিতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজয় উৎসবের হিংসায় প্রাণ হারিয়েছিল সেই একরত্তি মেয়েটি। সাবিনা বলেন, 'আগের বার মেয়ের হাত ধরে ভোট দিতে গিয়েছিলাম। আজ ও নেই। শুধু ওর স্মৃতিটুকু সম্বল করে লড়াইয়ে নেমেছি।' বিমান বসুর কাছে 'শহিদ জননী' আর মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কাছে 'বোনের মতো' সাবিনা স্পষ্ট জানান, স্মৃতিমেদুর হলেও লক্ষ্য থেকে তিনি সরছেন না।

জয়ের লক্ষ্যেই তিনি লড়ছেন। এ ভাবেই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ আর স্মৃতির আড়ালে শেষ হল বাংলার শেষ দফার মহারণ। ছবি পিটিআই। ভবানীপুরে ।

ভবানীপুরে ধুন্ধুমার

'বহিরাগত' ধরতে জওয়ানদের নিয়ে দৌড় শুভেন্দুর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের দুপুরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ভবানীপুর। 'বহিরাগত' ধরার দাবিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কার্যত দৌড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কালীঘাট সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে ঘিরে তৃণমূলের বিক্ষোভ, পাল্টা স্লোগান এবং বাহিনীর লাঠিচার্জে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। স্লোগানযুদ্ধের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুক্তদল মোড় থেকে পটুয়াপাড়ার গলি। এ দিন সাড়ে ১২টা নাগাদ শুভেন্দুর গাড়ি মুক্তদল মোড়ে পৌঁছোতেই উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা 'জয় বাংলা' এবং 'চোর-চোর' স্লোগান দিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেন। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে ফের পটুয়াপাড়ার দিকে যান শুভেন্দু। অভিযোগ, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলীয় কার্যালয় থেকে কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। পাল্টা বিজেপি কর্মীরাও 'পিসি চোর-ভাইপো চোর' স্লোগান দিলে এলাকা উত্তাল হয়। উত্তেজনা চরমে পৌঁছোলে গাড়ি থেকেই নির্বাচন কমিশনে ফোন করেন শুভেন্দু। দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর আর্জি জানান তিনি। বাহিনী এসে পৌঁছোতেই লাঠিচার্জ শুরু হয়, ছত্রভঙ্গ হয়ে যান বিক্ষোভকারীরা। এরপর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় 'বহিরাগত' খুঁজতে ছোটেন শুভেন্দু। এই ঘটনায় সরব হয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এ সব যত করবে, তত আমার ভোট বাড়বে। ভবানীপুর ভদ্রলোকেদের জায়গা। এখানে এ সব করে লাভ নেই।' পাল্টা অশান্তি তৈরির দায় শুভেন্দুর ওপরই চাপিয়েছে তৃণমূল। কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'এখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট চলছিল। উনি অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন। ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। তাই এলাকার মা-বোনেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে।' ভোটারদের প্রভাবিত করার পাল্টা অভিযোগ অস্বীকার করে শুভেন্দুর দাবি, এলাকায় বহিরাগত ঢুকিয়েছে শাসকদলই। সব মিলিয়ে ভোট-দুপুরে স্লোগানযুদ্ধ আর লাঠিচার্জে কার্যত তপ্ত রইল খাস ভবানীপুর।

এবার 'সিংহম' আইপিএস-এর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাংলার ভোটের ময়দান থেকে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মার অপসারণ চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দোরগোড়ায় মামলা দায়ের হলো। দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ ভোটের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার রাতে এই পিটিশন জমা দিয়েছেন আদিত্য দাস নামের এক ব্যক্তি। আইপিএস অজয়পালের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার আবেদনপত্রে দাবি করা হয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে শীর্ষ আদালতের জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আদালত মামলাটি গ্রহণ করলে তবেই শুরু হবে শুনানি।

মামলাকারীর মূল বক্তব্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার অজয়পাল শর্মা নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনের ২০বি ধারা অনুযায়ী, একজন পর্যবেক্ষকের কাজ হলো ভোটারদের মনোবল বাড়ানো। অথচ আবেদনকারীর অভিযোগ, 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে পরিচিত এই অফিসার রাজনৈতিক প্রার্থীদের ভয় দেখাচ্ছেন এবং প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছেন। এতে নির্বাচনী পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অবিলম্বে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দায়িত্ব থেকে সরানোর আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী। রাজ্যের শেষ দফার ভোটে বাড়তি নজরদারির জন্য কমিশন যে ১১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল, অজয়পাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে সোমবার রাতের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত। অভিযোগ, সেখানে গিয়ে প্রার্দিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসেন ওই পুলিশকর্তা। এর পরেই তৃণমূলের তরফে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান পাল্টা তোপ দেগে বলেন, 'ওই পুলিশকর্তা নিজেকে সিংহম বলে মনে করেন। তবে তাঁরাও পুষ্পা। মাথা নত করবেন না।' মঙ্গলবার সকালে জাহাঙ্গিরের নেতৃত্বে অজয়পালের কনভয় ঘিরে 'জয় বাংলা' ও 'গো ব্যাক' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভও দেখানো হয়।এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ফলতার যুগ্ম বিডিও এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আইপিএস অজয়পাল দমে যাওয়ার পাত্র নন। বিক্ষোভের মুখেও দিনভর কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এলাকায় টহল দিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন বুথে বুথে। একদিকে কমিশনের প্রশাসনিক রদবদল, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই; দুইয়ে মিলে শেষ দফার ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। এখন দেখার, শীর্ষ আদালত এই মামলা নিয়ে কী অবস্থান নেয়।

ভোটলুটের বদলে সৌজন্যের লড়াই ঃ গঙ্গার দু'পারে নজর কাড়লেন মিনাক্ষী-দীপ্সিতা

নয়া জামানী ডেস্ক আগে বঙ্গে ভোট মানেই যেন ছিল সন্ত্রাসের চেনা ছবি। কিন্তু সেই প্রথা ভেঙে অন্য এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল গঙ্গার দু'পার। পঞ্চায়েত বা পুরসভার সেই চিরপরিচিত অশান্তি আর 'ভূতের নাচন' উধাও। অন্তত বামেদের দুই লড়াকু মুখ মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও দীপ্সিতা ধরের মেজাজ সেই কথাই বলছে। নিছক অভিযোগের স্তূপ না সাজিয়ে তাঁরা বুথে বুথে লড়াই দিলেন বুক চিতিয়ে। দিনশেষে দুই প্রার্থীরই দাবি, মানুষ নিজের ভোট নিজেই দিয়েছেন। অতীতের হিংসার অন্তত এক আনাও এদিন দেখা যায়নি। উত্তরপাড়ার সিপিএম প্রার্থী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এদিন রণকৌশল সাজিয়েছিলেন ছক মেপে। তাঁর কাছে ছিল নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্র। কানাইপুর, নবগ্রাম আর কোন্নগরের যে ওয়ার্ডগুলোতে

অতীতে ভোটলুটের অভিযোগ উঠত, বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেখানেই পড়ে থাকলেন মিনাক্ষী। সিপিএমের দুর্গ বলে পরিচিত কোতরং এলাকায় সময় নষ্ট না করে তিনি নজর দিলেন 'দুর্বল' জায়গাগুলোতে। শেষবেলায় ঢুকলেন উত্তরপাড়া শহর ও মাখলায়। এই লড়াইয়ে মিনাক্ষীর বিপরীতে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। ভোটকেন্দ্রে মিনাক্ষী ও শীর্ষণ্যর দেখা হলে সৌজন্যের রাজনীতিও হার মানেনি। অন্য দিকে, দীপ্সিতা ধরের রণকৌশল ছিল 'অন দ্য স্পট' অ্যাকশন। উত্তর দমদমে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে দীপ্সিতার লড়াই ছিল অলআউট। নিমতা থেকে নিউ ব্যারাকপুর কিংবা বিরাটি; নির্দিষ্ট গণ্ডিতে না থেকে তিনি সারাদিন চষে ফেললেন গোটা এলাকা। আলিপুরের মতো কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির আঁচ পেতেই সেখানে বার বার ছুটে গিয়েছেন তিনি। লাল কুর্তা-সাদা ওড়নায় মিনাক্ষী আর কালো শাড়ি ও রোদচশমায় দীপ্সিতা; দু'জনেই এদিন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। গত লোকসভা ভোটে শ্রীরামপুরে লড়েছিলেন দীপ্সিতা। সেবার উত্তরপাড়ায় সিপিএম যে ৫০ হাজার ভোটের ভিত গড়েছিল, এবার মিনাক্ষী সেই জমিতেই ফসল তোলার অপেক্ষায়। দীপ্সিতা আবার লড়ছেন সেই কেন্দ্রে, যেখানে ২০১৬ সালে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে হারতে হয়েছিল সিপিএমের কাছে। যদিও ২০২১-এ চন্দ্রিমা সেই আসন পুনরুদ্ধার করেন। এবার কি তবে পালাবদলের পাল্লা ভারী হবে? দুই বাম প্রার্থীর দাবি অনুযায়ী ভোট যদি 'শান্তিপূর্ণ' হয়ে থাকে, তবে সেই রায় কার পক্ষে যাবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। 'শান্তিপূর্ণ ভোট' আদতে কার জয়ের পথ চওড়া করবে, তার উত্তর মিলবে আগামী সোমবার। তবে অভিযোগের পাহাড় সরিয়ে ভোটের দিনই দুই প্রার্থীর এমন ফুরফুরে মেজাজ সাম্প্রতিক বঙ্গ রাজনীতিতে বেশ বিরল।

বুথে বুথে মমতা, নিশানায় কমিশন-বাহিনী

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাতভর জাগরণ। আর সকাল হতেই রণংদেহি মেজাজে পথে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ভবানীপুরের ঘরের মাঠে বুথ পরিদর্শনে বেরিয়েই মেজাজ হারালেন তিনি। সরাসরি আঙুল তুললেন নির্বাচন কমিশন, পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, জেলায় জেলায় বেছে বেছে তৃণমূল কর্মীদেরই নিশানা করছে বাহিনী। রীতিমতো রেওয়াজ ভেঙে এদিন সকাল থেকেই সক্রিয় মেজাজে দেখা গেল তৃণমূলনেত্রীকে।ভোটের দিন সাধারণত ঘরের ভেতর থেকেই রণকৌশল স্থির করেন মমতা। বেলা গড়ালে মিত্র ইনস্টিটিউশনে গিয়ে নিজের ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু বুধবারের ছবিটা ছিল একেবারে অন্যরকম। সকাল হতেই কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চেতলায় পৌঁছন তিনি। ফিরহাদ হাকিমের পাড়ায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন মমতা। সোমবার রাতে ফিরহাদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ পর্যবেক্ষকদের যাওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বলেন, 'মাঝরাতে গিয়ে ববির বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। মহিলারা আতঙ্কিত!' নেত্রীর অভিযোগ, শুধু কলকাতাই নয়, মঙ্গলবার সারা রাত জুড়ে জেলাগুলিতে তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে তিনি নিজেও ঘুমোননি। চেতলা থেকে মমতার গাড়ি পৌঁছয় চক্রবেড়িয়ার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে কাউন্সিলরের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশের ঘটনা নিয়ে রীতিমতো সরব হন মমতা। পুলিশ ছাড়া কেন বাহিনী অন্দরে ঢুকল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী যখন গিয়েছিল, তখন বাড়িতে ওঁর স্ত্রী একা ছিলেন। ফোন কেড়ে নেওয়া নিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে।' এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সরাসরি আক্রমণ শানান পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে। মমতার কথায়, 'আমরা সকলে চাই নির্বিঘ্নে ভোট মিটুক। তবে বাইরে থেকে অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে এসেছে। তারা বাংলাকে বোঝে না। গতকাল রাতে সারা বাংলা জুড়ে অত্যাচার করেছে। আমি সারা রাত জেগে ছিলাম। পর্যবেক্ষকেরা থানায় গিয়ে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। শুধু আমাদের দলকে নিশানা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সব তৃণমূলের এজেন্টকে গ্রেফতার করো। আমার দলের যুব সভাপতিকে আজ সকালেই গ্রেফতার করেছিল। পরে ববি গিয়ে ছাড়িয়ে আনে।' ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মীকে মারধর থেকে শুরু করে এজেন্টদের হেনস্থা; প্রতিটি অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে রাজপথে নামেন তিনি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে সোশাল মিডিয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'মমতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমরাও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই। কিন্তু বিজেপির নোংরা কৌশল চলতে থাকলে আমরা চুপ থাকব না।' তৃণমূলের দাবি, বিজেপির 'ভয়' ও দমনের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে চলবে না। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় শক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সকাল থেকেই চষে বেড়িয়ে কঠিন প্রতিরোধের বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ভোট পর্বে নেত্রীর এই 'স্ট্রিট ফাইট' এক নতুন মাত্রা যোগ করল। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই সংঘাতের আবহে বুধবার দিনভর সরগরম থাকল ভবানীপুরসহ গোটা রাজ্য। শেষ পর্যন্ত কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের অবস্থানে অনড় থাকলেন মমতা।

হাওড়ার ভোট রক্তের উৎসবে পর্যবসিত হল

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তায় হাওড়া জেলার নির্বাচন রক্তের উৎসবে পরিণত হলো বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ১৮২ উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের বদান্যতায় উৎসবমুখর ভোট গ্রহণ রক্তের হোলি খেলায় পরিণত হলো বলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮২ উদয়নারায়ণপুর বিধানসভার ২৪৫ নম্বর বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট চলাকালীন এক সিআরপিএফ জওয়ান পূর্ণচন্দ্র দলুই নামের ৮১ বছরের এক দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ ভোটারের সঙ্গে তাঁর ছেলেকে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়। ওই জওয়ান তিনবার ধরে ওই বৃদ্ধকে ভোট কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করে। বৃদ্ধ বাড়ি চলে গিয়ে আবার ভোট দিতে ফিরে এসে তিনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার 'অপরাধে' ঠিক তখনই সিআরপিএফ জওয়ান এগিয়ে এসে বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। বৃদ্ধ মাটি থেকে উঠতে না পারায় তাঁকে দ্রুত আমতা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই অনভিপ্রেত ঘটনা সম্পর্কে উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমীর কুমার পাঁজা আমতা হাসপাতালে যান। তিনি এই ঘটনার পিছনে পরোক্ষভাবে বিজেপির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি নানা রকম জনবিরোধী কাজের ফলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা তার মধ্যে অন্যতম।' সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপ প্রিয়া, হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার সুবিমল পাল এবং অন্যান্য আধিকারিক ও প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ এলাকার স্পর্শকাতর স্থান ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি ঘন ঘন পরিদর্শন ও কড়া নজরদারি চালানো ও জাতীয় সড়ক সহ অন্যান্য রাস্তায় নাকা চেকিং ও বিভিন্ন রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

২০২৭ পুরভোটে টিকিটের শর্ত, বিধানসভায় ওয়ার্ড থেকে লিড চাই তৃণমূল কাউন্সিলারদের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিদায়ি মন্ত্রী উদয়ন গুহর কাছে দিনহাটা সিট প্রেস্টিজ ফাইট হলেও তৃণমূল কাউন্সিলারদের কাছে যেন অগ্নিপরীক্ষা। ২০২৭ সালে দিনহাটায় পুরভোট। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ওয়ার্ড থেকে লিড দিতে পারলে, তবেই পুরভোটের টিকিট জুটতে পারে কাউন্সিলারদের। তাই ফলাফল নিয়ে প্রার্থীদের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলাররাও। মুখে কিছু না বললেও তাঁদের শরীরী ভাষা সে কথাই বলছে। শহরের সাইলেন্ট ভোটারই তাঁদের ভাবাচ্ছে। তাই আপাতত প্রার্থীদের মতো ৪ মে ফলাফলের মুখ চেয়ে রয়েছেন দিনহাটা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলাররা।

এই চিন্তার কারণ যে মিছে মিছে নয়, তা বলাই বাহুল্য। গত কয়েকটি নির্বাচনে দিনহাটা শহরে তৃণমূল ভোটের নিরিখে পিছিয়ে ছিল। আসন জয়ের ক্ষেত্রে শহরের ভোট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুর এলাকায় ভালো ফলাফল করা তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেজন্য ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে খুলি বৈঠক, একাধিক কমিটি গড়া, এবার সবই করেছে তৃণমূল। কিন্তু ভোট মিটে গেলেও পুরবাসীর মন বুঝে উঠতে পারছেন না নেতারা। ভোটের পর পুরবাসীর নিঃস্তব্ধতা শাসক কাউন্সিলারদের চিন্তা বাড়িয়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড বাদে সব ওয়ার্ডেই বিজেপির তুলনায় তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। পরে ২০২১ সালের উপনির্বাচনে ১৬ এবং ৮ ছাড়া কোনও ওয়ার্ডে লিড পাননি উদয়ন গুহ। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে পুর এলাকায় প্রায় ২৪৫০ ভোটে লিড পায় বিজেপি। যদিও একুশের নিরিখে সেই ব্যবধান কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় তৃণমূল। কিন্তু সেসময়ও ৮ ও ১৬ ছাড়া কোনও ওয়ার্ডেই লিড নিতে ব্যর্থ হয় তৃণমূল। এবার বিধানসভা নির্বাচনে জিততে হলে গ্রামের পাশাপাশি শহরবাসীর সমর্থনও জরুরি। দলকে লিড দিতে না পারলে পুরভোটের টিকিট পাওয়ায় যে কোপ পড়তে পারে, তা বিলক্ষণ জানেন কাউন্সিলাররা। তাই ভোট শেষে জয়ের অঙ্ক মেলাতে ব্যস্ত তাঁরা।

সেই প্রসঙ্গ টেনেই ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকার বলেন, আমার ওয়ার্ডে ৯৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। আশাবাদী, আমরাই লিড পাব। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাবলু সাহা বলেন, বিগত দিনেও আমার ওয়ার্ড লিড দিয়েছে। এবারও লিড দেবে। পাশাপাশি সেই ব্যবধানও বাড়বে। তবে সকলের মধ্যেই যে এই আত্মবিশ্বাসের সুর ছিল, এমনটা নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক তৃণমূল কাউন্সিলারের গলাতেই শোনা গিয়েছে শহর এলাকায় সাইলেন্ট ভোটারদের নিয়ে আশঙ্কার সুর। তাঁদের কথায়, এবারও পুরসভায় লিড নাও পেতে পারে দল। তবে আশঙ্কার মাঝেও দলের কর্মীদের জন্য আশার কথা শোনাচ্ছেন দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর। তিনি বলেন, ভোটের পর হিসেব করে দেখেছি, গত নির্বাচনের লোকসান কাটিয়ে তিন থেকে চার হাজার ভোটে পুরসভা এলাকায় লিড পাব। যদিও বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের কথায়, দিনহাটা পুর এলাকার বাসিন্দারা বরাবরই বিজেপিকে ঢেলে আশীর্বাদ করেছেন। এবারও ব্যতিক্রম হবে না। একুশের বিধানসভা নির্বাচন, পরে উপনির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনে দুটি ওয়ার্ডে লিড পায় তৃণমূল। এবার ওয়ার্ড থেকে লিড দিতে না পারলে ২০২৭ সালের পুরভোটের টিকিট নাও পেতে পারেন তৃণমূল কাউন্সিলাররা। শহরের সাইলেন্ট ভোটিংয়ে তাঁরা আশঙ্কায়।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল
কোচবিহারের শতবর্ষপ্রাচীন কেশব আশ্রম

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে শতবর্ষপ্রাচীন কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী কেশব আশ্রম। ঐতিহাসিক এই আশ্রমের সুরক্ষাবলয় ভেঙে ফেন্সিংয়ের তারের জালি কেটে ফেলার মতো ঘটনা ঘটেছে। নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে পার্কের শিশুদের খেলার সরঞ্জাম। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা এই পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স বিভাগের ওপর।

কিন্তু তারা যে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয় তা কেশব আশ্রমে গেলেই বোঝা যায়। কোচবিহারের পাটাকুড়া এলাকায় তোর্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এই কেশব আশ্রমটি স্থানীয়দের কাছে রানি বাগান নামেই বেশি পরিচিত। ১৮৮৯ সালের ১৪ মে উদ্বোধন হওয়া এই আশ্রমের গেটে তালা ঝোলানো থাকলেও, নজরদারির অভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই নড়বড়ে। গেট পেরিয়ে বাঁধের দিকে এগোলেই দেখা যায় সীমানার তারের জালির বড় অংশজুড়ে কাটা রয়েছে, যা দিয়ে অনায়াসেই যে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে। আশ্রমের ভেতরে রয়েছে একটি চৌচালা, যেখানে কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতিবেদি ও চিতাভস্ম সংরক্ষিত আছে। শহরের প্রবীণ বাসিন্দারা জানান, অনেক আগে এই চিতাভস্মের একটি রুপোর কলস চুরি যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছিল। এছাড়া আশ্রম চত্বরে ব্রাহ্মদের একটি ছোট উপাসনা কক্ষ রয়েছে। অভিযোগ, মাসছয়েক আগে দুষ্কৃতীরা সেই উপাসনা কক্ষের দরজা ভেঙে লাইট চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির সদস্য অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, উপাসনা কক্ষটিকে যথাযথভাবে মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া পর্যটকদের জন্য আশ্রমের উদ্যানটি উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এতে যেমন পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে, তেমনি রাজআমলের ঐতিহ্যের ছোঁয়াও তাঁরা অনুভব করতে পারবেন। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, কেশব আশ্রমে শুধুমাত্র মহারাজাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর সময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে স্থায়ী কোনও কর্মী বা রাতের পাহারাদার নেই। উদ্যানটির দায়িত্বে থাকা পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স-এর রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগ বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আশ্রম সংস্কারের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অর্থবরাদ্দ পেলেই দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু করা হবে।

গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত কোচবিহার সাংগঠনিক জেলা কংগ্রেস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে কংগ্রেস জেলায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। দলীয় কর্মীদের একাংশের মন্তব্য, এবারের নির্বাচনে একাধিক প্রার্থীকে সেভাবে প্রচারে দেখা যায়নি। তেমনি অনেক কর্মীও বৈঠক, মিছিল ও জনসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের কী ফল হবে, তা দলের অন্দরে চিন্তা বাড়াচ্ছে। তবে দলের এই পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেস নেতা আজিজুল হক জেলা ও প্রদেশ নেতৃত্বকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছেন।

তাঁর কথায়, দলের এই পরিস্থিতির জন্য প্রদেশ থেকে জেলা নেতৃত্ব সবাই দোষী। এবছর ভোটের আগে দিনহাটা ও সিতাইয়ে জেলা সভাপতিকে সেভাবে দেখা যায়নি। আমরা মনপ্রাণ দিয়ে কংগ্রেস করি। দলের সঙ্গে ব্যবসা করি না। কিন্তু আমাদের জেলা সভাপতি দিল্লির নেতা। তাঁর সঙ্গে দলের কর্মীদের কোনও যোগাযোগ নেই। বিষয়টি নিয়ে জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় বক্তব্য মেলেনি। শনিবার দলের পতাকা হাতে নিয়ে শহিদ মিনারে রাহুল গান্ধির জনসভায় সেবাদলের কয়েকজনকে বিক্ষোভ করতে দেখা গিয়েছে। এর আগে সেবাদলকে কোণঠাসা করে রাখার অভিযোগে জেলা সভাপতিকে বিক্ষুব্ধ নেতৃত্ব কাঠগড়ায় তুলেছিল। ভোটের কয়েকদিন আগে কোচবিহারে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জনসভাতেও হাত শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতাকে দেখা যায়নি। নির্বাচনের দিন এজেন্ট দেওয়া নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পিসিসি-র সদস্য ছায়ারানি বর্মন প্রশ্ন তোলেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গোষ্ঠীকোন্দল ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে নীচুতলার কর্মীদের যোগাযোগের অভাবের জেরে জেলায় হাত শিবির দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। দলীয় কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, প্রার্থীদের সমর্থনে যে পরিমাণ প্রচারের প্রয়োজন ছিল তার সিকিভাগও এবার দেখা যায়নি। মেখলিগঞ্জের কংগ্রেস কর্মী জাকির হোসেন ক্ষোভের সুরে বলেন, দলে পুরোনো কর্মীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। জাতীয় দলের একটা নিয়ম রয়েছে। সে সবের তোয়াক্কা না করে জেলা সভাপতি নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করছেন। দলের নেতাদের সঙ্গে নীচুতলার কর্মীদের সেভাবে কোনও যোগাযোগ নেই। এবারের নির্বাচনে বামেরা যখন মাটি কামড়ে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, সেখানে কংগ্রেসের এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিজেপি ও তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। কংগ্রেসের জেলার সহ সভাপতি তরণী কার্জির বক্তব্য, দলের নেতাদের সঙ্গে কয়েকজন কর্মীর মতভেদ লেগেই থাকে। এবারের ভোটেও তাঁদের কয়েকজনকে কাজ করতে দেখা যায়নি।

দলের স্বার্থে নির্বাচনে সকলের একসঙ্গে কাজ করা উচিত ছিল।

ভোট মিটলেও শুনশান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মঙ্গলবার দুপুর একটা। খাঁখাঁ করছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। অফিসারদের কয়েকজনের ঘর খোলা থাকলেও ছিলেন না কেউই। দেখা মেলেনি সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার। কর্মাধ্যক্ষদের ঘরেও ঝুলছে তালা। কর্মীদেরও প্রায় দেখা নেই। যে অফিস প্রতিদিন লোকের ভিড়ে গমগম করে সেখানে এদিন যেন পিন পড়ার নিস্তব্ধতা। শুনশান মহকুমা পরিষদের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি। ফাঁসিদেওয়া থেকে আসা ওই ব্যক্তির প্রশ্ন, ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কি কারও দেখা মিলবে না। তাহলে কী হবে। দেখা পেলে কিছু সমস্যা মিটত। তবে তিনি কী কারণে মহকুমা পরিষদে এসেছেন, তা জানাননি। শুধু জানিয়েছেন, সভাধিপতির সঙ্গে তাঁর প্রয়োজন ছিল। সরকারি কোনও আধিকারিক বা কর্মীর দেখা না পেয়ে নীচে চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হল। প্রথম দফার ভোটের পরেই পুরসভায় যাচ্ছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ইতিমধ্যে তিনি মেয়র পারিষদদের নিয়ে বৈঠকও করে ফেলেছেন একবার। কিন্তু ঠিক যেন উলটো ছবি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। প্রথম দফার ভোট শেষ হলেও সভাধিপতি থেকে কর্মাধ্যক্ষদের বিশ্রাম যেন শেষই হচ্ছে না।

তাঁরা কবে অফিসে ফিরবেন কেউই সঠিক বলতে পারছেন না। কেউ আবার ৪ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরে পরিষদে যাওয়ার বিষয়টি ঠিক করবেন বলে জানিয়েছেন। ফলে বন্ধ পরিষদের সভাধিপতি ও কর্মাধ্যক্ষদের চেম্বার। প্রয়োজনীয় কাজে গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন কয়েকজন। যদিও সেই সংখ্যাটা হাতেগোনা। কারণ, ভোটের কারণে অনেক অফিসার ব্যস্ত বলে মহকুমা পরিষদে কাজ হবে না, এটা প্রায় সকলেই জানেন। নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্মী-আধিকারিকদের নির্বাচন বিধি কার্যকর থাকা পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিরা কোনও নির্দেশ দিতে পারবেন না। তবে তাঁরা মানুষের প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবেন। শংসাপত্র দেওয়া থেকে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করতে পারবেন। সভাধিপতি দাবি করেছেন, তিনি গত সোমবার অফিসে গিয়েছিলেন। আগামী সপ্তাহে পূর্ত স্থায়ী সমিতির বৈঠকও ঠিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, নিয়ম মেনে সরকারি কাজ আমরা করতে পারি না। আমরা বুধবারও যাব। অভিযোগ, শুধু সভাধিপতি-কর্মাধ্যক্ষরা নন, সরকারি কর্মী, আধিকারিকদের একাংশও পরিষদে যাচ্ছেন না। তাঁদের কেউ ছুটিতে রয়েছেন। কেউ বা দাবি করছেন, জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির কারণে তাঁরাও যাচ্ছেন না। সবমিলিয়ে সমস্যায় সাধারণ মানুষ। সূত্রের খবর, পরিষদের তৃণমূল বোর্ডের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে দপ্তরে যাওয়ার বিষয়টি ঠিক করছেন। সহকারী সভাধিপতির বক্তব্য, শরীর খারাপ। দু-একদিন পরে পরিষদে যাব। কে যাবেন, কী যাবেন না, তা জানি না। পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, সময় হলে যাব। এখন অফিসে গিয়ে সেভাবে কাজও হবে না। ফলাফল বার হোক দেখি। কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুল হকের শরীর খারাপ বলে দাবি। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস বলেন, একদিন গেলেও চেম্বারে বসিনি। অফিস বন্ধ নয়, চলছে। যে কাজগুলির টেন্ডার হয়েছে বা যেগুলি ভোটের আগে শুরু হয়েছিল সেগুলি চলছে। তিনিও বুধবার মহকুমা পরিষদে যাবেন বলে দাবি করেছেন। পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁয়ের দাবি, তৃণমূলের বোর্ড। সভাধিপতি এবং কর্মাধ্যক্ষদেরই যাওয়ার কথা। আমার যাওয়া না যাওয়া সমান। গেলেও বৈঠকে ডাকেন না। না গেলে তো খোঁজও রাখেন না।

বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের ঘটনায় শিলিগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শিলিগুড়ির একটি হোটেলে গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হলো না। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মেডিক্যাল ফাঁড়ি এলাকা থেকে দুই অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর ও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ দল। ধৃত দুই তরুণের নাম আউয়াল রেজা মাধা ও ওয়াসিম রাজা। তাঁরা দুজনেই গঙ্গারামপুরের রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। প্রথম দফার নির্বাচনে কুমারগঞ্জে উত্তেজনা চলাকালীন বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনায় তাঁরা সরাসরি জড়িত ছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

নির্বাচনের পর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল এই দুই তরুণ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত তিনদিন ধরে তাঁরা শিলিগুড়ির মেডিকেল ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি হোটেলে আত্মগোপন করে ছিলেন।

মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর থানার পুলিশ শিলিগুড়িতে পৌঁছায়। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় হোটেলে হানা দিয়ে তাঁদের পাকড়াও করা হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি কাজী সামসুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুর পুলিশ এই বিষয়ে রিকুইজিশন দিয়েছিল।

তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতেই যৌথ অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে দক্ষিণ দিনাজপুরে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভোটের হিংসা রুখতে এবং অপরাধীদের ধরতে পুলিশের এই তৎপরতা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভোটের মুখে শিলিগুড়িতে জাল নোট সহ ধৃত সিকিমের যুবক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে শিলিগুড়িতে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ হিমাচল বিহার সংলগ্ন এপিসি কলেজের সামনে এক বিশেষ অভিযান চালায়। আর এই অভিযানেই উদ্ধার হয়েছে কয়েক হাজার টাকার জাল নোট। এই ঘটনায় শিবাজী গুপ্তা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যে সিকিমের জোড়থাংয়ের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শিবাজী গুপ্তা যখন মাটিগাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল, তখন গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে। তল্লাশি চালাতেই তার হেপাজত থেকে ২০০ টাকার নোটের বান্ডিল উদ্ধার হয়।

গুনে দেখা যায়, সেখানে মোট ৫০ হাজার ৪০০ টাকার জাল নোট রয়েছে। নোটের গুণমান দেখে চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদেরও। নির্বাচনের আবহে এই বিপুল পরিমাণ জাল টাকা শহরে কেন আনা হয়েছিল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই জাল নোটগুলি মালদা জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তা সিকিমে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। ভোটের মরশুমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে যখন কড়া নজরদারি চলছে, তখন পাচারকারীরা শিলিগুড়িকে সেফ প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মাটিগাড়া থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার শিকড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

বুধবার ধৃত ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এই চক্রের সঙ্গে মালদা বা সিকিমের আর কোন বড় মাথা যুক্ত রয়েছে কিনা, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে গোরু পাচারের অভিযোগে আটক ১

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ একটিয়াসাল বাজারের উত্তপ্ত পরিস্থিতির রেশ এখনও কাটেনি, তার মধ্যে গোরু পাচারের অভিযোগে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ির জলপাই মোড় এলাকা। মঙ্গলবার দুপুরে এক ব্যক্তিকে গোরু পাচারের সন্দেহে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও গো-রক্ষকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি চারটি গোরু নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় গো-রক্ষকরা তাঁকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তাঁর কাছে গবাদি পশু পরিবহণের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হলে, তিনি কিছু নথিপত্র দেখান। কিন্তু সেই নথিপত্রে পুরোনো ও নতুন তারিখের ব্যাপক গরমিল লক্ষ্য করেন উপস্থিত জনতা। এর পরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে এবং চারটি গোরু বাজেয়াপ্ত করে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি জানিয়েছে, গরুগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে মাত্র ৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে নথিপত্রের অসংগতি বা গোরুর মালিকানা নিয়ে সে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি মঙ্গলবার মাটিগাড়া হাট থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত একটি সুসংগঠিত চক্র এইভাবেই গরু পাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের প্রশ্ন, নথিপত্রে পরিষ্কার গরমিল থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দিনের আলোয় ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে এই কারবার চলছে। নেপথ্যে কোনও যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে, বাজেয়াপ্ত করা গোরুগুলিকে নিরাপদ কোনও গোশালায় পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন গো-রক্ষকরা। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই চক্রের মূল পাণ্ডাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ফালাকাটা হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করল পুলিশ। ওই ঘটনায় ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানাগেছে, মঙ্গলবার ভোররাতে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল লাগোয়া পার্কিং জোন থেকে ওই অ্যাম্বুলেন্সটি চুরি হয়।

বুধবার সকালে এব্যাপারে ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অ্যাম্বুলেন্স চালক আলম ইসলাম। অভিযোগ পেয়ে সি সি ক্যামেরার সূত্র ধরে তদন্তে নামে ফালাকাটা থানার পুলিশ। দুপুর নাগাদ চুরি যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সটির খোঁজ মেলে কোচবিহার জেলার সিতাই থানা এলাকার একটি হোটেলের সামনে। খবর পেয়ে সিতাই থানার সাদা পোশাকের পুলিশ চালক সহ অ্যাম্বুলেন্সটি আটক করে। পরে ফালাকাটা থানার তদন্তকারী অফিসার তাপস রায় সিতাই থেকে চুরি যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম ভোলা বর্মন। তার বাড়ি ঘোকসাডাঙ্গা থানার গুমানী এলাকায়। পুলিশী জেরায় অ্যাম্বুলেন্স চুরির কথা স্বীকার করেছে ভোলা। বৃহস্পতিবার তাকে আলিপুরদুয়ার আদালতে চালান করা হবে বলে পুলিশী সূত্রে জানানো হয়েছে।

শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ আলিপুরদুয়ারে

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, আলিপুরদুয়ার জেলায় স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জেলা পুলিশ প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জেলার প্রতিটি সংবেদনশীল এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নজরদারি। বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত এরিয়া ডমিনেশন ও রুট মার্চ পরিচালনা করা হচ্ছে। আজ আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত যেমন দলসিংপাড়া চা বাগান, বীরপাড়া চা বাগান, ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে জংশন এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে রুটমার্চ করা হয়। কেবল নজরদারিই নয়, সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি জনসংযোগের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলছেন পুলিশকর্মীরা। তাঁদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রশাসন স্পষ্ট করেছে যে, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এলাকায় শান্তি বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের প্রতি আস্থা অটুট রাখাই এখন তাদের প্রধান অগ্রাধিকার।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 5

৩০ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

ছেলের বিয়ে উপলক্ষে স্কুলের সব পড়ুয়াকে মাংস-ভাত খাওয়ালেন রাঁধুনি, অনন্য নজির মালদায়

নয়া জামানা ।। মালদা

ছেলের বিয়ে উপলক্ষে স্কুলের খুদে ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিলে মাংস ভাত খাইয়ে তিথি ভোজন করলো রাধুনী চপলা মন্ডল। নিজ খরচে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মাংস-ভাত খাইয়ে অনন্য নজির গড়লেন মালদা চক্রের কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাঁধুনি চপলা মণ্ডল।এই বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের রাঁধুনি চপলা মণ্ডল, বয়স৬০। বাড়ি পুরাতন মালদার কাদিরপুরে ঠিক বিদ্যালয়ের পাশে। তাঁর একমাত্র ছেলে বাপি মণ্ডলের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান মিটে যাওয়ার পর চপলা দেবীর ইচ্ছা হয়, যে স্কুলে তিনি রোজ রান্না করেন, সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও তিনি ভোজ খাওয়াবেন।তাই বুধবার মিড-ডে মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাতে পড়ল গরম ভাত, ডাল, তরকারি, মাংস ও চাটনি। রোজকার মেনুর বাইরে মাংস পেয়ে বেজায় খুশি খুদে পড়ুয়ারা। স্কুল চত্বর যেন উৎসবের চেহারা নেয়। চপলা মণ্ডল বলেন, ক্ষুএই স্কুলের বাচ্চারা আমার নিজের নাতি-নাতনির মতো। রোজ ওদের রান্না করে খাওয়াই। ছেলের বিয়েতে ওদের না খাওয়ালে মন মানত না। নিজের সামর্থ্য মতো আয়োজন করেছি। ওদের হাসিমুখ দেখেই আমার আনন্দ।রাঁধুনি চপলা দেবীর এই সিদ্ধান্তে খুশি অভিভাবক ও শিক্ষকমহল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তনয় কুমার মিশ্র জানান, ক্ষুচপলাদির এই উদ্যোগ সত্যিই নজিরবিহীন। উনি প্রমাণ করলেন স্কুল শুধু পড়াশোনার জায়গা নয়, এটা একটা পরিবার।এক অভিভাবক পবন মণ্ডল বলেন, আমাদের মতো গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে সবদিন মাংস খেতে পায় না। দিদির এই ভালোবাসায় বাচ্চারা খুব খুশি। ভগবান ওনার মঙ্গল করুন। ছেলে-বৌমা সুখে থাকুক।নিজের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই মানবিক ছবি এলাকায় সাড়া ফেলেছে। চপলা মণ্ডলের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, ভালোবাসা ও মমতা দিয়েই গড়ে ওঠে প্রকৃত সম্পর্ক। কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনা অন্যদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

জরুরী সেবায় বাধা, সাপ্তাহিক হাটের যানজটে এম্বুলেন্স চলাচলের বেহাল দশা!

নয়া জামানা, মালদহ ঃ চাঁচলের শান্তিমোড় এলাকায় সাপ্তাহিক হাটকে কেন্দ্র করে বুধবার ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জাতীয় সড়কে ছোট-বড় অসংখ্য যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকে।

এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রী, সাধারণ মানুষ এবং রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রীরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বুধবার শান্তিমোড় এলাকায় বড় সাপ্তাহিক হাট বসে। সকাল থেকেই হাটে ব্যবসায়ী, ক্রেতা এবং পণ্যবাহী গাড়ির ভিড় বাড়তে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে জাতীয় সড়কের একাংশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে যায় বাস, ট্রাক, ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক।এই যানজটের মধ্যেই আটকে পড়ে একটি রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স। জানা যায়, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিরুয়া এলাকার এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু যানজটের কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অ্যাম্বুলেন্সটিকে। রোগীর পরিবারের সদস্যরা পথচারী ও চালকদের কাছে রাস্তা ফাঁকা করার আবেদন জানান। যদিও প্রথমদিকে তাতে তেমন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শান্তিমোড় এলাকায় প্রায়ই যানজট হয়। বিশেষ করে হাটের দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।

তাঁদের অভিযোগ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় না। এদিনও মূলত সিভিক ভলান্টিয়ারদের যান চলাচল সামলাতে দেখা যায়।খবর পেয়ে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। ভবিষ্যতে হাটের দিন বিশেষ ট্রাফিক পরিকল্পনা, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমে মধ্যরাতে আচমকা বন্ধ সিসিটিভি! জোর শোরগোল

নয়া জামানা, দক্ষিন দিনাজপুর ঃ বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমে মধ্যরাতে সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে ঘিরে বিতর্ক। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত ৩টা থেকে বুধবার সকাল ৭টা পর্যন্ত বালুরঘাট বিধানসভার স্ট্রং রুমের সামনের ক্যামেরাগুলি কাজ করেনি। এই ঘটনায় এতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। বুধবার বিকেলে বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষের ইলেকশন এজেন্ট দেবাশীষ কর্মকার জেলা শাসক ও বালুরঘাটের রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগ পেয়ে সন্ধ্যায় বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন জেলা শাসক বালা সুব্রমানিয়ান টি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখেন সিসিটিভি ক্যামেরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঝড়-বৃষ্টির জেরে কয়েকটি ক্যামেরা সাময়িকভাবে বিকল হয়ে যায়। তবে তৃণমূলের দাবি, ওই সময় কোনও ফুটেজ রেকর্ড না হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক। এর পেছনে ষড়যন্ত্রেরও গন্ধ পাচ্ছে তারা। প্রায় ৪ ঘন্টা ক্যামেরা বন্ধ ছিল। যা নিয়েই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল-কংগ্রেস।কলেজের মূল গেটের পাশেই রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার মনিটর। যেখানে রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা নজরদারি চালাচ্ছেন। স্ট্রং রুমে কড়া নিরাপত্তা ও ২৪ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা থাকলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।এনিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক ও জেলা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বালা সুব্রমানিয়ান টি বলেন, রাতে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছিল। বাজ পড়ে ২-৩টি সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ হওয়ায় সাময়িকভাবে সমস্যা দেখা দেয়। পরে দ্রুত সেই ক্যামেরাগুলি বদলে ফেলা হয়েছে। এখন সবকিছু স্বাভাবিক।

গাজোলে পুকুর খননের সময় উদ্ধার প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা জেলার গাজোল ব্লকের শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভালুকডাঙ্গা গ্রামে এক প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেল। গ্রামের 'চামার দিঘি' নামক একটি পুকুর সংস্কার বা খননের কাজ চলাকালীন মাটির নিচ থেকে এই মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। এটি একটি প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের তৈরি বলে প্রাথমিক অনুমান এলাকাবাসীদের।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভালুকডাঙ্গা গ্রামের চামার দিঘি পুকুরটি খননের কাজ চলছিল। এদিন জেসিপি দিয়ে মাটি কাটার সময় শক্ত কিছু অনুভব করেন গাড়ির চালক।কৌতূহলবশত মাটি সরাতেই বেরিয়ে আসে কালো পাথরের একটি একটি মূর্তি। মূর্তিটি উদ্ধারের খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই শয়ে শয়ে মানুষ তা দেখার জন্য ভিড় জমান। স্থানীয় বাসিন্দারা ভক্তিভরে মূর্তিটি উদ্ধার করে পুকুর পাড়েই রাখেন এবং সেটিকে পরিষ্কার করার পর দেখা যায় সেটি ভগবান বিষ্ণুর

এক প্রাচীন বিগ্রহ।মূর্তি উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গাজোল থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসন মূর্তিটি উদ্ধার করে গাজোল থানায় নিয়ে আসেন ।

কুশমন্ডিতে বিজ্ঞান পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য, জেলায় প্রথম রুবিনা পারভিন

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজ্ঞানচর্চায় নজরকাড়া সাফল্যের ছবি সামনে এল। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত পরীক্ষায় ব্রাইট ফিউচার আইডিয়াল মিশনের মোট ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।এর মধ্যে ১৩ জন কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের ধারাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রুবিনা পারভিন জেলা স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে কুশমন্ডির মুখ উজ্জ্বল করেছে। পাশাপাশি তানজির ইসলাম, মল্লিকা পারভিন, রিজা সাবনাম ও জুলেখা পারভিনও উল্লেখযোগ্য ফলাফল করে প্রশংসা কুড়িয়েছে।সফল

ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাফল্যকে স্বীকৃতি জানাতে বালুরঘাটের রবীন্দ্র নাট্য মঞ্চে এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বালুরঘাট বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক আশিষ দাস তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।এই সাফল্যে খুশি ব্রাইট ফিউচার আইডিয়াল মিশনের সম্পাদক নাসের আলী। তিনি জানান, আগামী দিনেও ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।শিক্ষামহলের মতে, এই সাফল্য শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, গোটা এলাকার জন্যই গর্বের এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ভোটের ডিউটিতে না যাওয়ায় ৪০ জন অধ্যাপককে শো-কজ লেটার!

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভোটের ডিউটিতে যাওয়ার জন্য রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬ জন সহকারী অধ্যাপককে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।কিন্তু, তাঁদের মধ্যে ১৬ জন গেলেও বাকিরা না-যাওয়ায় কমিশন কোপের মুখে পড়েছে। ফলে ৪০ জন সহকারী অধ্যাপককে শো-কজ করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে আগেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন উপাচার্য। তার পরেও তাঁদের শো-কজ করায় প্রশ্ন উঠেছে।বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, পিএইচডি, পিজি, ইউজি-সহ একাধিক কোর্স চলছে। এর সঙ্গে দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অনুরোধপত্র পাঠানো হয়েছিল। তার পরেও ৪০ জন অধ্যাপককে আলাদা আলাদা করে শো-কজ লেটার পাঠিয়েছে কমিশন। ব্যক্তিগত ভাবে জবাবও দিয়েছেন তাঁরা। পুরো বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে রয়েছে।সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে ৫৬ জনকে ভোটের ডিউটি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন প্রথম দফায় কমিশনের নির্দেশ মেনে ডিউটি করেছেন। বাকি ৪০ জন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি। তাঁদেরই শো-কজ করেছে কমিশন।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারে হামলা, থানায় অভিযোগ দায়ের

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালাদা ঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকায়। অভিযোগ, জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রনি ঘোষ ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়।এমনকি তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত বাবা দুলাল ঘোষকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।ঘটনাটি ঘটেছে সাহাপুরের সেতু মোড় সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সেতু মোড়ের কাছে একটি হোটেলের পাশের জমি নিয়ে বহুদিন ধরেই বিরোধ চলছিল।এদিন জমি মাপার কাজ চলাকালীন উত্তম ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা ওই জমি নিজেদের দাবি করে বচসায় জড়িয়ে পড়েন।অভিযোগ, বচসার একপর্যায়ে রনি ঘোষ ও তাঁর

পরিবারের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। রনি ঘোষের দাবি, আমাদের জমির সব কাগজপত্র বৈধ। পরিকল্পিতভাবে আমাদের সামাজিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক।পরিবারের অভিযোগ, হামলার সময় ক্যান্সার আক্রান্ত বৃদ্ধ দুলাল ঘোষকেও মারধর করা হয়, যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় রনির ভাই সুরজিৎ ঘোষ ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

যদিও পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযুক্ত উত্তম ঘোষও।পুলিশ জানিয়েছে, দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জাতীয় সড়কে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় ভিক্ষুক মহিলার মৃত্যু!

নয়া জামানা , মালদা ঃ মালদহের সামসি-গাজোল জাতীয় সড়কের পাশে রতুয়া-২ ব্লকের লস্করপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক মহিলা পথচারীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পথচারীর নাম আলেফা বিবি (৫০)। তিনি চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন খানপুর ঘাট এলাকার বাসিন্দা।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আলেফা বিবি ভিক্ষাবৃত্তি পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলেও জানা যায়। এদিন ভোর বেলা তিনি বাড়ি থেকে হন মালতীপুরের চাঁন্দুয়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে সামসি-গাজোল জাতীয় সড়কের পাশে লস্করপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় কোনও একটি অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তবে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে স্থানীয়দের দাবি।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বুথে নেই পর্যাপ্ত পোলিং এজেন্ট, ফলাফল নিয়ে চিন্তিত বিরোধীরা

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুরে বহু বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি বিজেপি, কংগ্রেসের মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। প্রথম দফার নির্বাচন শেষে এই তথ্য উঠে এসেছে রাজনৈতিক মহলের সামনে। এতে সংশ্লিষ্টদের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তারপরেও বিরোধীরা অবশ্য মুখে জয়ের দাবি করছে।

বিরোধীদের জয়ের দাবিকে তৃণমূল কংগ্রেস ফাঁকা আওয়াজ বলে কটাক্ষ করেছে। এতে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।যদিও ইসলামপুরের প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, আমাদের বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন আছে। বিরোধীদের সংগঠনই নেই। আমাদের জয় নিশ্চিত।ইসলামপুর বিধানসভার বিজেপির পর্যবেক্ষক সন্দীপ ভট্টাচার্য বলেন, আমরা ১৫০টি বুথে এজেন্ট দিতে পেরেছি। সংখ্যলঘু অধ্যুষিত বুথগুলিতে আমাদের সংগঠন নেই বলে সেখানে এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও সন্দীপবাবু বলেন, আমরা নিশ্চয়ই জিতব।

অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী গুড্ডি রিয়াজের স্বামী তথা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি হারুন রশিদ বলেন, আমরা ১০০টি বুথে এজেন্ট দিতে পেরেছিলাম। আশা করছি জয়ী হব। এবার অনেক বেশি সংখ্যায় ভোট পড়েছে।

এই ভোট পরিবর্তনের পক্ষে পড়েছে।বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভোট পড়ার হার বেশি হয়েছে। কিন্তু এই ভোট কোন দিকে বেশি পড়েছে তা পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না। তবে নির্বাচনের লড়াইয়ে সংগঠন একটি বড় ভূমিকা নেয়।

বুনিয়াদপুর দক্ষিণপাড়ার ঐতিহ্যবাহী মা শীতলার পূজায় ভক্তদের ঢল

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বুধবার বুনিয়াদপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিনপাড়ায় মহা ধুমধাম সহকারে শতাব্দীপ্রাচীন অতি জাগ্রত শীতলাদেবীর বাৎসরিক পূজো নিজস্ব মন্দিরে সম্পন্ন হল।এদিন দুপুর থেকে প্রচুর ধর্মভীরু মানুষের উপস্থিতিতে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে এই পূজো সম্পন্ন হয়।প্রতিবারের ন্যায় এবারও দূরবর্তী এলাকা থেকে প্রচুর নারীপুরুষ পুজোর ডালি নিয়ে মন্দিরে পূজো দিতে উপস্থিত ছিলেন।অনেকে মানত পূরন হওয়ায় শীতলা দেবীর প্রতিমা পূজোমন্ডপে প্রদান করেন।স্থানীয় যুবকদের পরিচালনায় শান্তিপূর্নভাবে পূজো শেষ হয়।পূজো শেষে প্রচুর মানুষের হাতে খিচুরি প্রসাদ তুলে দেওয়া

হয়।শীতলা পূজো কমিটির পক্ষে সুশান্ত মন্ডল বলেন,আমাদের এই পুজোর খরচ চালাতে এলাকায় বাসিন্দারা আর্থিক সহযোগীতা করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পূজো শেষে প্রসাদী ফলমূল এবং খিচুরি উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা

নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 6

ভোট মিটতেই ভিনরাজ্যে ফেরার হুড়োহুড়ি শ্রমিকদের, স্টেশনে ট্রেন ধরতে রণক্ষেত্র

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণ শেষ হতেই কাজের তাগিদে ফের ভিনরাজ্যে রওনা দিচ্ছেন হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। আর সেই ফিরতি যাত্রাকে ঘিরে মুর্শিদাবাদ ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক রেলস্টেশনে তৈরি হয়েছে ভিড়। জঙ্গিপুর, সাগরদিঘির মোরগ্রাম এবং ফরাক্কা স্টেশনে প্রতিদিন উপচে পড়ছে যাত্রীর ভিড়। ট্রেনে ওঠাকে কেন্দ্র করে ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি থেকে শুরু করে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। সোমবার জঙ্গিপুর স্টেশনে এমনই এক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে যাত্রীদের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোটের আগে বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছিলেন। ভোট মিটতেই তাঁরা ফের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার তাড়ায় স্টেশনমুখী হচ্ছেন। এর পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীদের চাপও বেড়েছে। ফলে স্টেশন চত্বরে তৈরি হয়েছে অস্বাভাবিক ভিড়। মঙ্গলবার সকালেও জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্টেশনে একই চিত্র ধরা পড়ে। স্টেশনের বাইরে দীর্ঘ লাইন, প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা নেই। ট্রেন ঢুকতেই কামরায় ওঠার জন্য যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জঙ্গিপুর স্টেশনে একটি ট্রেনের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, এক যাত্রীর মাথায় আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঠেলাঠেলিতে বহু বয়স্ক, মহিলা ও শিশুও বিপদের মুখে পড়ছেন। অনেকেই কার্যত পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছেন বলে অভিযোগ। ভুক্তভোগী যাত্রীদের দাবি, অগ্রিম টিকিট কেটে রেখেও ট্রেনে ওঠা যাচ্ছে না। কামরার দরজায় এমন ভিড় যে ভিতরে প্রবেশ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে অপেক্ষা করেও অনেক যাত্রী শেষ পর্যন্ত ট্রেনে উঠতে না পেরে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। মোরগ্রাম স্টেশনে ট্রেন ধরতে আসা নিয়ামত আলি বলেন, তসোমবার স্টেশনে এসে ভিড়ের জন্য ট্রেনে উঠতে পারিনি। অনেকের সঙ্গে আমাকেও ফিরে যেতে হয়েছে। আজও একই অবস্থা।

কাজে ফিরতে হবে, সামনে আবার ঈদ। কী করব বুঝতে পারছি না।দ যাত্রীদের আরও অভিযোগ, ভোটের সময় বাড়তি ভিড়ের কথা মাথায় রেখে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা বললেও সেই পরিষেবা পর্যাপ্ত নয়। অনেকেই সেই ট্রেনের সুবিধা পাননি। ফলে সাধারণ ট্রেনগুলিতেই যাত্রীচাপ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মালদহ ডিভিশনের রেলের এক জনসংযোগ আধিকারিক জানান, তভোটের কারণে বহু যাত্রী এসেছিলেন। এত ভিড় হবে, তা অনুমান করা যায়নি। ভোট স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। তবুও বাড়তি ট্রেন চালানো যায় কি না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।দ অন্যদিকে, মোরগ্রাম, জঙ্গিপুর ও ফরাক্কা স্টেশনে প্রতিদিনের এই জনস্রোত সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে রেল পুলিশও। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তা যথেষ্ট হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যাত্রীদের একাংশের দাবি, অবিলম্বে এই রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বিশেষ ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। না হলে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে ফেরা শ্রমিক ও সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা।

পণের দাবিতে বিয়ে ভেঙ্গে

প্রেমিকের হুমকি! আত্মঘাতী তরুণী

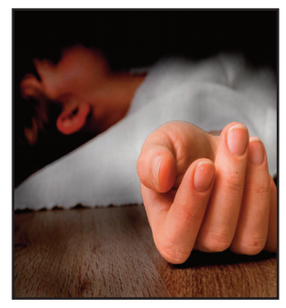

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ পণের দাবিতে বিয়ে ভেঙে দেওয়া এবং প্রেমিকের চরম হুমকির মুখে পড়ে আত্মঘাতী হলেন এক ১৯ বছরের তরুণী। বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের লোচনপুর মধ্যপাড়ার বাসিন্দা মুসলিমা খাতুনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিক ও তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত তিন বছর আগের প্রেমের সম্পর্কের জের ধরে। ইসলামপুর থানার কেশবপুর গ্রামের বাসিন্দা আসগর আলির সঙ্গে মুসলিমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি দুই পরিবার তাঁদের সম্পর্কের কথা জানতে পারে এবং বিয়ের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। মঙ্গলবার দুই পক্ষ বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য বৈঠকে বসে। মৃতার বাবা পিন্টু মণ্ডলের অভিযোগ, সেই আলোচনার মাঝেই আসগরের বাবা হাসিবুল শেখ ৫ লক্ষ টাকা নগদ, ২ ভরি সোনার গয়না, ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র ও একটি দামি মোটর বাইক পণ হিসেবে দাবি করেন। পিন্টু মণ্ডল জানান, এত বিপুল যৌতুক দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তিনি ২ লক্ষ টাকা, দুই ভরি সোনা ও আসবাব দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও আসগরের পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করে বৈঠক থেকে উঠে চলে যায়। বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে যাওয়ার পর মুসলিমা তাঁর প্রেমিক আসগরকে ফোন করে বিষয়টি পুনরায় ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। অভিযোগ, আসগর তাঁর সেই অনুরোধ তো শোনেনই না, উলটে মুসলিমার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেন। প্রেমিকের এই নিষ্ঠুর ও অনৈতিক আচরণে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন মুসলিমা। বুধবার সকালে নিজের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মেয়ের এই অকাল মৃত্যুর জন্য প্রেমিক আসগর আলি ও তাঁর বাবাকেই দায়ী করেছেন মৃতার পরিবার। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ জানিয়েছেন, মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত আসগর শেখ ও তাঁর বাবা হাসিবুল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। বিয়ের আসরে পণের দাবি এবং ব্যক্তিগত ছবি ভাইরাল করার হুমকির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। একটি তরতাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

দাবদহ-ভোট আবহে পর্যটকশূন্য হাজারদুয়ারি, সংকটে ব্যবসায়ীরা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বৈশাখের তীব্র দাবদহের সঙ্গে রাজ্যের ভোটের আবহ;এই দুইয়ের জোড়া প্রভাবে কার্যত পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে নবাবের শহর মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকেন্দ্র হাজারদুয়ারি। শীতের মরসুম থেকে শুরু করে দুর্গাপুজোর পরবর্তী ছুটি, এমনকি ঈদের সময়ও যেখানে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়, সেখানে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে এসে যেন নেমে এসেছে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। পর্যটকের দেখা না মেলায় বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন পর্যটন নির্ভর ব্যবসায়ীরা। সাধারণত শীতকালেই সবচেয়ে বেশি পর্যটকের সমাগম হয় মুর্শিদাবাদে। তবে শুধু শীত নয়, পুজোর ছুটি, বড়দিন, নববর্ষ কিংবা ঈদের সময়ও হাজারদুয়ারি চত্বর থাকে পর্যটকে ঠাসা। চলতি বছরের মার্চ মাসে ঈদের সময়ও ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। এতটাই পর্যটক এসেছিলেন যে নবাবের শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যানজট তৈরি হয়েছিল। অথচ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে সম্পূর্ণ উল্টো ছবি। হাজারদুয়ারির প্রবেশদ্বারের টিকিট কাউন্টার এখন কার্যত ফাঁকা, পর্যটকদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু হাজারদুয়ারি নয়, মুর্শিদাবাদের অন্যান্য ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলিও এখন খাঁ খাঁ করছে। কাটরা মসজিদ, মতিঝিল পার্ক, কাঠগোলা বাগান, জগৎ শেঠের বাড়ি-সহ একাধিক স্মৃতিসৌধে পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। স্থানীয়দের মতে, ভোটের মরসুম এবং অতিরিক্ত গরম;এই দুই কারণেই পর্যটকের সংখ্যা কমেছে। এর জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন টাঙা চালক, টোটো চালক, স্থানীয় গাইড, হোটেল ব্যবসায়ী ও রেস্তোরাঁ মালিকরা। পর্যটকদের উপর নির্ভর করেই যাঁদের সংসার চলে, তাঁদের রোজগার এখন প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। তীব্র গরমে সারাদিন অপেক্ষা করেও অনেকেই যাত্রী পাচ্ছেন না। ফলে সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। সূত্রের খবর, হাজারদুয়ারির প্রায় ১৮ জন কর্মী বর্তমানে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। যদিও পর্যটনকেন্দ্র খোলা রয়েছে, তবুও কর্মীসংকটের পাশাপাশি পর্যটকের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। মুর্শিদাবাদ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, তনির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই হাজারদুয়ারি প্রায় পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে। কর্মীদের একাংশ নির্বাচনের কাজে গিয়েছেন। পর্যটক না থাকায় টাঙা চালক, টোটো চালক, রেস্তোরাঁ, হোটেল ব্যবসায়ী;সবাই ক্ষতির মুখে । ভোট পুরোপুরি না মিটলে পরিস্থিতির খুব একটা বদল হবে বলে মনে হচ্ছে না।দ পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা, ভোটপর্ব শেষ হলে এবং আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক হলে আবারও চেনা ছন্দে ফিরবে নবাবের শহর।

ড্রেনের জলে দুর্ভোগ, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে ড্রেনের জল উপচে রাস্তায় পড়ার সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসী। প্রতিদিনই নোংরা জল রাস্তায় জমে থাকায় সাধারণ মানুষের যাতায়াতে মারাত্মক অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান মেলেনি।এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপিতা মফিজুল ইসলাম জানান, সমস্যার বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে এবং ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, তআগামী চৌঠা মে-র পর আমরা একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ইতিমধ্যেই চিঠি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এলাকার প্রত্যেক দোকানদারকে পৌরসভার পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হবে, কারণ ড্রেনের উপর অনেকেই স্থায়ীভাবে সিঁড়ি নির্মাণ করেছেন। এর ফলে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার করতে সমস্যা হচ্ছে।দ অন্যদিকে, জঙ্গিপুর তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি তসিউল শেখ ওরফে জনি ভিন্ন সুরে বলেন, ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ার কারণেই এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাঁর দাবি, সঠিক সময়ে ড্রেন পরিষ্কার করা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

তিনি আরও বলেন, তসাধারণ মানুষ প্রতিদিন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা জরুরি।দ এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীর একটাই দাবি; দীর্ঘদিনের এই সমস্যা যেন দ্রুত সমাধান করে স্বস্তি ফিরিয়ে আনে পৌর প্রশাসন।

বালি মাফিয়াদের রুখতে পুলিশের অভিযান, ট্রাক্টরসহ গ্রেফতার চালক

নয়া জামানা , ভরতপুর ঃ বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য পেল ভরতপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ সংলগ্ন মাঝের নদীর ব্রিজের কাছে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায় ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডল ও তাঁর বিশেষ পুলিশ বাহিনী। বেশ কিছুদিন ধরেই আঙ্গারপুর সংলগ্ন এলাকায় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি চুরির অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই ওত পেতে বসে থাকা পুলিশ বাহিনী একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টরকে হাতেনাতে আটক করে। পুলিশের তৎপরতায় ট্রাক্টরের চালককে গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। ধৃত চালককে বুধবার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে কান্দি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের এই কড়া পদক্ষেপ ও তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডলের নেতৃত্বে পুলিশের এই নিরন্তর নজরদারি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এলাকায় কোনও প্রকার অবৈধ কারবার বা বালি চুরি বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের এই জয়যাত্রা সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার আশ্বাস জোগানোর পাশাপাশি অপরাধীদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছে এক কড়া সতর্কবার্তা।

বহরমপুর স্টেশনে নকল টিটিই গ্রেপ্তার, যাত্রীদের থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর স্টেশনে নকল টিটিই সেজে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। ধৃতের নাম মোহন চৌধুরী। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ওমরাপুর এলাকায়। রবিবার দুপুরে বহরমপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফুটব্রিজের কাছে কালো কোট পরে টিকিট পরীক্ষা করতে দেখা যায় তাঁকে। গলায় ছিল 'ইস্টার্ন রেলওয়ে' লেখা বেল্ট এবং ঝুলছিল একটি পরিচয়পত্র। প্রথমে অনেকেই তাঁকে সত্যিকারের টিটিই বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রবিবার তাঁর আচরণ দেখে কয়েকজন যাত্রীর সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় স্টেশনে কর্মরত আসল টিটিইদের। তাঁরা এসে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। পরে রেল পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জানা যায়, তাঁর গলায় থাকা পরিচয়পত্রটি নকল। পরিচয়পত্রের আকার ও রঙ দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। আরও দেখা যায়, পরিচয়পত্রের সিরিয়াল নম্বর শিয়ালদহ ডিভিশনের হলেও তাতে সই রয়েছে মালদা ডিভিশনের এক রেল আধিকারিকের। এতে নিশ্চিত হয় পুলিশ যে এটি প্রতারণার ঘটনা। রেল পুলিশ মোহনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তিনি স্বীকার করেন, একটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই কাজ করছিলেন। ওই চক্রে আরও তিনজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তারাই নকল বেল্ট ও পরিচয়পত্র তৈরি করে দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত তিন মাস ধরে নকল টিটিই সেজে বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিলেন মোহন। সোমবার তাঁকে বহরমপুরের সিজেএম আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে রেল পুলিশ।

ব্যাগভর্তি তাজা বোমা

উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ সাগরদিঘী ব্লকের মনিগ্রাম চাঁদপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ঝোপের মধ্যে থেকে ব্যাগভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সন্দেহজনক ব্যাগ দেখতে পান। কাছাকাছি গিয়ে বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত পুলিশে খবর দেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরদিঘী থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, দুষ্কৃতীরা কোনো উদ্দেশ্যে এই বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখেছিল। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে পুলিশ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া বোমাগুলির সংখ্যা ও প্রকৃতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, কারা বা কোন চক্র এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। আশেপাশের এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং স্থানীয়দের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে পুলিশ আশ্বস্ত করেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দ্রুতই দোষীদের চিহ্নিত করা হবে।

নবাবী ওমে আতরের ঘ্রাণ, আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুর্শিদাবাদের বালাপোষ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কনকনে ঠান্ডায় লেপ-কম্বল তো অনেকেই গায়ে দেন, কিন্তু শরীরের ওমের সঙ্গে যদি মিশে থাকে আতরের মায়াবী সুবাস? সেই মখমলে পরশ আর আভিজাত্যের নাম 'বালাপোষ'। বাংলার শীতের ইতিহাসে যা কেবল একটি আবরণ নয়, বরং মুর্শিদাবাদের নবাবী ঐতিহ্যের এক জীবন্ত দলিল। মুঘল আমল থেকে শুরু করে আজও এই শিল্পের সুগন্ধি ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন কারিগর আতির খানের উত্তরসূরিরা। সাধারণ সিন্থেটিক লেপ বা কম্বলের ভিড়ে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর এই বালাপোষ, যার জন্মকাহিনির পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ঐতিহাসিক মতে, মুর্শিদাবাদ যখন উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শিখরে,

তখন নবাব সুজা-উদ-দিনের আমলেই বালাপোষের সূত্রপাত। তবে লোকগাথা বলে ভিন্ন কথা। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা শীতের খ সখসে কম্বল পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু, যা হবে তুলোর মতো নরম, ওজনে হালকা এবং প্রেয়সীর উষ্ণ আলিঙ্গনের মতো আরামদায়ক। নবাবের সেই শৌখিন আবদার মেটাতেই কারিগর আতির খান উদ্ভাবন করেন এই বিশেষ বস্ত্র।

দুই পরত কাপড়ের মাঝে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলো বসিয়ে তৈরি এই বালাপোষ আজও মুর্শিদাবাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

আতির খানের সেই গোপন কারিগরি আজ তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে সুরক্ষিত।

দীর্ঘকাল এই শিল্পের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন প্রখ্যাত কারিগর সাখাওয়াত হুসেন খান।

রঘুনাথগঞ্জে রাতের অন্ধকারে

দেদার মাটি পাচার ও জলাশয় ভরাট

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ ভোটের কাজে ব্যস্ত প্রশাসন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই রাতের অন্ধকারে রঘুনাথগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় চলছে দেদার মাটি পাচার। পাশাপাশি এলাকার বহুপুরোনো জলাশয় ও কালভার্ট ভরাটের অভিযোগ করছেন এলাকাবাসী। প্রশাসনের নজরদারির অভাবকে পুঁজি করে মালডোভা ও রানীনগর এলাকায় অবাধে চলছে অবৈধ মাটি কারবার। রাতের অন্ধকার নামলেই সেখানে নামানো হচ্ছে আর্থ মুভার। যন্ত্রের সাহায্যে মাটি কেটে অনায়াসেই তা বোঝাই করা হচ্ছে ট্রাক্টর ও ডাম্পারে। রাতভর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ওইসব ভারী যান। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে মাটি। রোদজলে মাটি শুকিয়ে দমকা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশের এলাকায়। আবার অল্প বৃষ্টিতেই মাটি গলে কাদা হয়ে পথ পিছল হচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। এই মাটি পাচারকারীদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি।মাটি পাচারের ঘটনা জানাজানি হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপানউতোর। এ প্রসঙ্গে রানীনগর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরুন্নেশার প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। মাটি কাটার জন্য আমাদের কাছ থেকে কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি। আমি বিশেষ কাজে এলাকার বাইরে থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে আমার জানা নেই।অন্যদিকে, বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে ব্লক প্রশাসন। রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বিডিও আশিস সেন বলেন, ভূমি দপ্তরকে বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখার জন্য বলব। এ বিষয়ে রঘুনাথগঞ্জ ১ব্লকের বিএলআরও আব্দুল ওদুদ বলেন, দ্রুত এলাকা পরিদর্শনে আমাদের প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে। তদন্তে মাটি পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, নিয়ম অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর এখন এলাকাবাসীর নজর, আদপেই বন্ধ হয় কি এই অবৈধ কারবার, নাকি নির্বাচন মিটলে তবেই টনক নড়বে প্রশাসনের? সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রানীনগর ও মালডোভা এলাকার বাসিন্দারা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 7

শান্তিপূর্ণ ভোট তেহট্টে!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ শেষ দফার ভোট শেষ হয়েছে।

তেহট্ট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুব্রত কবিরাজ এদিন নিজের কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোটদান শেষে হাসিমুখে বেরিয়ে তিনি বলেন, তেহট্টের মানুষ সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছেন।দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ শেষ দফার ভোট প্রসঙ্গে সুব্রত কবিরাজ আরও জানান, অন্যান্য জায়গাতেও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, বড় কোনও অশান্তির খবর নেই। নির্বাচন কমিশন ভালো কাজ করছে, কড়া নজরদারি চলছে। বাংলায় এবার পরিবর্তন হবেই।বুধবার সকালে সুব্রত কবিরাজ শ্যামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫৪ নম্বর বুথে ভোট দেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বুথ পরিদর্শন করব ও কোথাও সমস্যা হলে যাব, তবে বেশি মুভমেন্টের দরকার নেই। মানুষ শান্তিতেই ভোট দিচ্ছেন। সুষ্ঠু ভোট পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনকেও ধন্যবাদ জানান তিনি। সব মিলিয়ে নদীয়ার তেহট্ট বিধানসভায় সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

ভোট চলাকালীন তৃণমূলের ব্লক অফিসে জপমালা হাতে জপ-তপ বিজেপি প্রার্থীর!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ 'মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না' মহাপ্রভুর সেই অভাব বাণীকে সামনে রেখে এবার সৌজন্যের নজির নবদ্বীপে। হোক না প্রতিদ্বন্দ্বী, সেসব তিনি মানতে নারাজ। ভোট ভোটের জায়গায় সৌজন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। নবদ্বীপ বিধানসভার ভালুকা এলাকায় তৃণমূলের বুথ অফিসে গিয়ে হাতে জপমালা নিয়ে বসলেন নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী। ভোটের সকালে এমন কান্ড দেখে হতবাক সকলেই। লড়াই এর ময়দানে এ কেমন সৌজন্যতা বিজেপি প্রার্থীর? যদিও এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামীর বক্তব্য, সারাদিন সবাই ভোট করবে, সন্ধ্যা বেলায় সকলে একসাথে চা খাবে। ভোটের ময়দানে

এসে সামাজিক সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয়, এটাই তার সাফ কথা। রাজনীতিতে যে যার ইচ্ছা মতো ভোট দেবে যাকে খুশি ভোট দেবে। কিন্তু সম্পর্ক যাতে কারো সাথে নষ্ট না হয়। হাতে কৃষ্ণ নামের জপমালা। আর কৃষ্ণ নাম করতে করতেই সমস্ত বুথ পরিদর্শন করলেন তিনি। হঠাৎই রাস্তার ধারে তৃণমূলের বুথ অফিস দেখতে পেয়ে জপমালা হাতে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসেন। ভগবানের নাম করতে করতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিক্রিয়াও দিলেন বিজেপি প্রার্থী।

ধুলটের আনন্দে রক্তাক্ত কুনুরি, সাঁইথিয়ায় সংঘর্ষে জখম বিজেপি কর্মী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোটের আবহে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল সাঁইথিয়া বিধানসভার কুনুরি গ্রাম। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আবহেই ছড়াল রাজনৈতিক সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই বিজেপি কর্মী। তাঁদের সাঁইথিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুনুরি গ্রামে ২৪ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন চলছিল। মঙ্গলবার ছিল ধুলট উৎসব। সেই উপলক্ষে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। অভিযোগ, এই সময়ই দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা বাঁধে, যা দ্রুত হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরিস্থিতি মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সংঘর্ষে জখম হন দুই বিজেপি কর্মী।ঘটনার খবর পেয়ে সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের

কর্মীরাই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে।অন্যদিকে, বীরভূম জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য ইতি সাহা পাল্টা দাবি করেছেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছিল বিজেপি কর্মীরাই। এমনকি তাঁর বাড়িতেও চড়াও হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।যদিও তৃণমূলের বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখার্জি এই ঘটনাকে রাজনৈতিক রং দিতে চাননি। তাঁর দাবি, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, একে অযথা রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়।ভোটের প্রাক্কালে এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট সম্পন্ন করার চ্যালেঞ্জের মাঝেই এমন সংঘর্ষ প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

বুথে ঢুকতে বাধা , কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী

বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে নদীয়ার একাধিক কেন্দ্রে ছিল সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।তবে তেহট্ট বিধানসভা থেকে উঠে আসলো অন্য এক চিত্র। এদিন তেহট্ট ৭৮ বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ পোদ্দারকে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ২৩৮ ও ২৩৯ নম্বর তেহট্ট নতুন পাড়া বুথের। এদিন দিলীপ পোদ্দার বুথে ঢুকতে গেলে তাঁকে বাধা দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সমীরন বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে নদীয়ার একাধিক কেন্দ্রে ছিল সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।তবে তেহট্ট বিধানসভা থেকে উঠে আসলো অন্য এক চিত্র। এদিন তেহট্ট ৭৮ বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ পোদ্দারকে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ২৩৮ ও ২৩৯ নম্বর তেহট্ট নতুন পাড়া বুথের। এদিন দিলীপ পোদ্দার বুথে ঢুকতে গেলে তাঁকে বাধা দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাধা পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ পোদ্দার। এদিন এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা সদস্য দিলীপ পোদ্দার কে বলেন, আপনাকে যে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে তার লেটার দেখান। কটাক্ষ করে দিলীপ পোদ্দার বলেন, অমিত শাহর নির্দেশে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে তাঁরা।শেষমেষ ভেতরে ঢুকতে না পেরে দিলীপ পোদ্দার হতাশ হয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে স্থান ত্যাগ করেন।

নিয়ম ভাঙ্গার অভিযোগ ঃ বুথের ১০০ মিটার দূরত্বে তৃণমূল কর্মীর প্রচার, পুলিশের কড়া পদক্ষেপ

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গেদে উত্তর পাড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা গৌরী নাথের স্বামী গৌতম নাথ ভোট চলাকালীন অবস্থায় তৃণমূলের কাগজপত্র নিয়ে একটি গাড়িতে করে মানুষকে ভোট দানে প্রভাবিত করছিলেন, এমনই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আধিকারিকরা তার সমস্ত কাগজপত্র সিজ করে নেয়। বহিরাগত পুলিশ আধিকারিক এর বক্তব্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও এই তৃণমূল নেতা তাদের কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে একই রকম ভাবে ভোটের প্রচার করতে থাকে। পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কাগজপত্র ও ইভিএম মেশিন দেখে পুলিশ প্রশাসনের সন্দেহ হলে সেই

ব্যাগ ভর্তি কাগজপত্র চেক করতে গেলে পুলিশকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতার বক্তব্য, ভোট কেন্দ্র থেকে আমি ১০০ মিটার দূরত্বে আমার পার্টির প্রচার করছি।আপনি আমার ব্যাগ ও কাগজপত্র চেক করতে পারেন না। এরপর ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সমস্তটা ভিডিওগ্রাফি করেন এবং বলেন যে তিনি আজকের দিনে প্রচারমূলক কোনো কাজ করতে পারেন না এবং স্থানীয় মানুষদেরকে জমায়েত করতে পারেন না। তৃণমূল নেতা নিজের কাজ বন্ধ না করে পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং ভিডিওগ্রাফির জন্য পুলিশকেও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। তল্লাশিতে একাধিক কাগজপত্র উদ্ধার হয়। কাগজপত্র চেক করার জন্য তৃণমূল নেতা দ্বারা পুলিশ আধিকারিক রীতিমতো বাঁধার সম্মুখীন হন। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক রাগান্বিত হন। তখন চাপে পড়ে তৃণমূল কর্মী হাতজোড় করতে থাকেন।সেই সময়কার ছবি স্থানীয় মানুষজন ক্যামেরাবন্দি করে।

ভোটের দিন নবদ্বীপে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, অভিযোগের নিশানায় তৃণমূল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোটের দিন ভরদুপুরে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী বাড়িতে ঢুকতেই তার বাড়ির বাইরে জমায়েত করেন তৃণমূল সমর্থকরা। এরপরই বিজেপি প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে থাকেন তারা। পরপর বাড়ির গেটে লাথি এমনকি, গেট ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ এলাকার সমস্ত কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের পর বাড়িতে ফেরেন নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী।

তিনি বাড়িতে ঢোকার পরে বেশ কিছু দুষ্কৃতী তার বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভাঙচুরের বেশ কিছু ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর। প্রার্থী জানান, তাঁর কাছে গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও রয়েছে। হামলার পরপরই তিনি নবদ্বীপ থানায় ফোন করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক তারপরই প্রার্থীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেও বাড়ির ১০০ মিটারে অবৈধ জমায়েত ছিল বলেও অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর।

পলাশীপাড়ায় ধীরগতিতে ভোট, ইভিএম বিভ্রাটে একাধিক বুথে ভোটারদের ভোগান্তি

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। নদীয়ার পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনিমা দত্ত এদিন নিজের কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। ভোটদানের পরে কেন্দ্র থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে তিনি বলেন, পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ সকাল থেকেই লাইনে দারিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।শেষ দফার ভোট

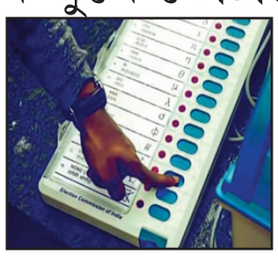

প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অনিমা দত্ত জানান, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, কোনও অশান্তির খবর নেই। নির্বাচন কমিশন ভালো কাজ করছে, কড়া নজরদারি চলছে। বাংলায় এবার পরিবর্তন হবেই।প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে অনিমা দত্ত হাঁসপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৫ নং বুথে ভোট দেন। তবে সমস্যার সৃষ্টি হয় ভোটগ্রহণ শুরুর কিছুক্ষণ পর। সূত্রের খবর, পলাশীপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত একাধিক বুথে এদিন ইভিএম বিকল হয়ে পড়ে। এমনকি বুথে ইভিএম বিকলের জেরে দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। যদিও পরবর্তীতে ইভিএম মেশিন পাল্টে দেওয়া হয়।

আগেই ভোট পড়ে গিয়েছে! ভোট দিতে না পেরে 'আত্মহত্যা'র হুমকি গাড়ি চালকদের

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোট না দিতে পারলে, গলায় দড়ি দেবেন, এই দাবি তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন গাড়ি চালকেরা। বুধবার ভোট দিতে গিয়ে দেখেন ভোট হয়ে গেছে। কারা দিল এই ভোট? তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিডিও অফিসে নির্বাচনের কাজে যুক্ত প্রায় সাড়ে ৪০০ জন গাড়িচালক।নদীয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে নির্বাচনের একাধিক গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আর সেই গাড়ির চালকরা বুধবার যখন নিজেদের বুথে ভোট দিতে যান, তখন জানতে পারেন তাদের ভোট হয়ে গেছে। কারা দিল তাদের এই ভোট, তা এখনো জানেন না তারা। তারই প্রতিবাদে এদিন সকালে

ক্ষোভে ফেটে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন সমস্ত চালকরা। তাদের দাবি, অবিলম্বে তাদের ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে তাঁরা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হবেন। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিজেপি প্রার্থী সাধন ঘোষ। তিনি সরাসরি কৃষ্ণনগর এক নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের ওপর গোটা দোষ চাপিয়েছেন। তার অভিযোগ আধিকারিক তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করতেন।

রাস্তায় ছিড়ে পড়ল হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তার, শান্তিপুরে চাঞ্চল্য!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোট চলাকালীন বিপত্তি। হাইভোল্টেজ তার ছিড়ে পড়ল রাস্তায়। ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভোটার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পাশাপাশি অল্পের জন্য রক্ষা পান পথচলতি মানুষও। নদীয়ার শান্তিপুরের ঘটনা। বুধবার নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বক্তারঘাট হাইস্কুলে ভোট গ্রহণ চলছিল। ভোট চলাকালীন হঠাৎ ওই এলাকায় থাকা এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের তার আচমকাই ছিঁড়ে মাটির উপরে পড়ে যায়।

সেই সময় অনেক মানুষই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সৌভাগ্যবশত কারোরই কোনো গুরুতর ক্ষতি হয়নি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে এলাকাটি নিরাপদ করার ব্যবস্থা নেয়। তার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা। এরপর দ্রুততার সাথে মেরামতির কাজ শুরু করেন তারা। ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

গলিয়ারা বাসস্ট্যান্ডে ট্রাক্টর- বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর জখম বাইক আরোহী

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের ময়ূরেশ্বর এলাকায় বুধবার সকালে এক সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকাল প্রায় দশটা নাগাদ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত গলিয়ারা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন এক বাইক আরোহী।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকপাড়া থেকে নপাড়া রাস্তার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ওই বাইক আরোহী। সেই সময় গলিয়ারা বাসস্ট্যান্ডের কাছে

বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে তার বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের অভিঘাতে বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন এবং খবর দেওয়া হয় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ প্রশাসন। আহত ব্যক্তি, সাহেব শেখকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা ও যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রাক্টরটিকে আটক করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

নিজের পেটে ছুরি মেরে যুবকের আত্মহত্যা!

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ছুরি নিয়ে নিজের পেটে ঢুকিয়ে আত্মঘাতী বছর ২৯ এর যুবক।

ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের জাজিগ্রামে।

মুরারইয়ের আমভুয়া গ্রামের আজেশ কোঁরা নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় তার মাথায় কিছু সমস্যা ছিল, তাই চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে জাজিগ্রামে এক কবিরাজের বাড়ি আনা হয়। তারপর ওই কবিরাজের বাড়ি থেকে বাথরুম যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে যায় আজেস।

স্থানীয় এক পোল্ট্রি মাংসের দোকান থেকে জোরপূর্বক একটি ছুরি কেড়ে নিয়ে নিজের পেটে ঢোকায় সে।

ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আজেশ কোরা নামে ওই যুবক।

পিছন পিছন তার পরিবারের লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে পাইকর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন

। তারপর তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানেই তার ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 8

বাড়ির দরজা-চালে ‘কালো জাদুর’ সরঞ্জাম, আতঙ্কে পরিবার-গ্রাম

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, লাউদোহা ঃ গৃহস্থের বাড়ির টালির উপরে ও দরজায় জাদু টোনার সরঞ্জাম রেখে গেল কেউ বা কারা । বিষয়টি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ালো গ্রামে, আতঙ্ক পরিবারে । ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের পিওর শ্যামলা এলাকায়। এদিন বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ এক দম্পতির বাড়ির চালে এবং দরজায় অশুভ কাজে ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা বিষয়টিকে ‘কালা জাদু’ বলে দাবি করছেন। যে বাড়িতেই ঘটনা ঘটেছে সেই বাড়ির মহিলা সালমা বিবি জানান , ঘটনাটি আমার বাড়িতেই ঘটেছে। এদিন দুপুর পৌনে একটা নাগাদ আমি দেখি আমার বাড়ির টালির উপরে এবং দরজায় লেবু , সূচ , কাগজে লাল কালিতে লেখা কিছু নাম, মালা, কানের দুল ইত্যাদি রাখা ছিল। তিনি জানান এটি জাদু টোনা, আমাদের বাড়ির ক্ষতি করার জন্যই কেউ বা কারা এমন কাজ করেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে আমরা ধন্দে রয়েছি। অন্যদিকে এই নিয়ে সামলা বিবির স্বামী শেখ জামিরুদ্দিনের দাবি , আমি প্রত্যেকদিন সকাল থেকে কাজে বেরিয়ে যায় বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। আজ দুপুর আড়াইটা নাগাদ বাড়ি চলে আসি এসে দেখি আমার বাড়ির কাছে অসংখ্য লোকের জমায়েত তার পাশাপাশি জাদু-টোনার সরঞ্জাম গুলিও লক্ষ্য করি। যেখানে লাল কালিতে কাগজে আমার এবং আমার বাবার নাম লেখা ছিল সাথে কাগজি লেবু তে রক্ত মাখানো এবং সেই লেবুতে অসংখ্য সুচ গাঁথা এবং কাগজে মোড়া মালা ও কানের দুল। তিনি জানান আমি কারোর কোন ক্ষতি করিনি তাহলে কেউ কেন আমার বাড়িতে এমন সরঞ্জাম রেখে গেল আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তাছাড়াও তিনি আরো বলেন ঘটনাটি কে বা কারা ঘটিয়েছে তা কেউই দেখেনি, তাই কাউকে এখন সন্দেহ করা যাচ্ছে না তবে আমি সাবধান করে দিতে চাই কেউ যদি এ ধরনের কাজ জানেন তাহলে অযথা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে মানুষের ক্ষতি করবেন না। বর্তমানে এমন ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ।

ডায়রিয়ায় ছাত্রীর মৃত্যু,আক্রান্ত শতাধিক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ এক এলাকায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় দুশো জন গ্রামবাসী। গ্রামের সকলেই প্রায় অসুস্থ। অনেকের অবস্থা আশংকাজনক। এরই মধ্যে এক নাবালিকা ছাত্রীরা মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ব্লকের কাটুন্দিডাঙ্গা গ্রামের। জেলা ও ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা শুরু করলেন আধিকারিকরা।

স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই গ্রামে বিশেষ পুজো ছিল। আর সেই পুজোর প্রসাদ খেয়ে বেশিরভাগ গ্রামবাসীর রাত থেকে বমি ও পায়খানা শুরু হয়। ক্রমশ পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু হওয়া সকলের। সকলকে একে একে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। প্রায় দুশো জনের মধ্যে ওই উপসর্গ দেখা দেওয়াতে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। অনেকেই এখনও আশংকাজনক থাকায় ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে তাদের কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এখন শতাধিক গ্রামবাসী গুরুতর অসুস্থ বলে জানা গেছে। তাদের চিকিৎসার পাশাপাশি গ্রামে পাঠানো হয়েছে মেডিকেল টিম। তারা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। এরই মধ্যে মৌসুমী হাজরা (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ডায়রিয়াতে। ফলে আরও নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসক দলের দাবি প্রসাদ এবং কাটা ফল খেয়ে ডায়রিয়ার সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, প্রসাদ খাবার পরই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাদের চিকিৎসা চলছে। বাকি অল্প অসুস্থদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য গ্রামে মেডিকেল টিম চিকিৎসা চালাচ্ছে। দুটি অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে গ্রামে। যাতে গুরুতর অসুস্থ হলে তড়িঘড়ি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

তালিকা থেকে নাম উঠাও,ভোট দিতে না পেরে বুথে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ৭৬ বছরের বৃদ্ধ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোট দিতে না বুথের বাইরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ৭৬ বছর বয়সের প্রবীন এক ভোটার। বুধবার দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচনে এই ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের পুবার গ্রামে। ২৪ নম্বর বুথের সামনে থেকে এক মর্মস্পর্শী ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রবীন ওই ভোটারের নাম মহম্মদ শহিদুল্লা সেখ।

জীবনের ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসা মহম্মদ শহিদুল্লা শেখ নামে ৭৬ বছর বয়সী বৃদ্ধ এবার ভোট দিতে না পেরে বুথের বাইরেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি স্বচ্ছন্দে নিজের অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ২০২৬-এর এই গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে এসে হঠাৎই তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। হাতে বৈধ ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বুথ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যা প্রত্যক্ষদর্শীদেরও মনেও দাগ কেটেছে। শহিদুল্লা শেখের এই দুর্দশা নিছক কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জানা গিয়েছে, ওই নির্দিষ্ট বুথ এলাকায় তাঁর মতো আরও প্রায় কুড়ি জন ভোটার একই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। এই তালিকায় যেমন নবীন ভোটাররা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন প্রবীণ ও মধ্যবয়সী নাগরিকরাও। বৈধ পরিচয়পত্র ও পূর্ববর্তী ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় তাঁদের কাউকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে ওই ২০ জন বুথের বাইরেই একপ্রকার মৌন অবস্থানে বসেন। তাঁদের চোখে মুখে ছিল ক্ষোভ ও হতাশার ছাপ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার তালিকায় এমন ব্যাপক অসঙ্গতি নিয়ে স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বুথে এসেই ভোট দিলেন ১০৪ বছরের বৃদ্ধ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ঘরে বসে নয়, সরাসরি বুথে গিয়ে ভোট দিলেন রাজ্যের অন্যতম প্রবীন ভোটার সেখ ইব্রাহিম। তাঁর বয়স ১০৪ বছর । তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের বত্রিশবিঘা গ্রামের ভোটার। তিনিই সম্ভবত শুধুমাত্র এ জেলার নয়, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সের ভোটার। এদিন তিনি সকাল সকাল তাঁর গ্রামের বত্রিশবিঘা প্রাইমারি স্কুলে এসে ভোট দিলেন। তাঁকে আনতে নির্বাচন কমিশনের গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে বুথে নিয়ে আসা হয়। তারপর হুইল চেয়ারে করে বুথের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোট দিয়ে তিনি খুশী বলে জানান। এরই আগে বাড়িতে তাঁর ভোটের ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বাড়িতে ভোট দিতে চাননি। বরাবরের মতো বুথে গিয়ে ভোট দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপরেই বুথে ভোট দেবার ব্যাবস্থা করা হয় কমিশনের তরফে। বুথ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিবারের লোকজন। এর আগে সেখ ইব্রাহিম এর নাম বিবেচনাধীন ছিল। শুনানিতে ডাকার পর সরকারি আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যাবতীয় নথি সংগ্রহ করেছিলেন। পরে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তার নাম উঠে আসে।

‘বাড়ির ভিতর থেকেও টেনে মারধর!’ -বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ, পথ অবরোধ

অত্রি চক্রবর্তী, নয়া জামানা,পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী এজেন্ট দিলীপ মল্লিকের এক আত্মীয়কে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘিরে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকা। অভিযোগ, এদিন দক্ষিণ শ্রীরামপুরে দিলীপ মল্লিকের বাড়ির ভিতরে বসে ছিলেন তাঁর আত্মীয় কৃষ্ণ রায়। সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা হঠাৎই বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তাঁকে ঘরের বাইরে আসতে বলে। কৃষ্ণ রায়ের দাবি, তিনি বাড়ির ভিতরেই অবস্থান করছিলেন এবং কোনও কারণ ছাড়াই তাঁকে বাইরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বাড়ির ভিতরে থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে বাইরে যেতে বলা হচ্ছে। এই প্রশ্ন করতেই তাঁকে কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিছু দূর নিয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে তাঁর বচসাও হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজ্য পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং কৃষ্ণ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে দিয়ে কৃষ্ণ রায় বলেন, তনিজের বাড়ির ভিতরেও কি এখন আর নিরাপদ থাকা যাবে না?দ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্ট দিলীপ মল্লিক অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের নাম ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে এলাকায় ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবাদে পথে নামেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। তিনি দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় পথ অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পর তিনি হেমাতপুর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৭ নম্বর বুথ পরিদর্শনে যান। বুথ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বপন দেবনাথ বলেন, তকেন্দ্রীয় বাহিনী অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছিল, তবুও তাদের এই আচরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং প্রশ্নের উদ্রেক করে।দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। ভোটের দিনে এমন ঘটনায় স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

রেকর্ড ভোটের মাঝেও বিক্ষিপ্ত অশান্তি, বাহিনীর বিরুদ্ধে তাণ্ডবের অভিযোগ

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোর থেকেই ছিল লম্বা লাইন। তারপর সকাল থেকেই ভোট যে হারে পরতে থাকে। তাতে প্রথম থেকেই প্রথম দফার ভোটের শতাংশ হারে পার হয়ে যাবে এটা বোঝা গিয়েছিল। বেলা একটায় কমিশনের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৭০ - ৭৬ শতাংশ ভোট হয়ে যায়। আর বেলা ৫ টার পরে ৯৪ শতাংশ পার হয়ে যায়। সব জায়গায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তারই মাঝে জামালপুর, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী সহ দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর পাওয়া যায়। এছাড়াও একাধিক বুথে সকালের দিকে ইভিএম মেশিনে নানা সমস্যা দেখা যায়। বেশ কয়েকটি বুথে প্রায় আধঘণ্টা করে সময় ভোট বন্ধ রাখতে হয়। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল বিভিন্ন বুথে গিয়ে ভোটদান পরিদর্শন করেন। বেশ কয়েকজন বয়স্ক ভোটারদের তিনি ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না, জামালপুর, মেমারী, বর্ধমান দক্ষিণ সহ একাধিক বিধানসভা এলাকার বুথ গুলোতে সকাল বেলায় মহিলা ভোটারদের সংখ্যা পুরুষ ভোটারদের ছাপিয়ে যায়। তবে বুথের লাইনে ভোটার ছাড়া বাড়তি লোকজনকে দেখা যায়নি। দুএক জায়গায় লোকজন দেখলেই বাহিনীর তাদের হটিয়ে দেয়। এরই মধ্যে বর্ধমান জেলার জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পর্বকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এলাকার একাধিক বুথে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর , ভোটদান চলাকালীন ভোটারদের ভোটকেন্দ্র থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যা নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পরিবর্তে বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তি দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। বিশেষত জামালপুরের ১৮৮ ও ১৮৯ নম্বর বুথকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই নির্দিষ্ট বুথগুলিতে লাইন দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ চালানো হয়েছে। অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ভোটারদের হাতে থাকা পরিচয়পত্র ও নির্বাচনী স্লিপ কেড়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা ছিঁড়ে ফেলার মতো গুরুতর অভিযোগও সামনে এসেছে। সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বুথ চত্বর থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অনেকেই মারধরের চোটে ভোট না দিয়েই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খানের অভিযোগ বাহিনীর জওয়ানরা অযথা হয়রানি করেছে সাধারণ ভোটারদের। কাঁটাগড়িয়াতে তৃনমূল কর্মীদের কোন কারন ছাড়াই মারধর করা হয়েছে। তার অভিযোগ ১২ জায়গায় ইভিএম খারাপ হওয়ার ফলে ভোটে বিঘ্ন ঘটে। অন্যদিকে মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৫ নং বুথে গন্ডগোলের জেরে ভোটের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এদিন ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মন্তেশ্বর বিধানসভার মামুদপুর ১ অঞ্চলের তৈয়বপুর গ্রামে ১২১ নম্বর বুথে। এই ঘটনায় কেন্দ্র বাহিনীর লাঠিচার্জ করায় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী সহ তিন জন মহিলা আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলপ্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর। তিনি এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান তৈয়বপুর গ্রামে। কেন্দ্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর প্রশ্ন করেন কেন মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করা হলো। কার নির্দেশে মহিলার ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। যদিও প্রার্থীর প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়নি কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশ। লাঠিচার্জ করার কথাও অস্বীকার করেন তারা। এরপর যারা ভয়ে ভোট দিতে পারিনি তাদেরকে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করেন প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী অযথা ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ করেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃনমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, মঙ্গলবার রাতে তৃনমূল নেতাদের বাড়ির চারপাশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজন ঘোরাঘুরি করে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর অযথা বাড়াবাড়ি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১০- ১২ জায়গায় ইভিএম খারাপ থাকার অভিযোগ আনেন তিনি। একই সঙ্গে এদিন তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট পূর্বস্থলী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিকের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকে তান্ডব চালিয়েছে বলে অভিযোগ আনেন। দিলীপ মল্লিকের অভিযোগ, বাড়ির ভেতর ঢুকে তাঁর এক আত্মীয় কে বেধড়ক মারধর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ সেটা জানানো হয়নি। প্রার্থী স্বপন দেবনাথের অভিযোগ বিজেপি এবং সেন্ট্রাল ফোর্স মিলে গন্ডগোল পাকিয়ে আতঙ্ক তৈরি করে। যাতে তাদের কর্মীরা বুথ পর্যন্ত না যেতে পারে। অন্যদিকে ভোটের দিন অবাধে ভোটদান হওয়ায় সেই ভোট কাদের পক্ষে চুলচেরা দাবি করেছেন বিজেপি- তৃনমুল সকলেই। তবে বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিক্ষোভের মাঝে কোথাও কোথাও বিজেপির সংগঠন যে দুর্বল সে তথ্য মিলেছে। পূর্ব বর্ধমানের প্রায় ৪০ শতাংশ বুথে এবারও বিজেপি এজেন্ট বসাতে পারেনি। জেলায় ৪৬৬০ টি বুথের মধ্যে প্রায় ১৯০০ বুথে বিজেপির এজেন্ট ছিল না। বিজেপির এক জেলা নেতা নাম প্রকাশ না করে সেকথা স্বীকার করেছেন। এদিকে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের গড় ভোট ৯৩.৩৬ শতাংশ। যা গত বারের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

ভোট দিতে গিয়ে চমক! আগেই ‘পড়ে’ গেল ভোট, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এল, যা ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে। চরগোয়াল পাড়া এসএসকে স্কুলে অবস্থিত ১১৫ নম্বর বুথে ভোট দিতে এসে বিপাকে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা মনোয়ারা খাতুন। তাঁর অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রে পৌঁছনোর পর তিনি জানতে পারেন যে তাঁর ভোট ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে। অর্থাৎ, তাঁর অজান্তেই অন্য কেউ তাঁর হয়ে ভোট প্রদান করেছে বলে দাবি করেন তিনি। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হতভম্ব হয়ে পড়েন মনোয়ারা খাতুন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং প্রিজাইডিং অফিসারের নজরে আনেন। তবে অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও কর্তৃপক্ষই তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। বরং তআমরা কিছু জানি নাদ বলেই দায় এড়িয়ে যাওয়া হয় বলে দাবি তাঁর। ফলে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না পেরে গভীর হতাশায় বুথ ছাড়তে বাধ্য হন ওই ভোটার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে ভোট প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

লাঠিচার্জের অভিযোগে উত্তপ্ত তৈয়বপুর, ঘটনাস্থলে সিদ্দিকুল্লা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মন্তেশ্বর বিধানসভার তৈয়বপুর গ্রাম। অভিযোগ, তৈয়বপুর-বারাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে সাধারণ ভোটারদের ওপর, এমনকি মহিলাদের ওপরও লাঠিচার্জ করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান মন্তেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি আহত ও নিগৃহীত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। পাশাপাশি বুথে দায়িত্বে থাকা আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অভিযোগ, তসম্পূর্ণ সংবিধানবহির্ভূতভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণ ভোটারদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। যারা আক্রান্ত হয়েছেন, তারা কেউই বুথ দখল বা অশান্তি করতে যাননি, তারা সাধারণ ভোটার হিসেবেই ভোট দিতে এসেছিলেন। বিশেষ করে মহিলাদের ওপর এই ধরনের আক্রমণ সম্পূর্ণ অন্যায়।দ তিনি আরও জানান, এই ঘটনার বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মডেল পোলিং বুথে উৎসবের আবহ,ভোট দিতে এসে মুগ্ধ সাধারণ মানুষ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রোদের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার ক্লান্তি যেন মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল এক অনন্য অভিজ্ঞতায়, বর্ধমান মিউনিসিপাল গার্লস হাই স্কুল- এ গড়ে তোলা অভিনব ‘মডেল পলিং বুথ’ ঘিরে দিনভর উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বুথে ঢুকতেই সাধারণ ভোটারদের মুখে ফুটে ওঠে হাসি; পরিচিত গম্ভীর ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ যেন বদলে গিয়েছে এক আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার থেকেই নজর কাড়ে রঙিন প্যান্ডেল ও টাটকা ফুলের সাজসজ্জা। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের একঘেয়েমি কাটাতে এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। বুথের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে আকর্ষণীয় ‘সেলফি জোন’, যেখানে তরুণ প্রজন্ম থেকে প্রবীণ নাগরিক; সকলেই ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখছেন। গণতন্ত্রের উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে প্রশাসন। সাজসজ্জার পাশাপাশি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কোনও খামতি রাখা হয়নি। কেন্দ্রে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ, ফলে ভোটাররা নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ভোটদান করতে পেরেছেন। অনেক ভোটারের কথায়, বুথে প্রবেশ করতেই মন ভালো হয়ে যায়; একদিকে সুন্দর পরিবেশ, অন্যদিকে কড়া নিরাপত্তা, সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্নধর্মী। ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসা এক প্রবীণ নাগরিক জানান, সাধারণত ভোটকেন্দ্র মানেই একটা গম্ভীর পরিবেশের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এখানে এসে মনে হয়েছে যেন কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের পরিবেশ সব বুথে থাকলে ভোটারদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের এই ‘মডেল বুথ’ উদ্যোগ শুধু ভোটদানের প্রক্রিয়াকে সহজ করেনি, বরং সাধারণ মানুষের মনে এক ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি করেছে। শহরবাসীর আশা, ভবিষ্যতের নির্বাচনেও এই ধরনের সৃজনশীল ভাবনা বজায় থাকবে এবং ভোটদান আরও উৎসবমুখর হয়ে উঠবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 9

মানবাজারে চাঞ্চল্য! পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার থানা এলাকায় এক নাবালিকার রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ওই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোক ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের দিকে কয়েকজন বাসিন্দা পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতরে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পান। পরে সেখানে গিয়ে তাঁরা এক নাবালিকাকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি মানবাজার থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মানবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মানবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার সকালে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা না অন্য কোনও ঘটনার ফল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা। ওই নাবালিকার মৃত্যুর পিছনে কোনও চাপ, পারিবারিক সমস্যা বা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় মানবাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্য সামনে আনা হোক। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে এখনও সব তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভোটের দিনে বড় ধাক্কা! খড়্গপুর শাখায় ২৩ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল, ভোগান্তির আশঙ্কা যাত্রীদের

নয়া জামানা , খড়্গপুর ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়্গপুর শাখায় ২৩ জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকেই নিত্যযাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

ভোটের দিনে বহু মানুষকে যাতায়াতে সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণত রবিবার ও জাতীয় ছুটির দিনে যে ২৩ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল থাকে, ভোটের দিন বুধবারও সেই ট্রেনগুলি বাতিল রাখা হয়েছে।

ফলে নিয়মিত যাত্রীদের বিকল্প ব্যবস্থা করে যাত্রা করতে হবে। আপ লাইনে বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে ৩৮৭০৩, ৩৮৪০৩, ৩৮১০৩, ৩৮৩০৩, ৩৮৪০৯, ৩৮১০৫, ৩৮৪১৭, ৩৮৪২১, ৩৮৭১৩, ৩৮৭১৫, ৩৮৭১৭, ৩৮৪৩৫, ৩৮৪৪৩, ৩৮৪৪৫, ৩৮৪৪৯, ৩৮৩১৩, ৩৮৪৫১, ৩৮৩১৯, ৩৮৯০৯, ৩৮৯১১, ৩৮৯১৭, ৩৮০৩১ ও ৩৮০৩৩। ডাউন লাইনে বাতিল হয়েছে ৩৮৩০৬, ৩৮৪০৮, ৩৮৩০৮, ৩৮৪১২, ৩৮৪১৪, ৩৮৭০৮, ৩৮৭১২, ৩৮১০৪, ৩৮৪১৮, ৩৮১০৬, ৩৮৩১২, ৩৮৪২৬, ৩৮৪৩৪, ৩৮৪৩৬, ৩৮৭২২, ৩৮৭২৪, ৩৮৪৫০, ৩৮৪৫৬, ৩৮৯১৪, ৩৮৯১৬, ৩৮৯২২, ৩৮০৩২ ও ৩৮০৩৬ নম্বর ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে

কারণ না জানালেও সূত্রের খবর, ভোট সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্যই এই ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তবে স্বস্তির খবর, অন্যান্য সমস্ত ইএমইউ লোকাল ট্রেন নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে বলে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের আগে থেকেই ট্রেনের সময় দেখে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি, ভোটের মুখে থমকে রাস্তা! ধুলোয় নাজেহাল পাঁশকুড়ার নিত্যযাত্রীরা

নয়া জামানা , পাঁশকুড়া ঃ লোকসভা ভোটের আগে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি মিলেছিল। কাজের সূচনাও হয়েছিল ঘটা করে। কিন্তু মাস কেটে গেলেও এখনও শুরু হয়নি রাস্তার কাজ। ফলে ধুলো, গর্ত আর ভাঙাচোরা পথে নিত্যদিন দুর্ভোগে পড়ছেন পাঁশকুড়ার মাইশোরা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। পাঁশকুড়ার জানাবাড় থেকে যশোড়া কালীবাজার পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ২১ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে প্রায় ১৯ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ হয়। তার মধ্যে বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সাংসদ দেব এই রাস্তার কাজের সূচনা করেন। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, আজও বাল্ব স্তবে কাজের দেখা নেই। বিশেষ করে বলরামপুর বাজার থেকে যশোড়া কালীবাজার পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তাজুড়ে অসংখ্য গর্ত, উঠে গিয়েছে পাথর। কোথাও কোথাও রাস্তা এতটাই বেহাল যে

যান চলাচল করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ও কলেজে যেতে হয়। মাইশোরার সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়, শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়সহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার একমাত্র ভরসা এই পথ। পাশাপাশি কৃষক, ফুলচাষি, সবজি ব্যবসায়ী ও মাছচাষিরাও সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধুলোয় নাজেহাল হতে হচ্ছে পথচলতি মানুষকে। মাঝেমধ্যেই ট্রেকার বিকল হচ্ছে, ঘটছে দুর্ঘটনাও। তৃণমূলের দাবি, ভোটের কারণে কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে, ভোট শেষ হলেই শুরু হবে নির্মাণ। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, বরাদ্দ টাকা থাকা সত্ত্বেও কাজ ইচ্ছে করে আটকে রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই;ভোট শেষ হলে সত্যিই কি শুরু হবে রাস্তার কাজ?

দিঘার হোটেল লিফ্টে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন! লোনা হাওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা , দিঘা ঃ রাজ্যের জনপ্রিয় সমুদ্র পর্যটন কেন্দ্র দিঘায় হোটেলগুলির লিফ্ট নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক একাধিক লিফ্ট দুর্ঘটনার ঘটনার পর এবার দিঘার বহু হোটেলের লিফ্টের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং লিফ্টম্যান না থাকা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পর্যটক মহলে।

দিঘায় সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর সেই ভিড় আরও বেড়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য ওল্ড দিঘা ও নিউ দিঘা মিলিয়ে প্রায় ৯০০-র বেশি ছোট-বড় হোটেল রয়েছে। এর মধ্যে নিউ দিঘার বহু হোটেলেই লিফ্ট রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সমুদ্রের লোনা আবহাওয়ার কারণে লোহার যন্ত্রাংশ দ্রুত ক্ষয়ে যায়। ফলে লিফ্টের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হলে যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা থেকেই যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলবর্তী এলাকায় লিফ্ট ব্যবস্থায় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। অভিযোগ, অনেক হোটেলে লিফ্ট

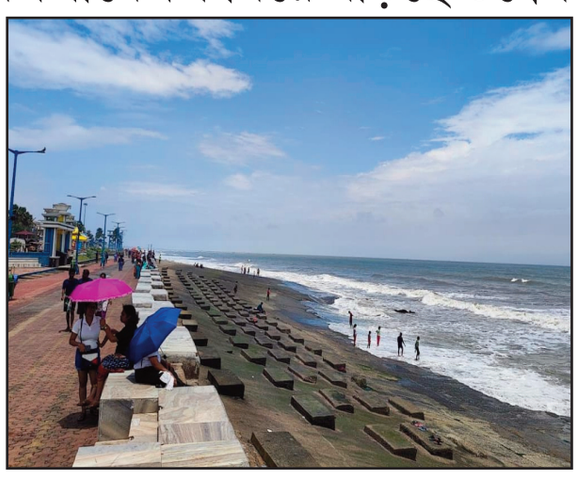

থাকলেও সেখানে স্থায়ী লিফ্টম্যান নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী বা হোটেলের কর্মীরাই লিফ্ট দেখভাল করেন। ভিড়ের সময়ে তাঁরা পর্যটকদের ওঠানামায় সাহায্য করেন।

হোটেল মালিকদের দাবি, অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমেই লিফ্ট বসানো হয় এবং তারাই নিয়মিত সার্ভিসিং করে। এখনও পর্যন্ত বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী অনুমতি দেওয়া হয়। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোটেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

তবে পর্যটকদের একাংশের দাবি, শুধু সুবিধা নয়, নিরাপত্তাও সমান জরুরি। তাই নিয়মিত পরীক্ষা, প্রশিক্ষিত কর্মী ও কঠোর নজরদারির দাবি উঠছে দিঘায়।

ভোট মিটতেই খুলল স্কুল, নষ্ট পড়ুয়াদের আঁকা ছবি ঘিরে ক্ষোভ পূর্ব মেদিনীপুরে

নয়া জামানা , হলদিয়া ঃ ভোটপর্ব শেষ হতেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্কুলগুলিতে ফের শুরু হয়েছে পঠনপাঠন। বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবার শোনা যাচ্ছে পড়ুয়াদের কোলাহল। তবে স্কুল খুলতেই সামনে এসেছে নতুন অভিযোগ;ভোটের কাজে ব্যবহার হওয়া একাধিক স্কুলের দেওয়ালে ছাত্রছাত্রীদের আঁকা শিক্ষামূলক ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জেলায় এ বার মোট ৫০৪০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে বহু আইসিডিএস কেন্দ্র, প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভোট ছিল ২৩ এপ্রিল।

তার আগে কয়েকদিন ধরে স্কুলগুলিতে ভোটের প্রস্তুতির কাজ চলায় নিয়মিত ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ভোট শেষ হওয়ার পর স্কুল পরিষ্কার করে ফের খুলে দেওয়া

হয়েছে। কোথাও সোমবার, কোথাও মঙ্গলবার থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। তবে প্রথম দিকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা। প্রবল গরমের কারণেই অনেক পড়ুয়া স্কুলে আসতে পারেনি বলে মত শিক্ষকদের। নন্দীগ্রামের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, প্রথম দিন উপস্থিতি কম হলেও ক্লাস স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। আগামী দিনে উপস্থিতি বাড়বে বলেই আশা। অন্যদিকে, কয়েকটি স্কুলের অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের হাতে আঁকা শিক্ষামূলক ছবি ও দেওয়ালচিত্রের উপর ভোট সংক্রান্ত নোটিস সাঁটানো হয়েছে। এতে বহু ছবি নষ্ট হয়েছে। শিক্ষকদের দাবি, এই ধরনের কাজে পড়ুয়াদের সৃজনশীলতার মর্যাদা রাখা উচিত ছিল। বেশ কয়েকটি স্কুল জানিয়েছে, ভবনের পরিকাঠামো বড় সমস্যা না হলেও প্রবল গরমে ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট হচ্ছে। তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের একাংশ স্কুলে মর্নিং সেশন চালুর দাবি তুলেছেন। ভোট শেষে স্কুল খুললেও এখন নজর গরম, উপস্থিতি এবং নষ্ট হওয়া দেওয়ালচিত্রের দিকে।

ডিজিটাল দুনিয়ায়
সব খবর সবার
আগে

১৪ পৃষ্ঠা
রঙ্গিন

দৈনিক
নয়া
জামানা

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

ভাঙড়ে কড়া নিরাপত্তায় ভোট, কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ একাধিক সংস্থার নজরদারিতে গোটা এলাকা

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ঘিরে এ বার নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং একাধিক বিশেষ নজরদারি দল। বুধবার ভোর থেকেই গোটা এলাকায় শুরু হয় কড়া টহল ও নজরদারি। প্রশাসন সূত্রে খবর, ভাঙড়ের বেশ কয়েকটি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সব বুথে বাড়তি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। বুথের বাইরে ও আশপাশে টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি এলাকায় এলাকায় মোতায়েন রয়েছে রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী। অতীতে যেসব জায়গায় উত্তেজনা বা সংঘর্ষের

নজির ছিল, সেখানে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ব্যবহার করা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন নজরদারি এবং কুইক রেসপন্স টিম। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিশেষ বাহিনী। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। ভোটারদের নিরাপত্তা ও সুবিধার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই একাধিক বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়। মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা লাইন, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ফলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। বিভিন্ন বুথ থেকে নিয়মিত রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোনও অভিযোগ উঠলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও ভাঙড়ের ভোট নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। অতীতের অশান্তির ইতিহাস মাথায় রেখে এ বার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। তাই বহুস্তরীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে চলছে ভোটগ্রহণ। এখন নজর, শেষ পর্যন্ত কতটা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট মেটে।

ভাঙড়ে বুথে ভোটে বাধার অভিযোগ, ক্ষুব্ধ ভোটারদের মাঝে পৌঁছালেন নওশাদ সিদ্দিকী

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন ফের উত্তেজনা ছড়াল শাইহাটি এলাকায়। বুথ নম্বর ২৫৮ ও ২৫৯-এ ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সকাল থেকেই কিছু ভোটারকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না এবং এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ভাঙড়ের আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী। সেখানে গিয়ে তিনি ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন, অভিযোগ শোনেন এবং পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ তাঁর সামনে ভোট দিতে না পারার অভিযোগ জানান। নওশাদ সিদ্দিকীর দাবি, পরিকল্পিতভাবে বিরোধী সমর্থকদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে বলে মন্তব্য করেন তিনি। আইএসএফ প্রার্থীর

প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ভোটাররা কেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারছেন না। তিনি অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। শাসক দলের দাবি, বিরোধীরা ভোটে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথাও অনিয়মের প্রমাণ মিললে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বুথের সামনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভাঙড়ে ভোটকে ঘিরে একের পর এক অভিযোগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে সাধারণ ভোটাররা।

ভোটকেন্দ্রে লাভলীকে ঘিরে উত্তাপ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

নয়া জামানা, সোনারপুর ঃ ভোটের দিন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্রকে ঘিরে। বুধবার সকালে ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁর বচসার অভিযোগ সামনে আসে।

ঘটনাটি ঘটে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাভূষণ বিদ্যাপীঠে অবস্থিত ১৪৩ নম্বর বুথে। নির্ধারিত সময়েই বুথে পৌঁছন লাভলী মৈত্র। সাধারণ ভোটারদের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি জানান, এই প্রথমবার তিনি নিজেকে ভোট দিলেন। তাই দিনটি তাঁর কাছে বিশেষ আবেগের। আগে তিনি টালিগঞ্জ কেন্দ্রের ভোটার ছিলেন, পরে সোনারপুর দক্ষিণের ভোটার হন। তবে ভোটদানের পরই একাধিক অভিযোগ সামনে আনেন তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর দাবি, বুথে ঢোকার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং সেই কারণেই কথাকাটাকাটি তৈরি হয়। তিনি বলেন, ভোটের দিনে বাহিনীর ভূমিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। লাভলী মৈত্র আরও অভিযোগ করেন, বহু ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। ফলে অনেকে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট

দিতে পারেননি। তাঁর দাবি, কিছু এলাকায় পরিকল্পিতভাবে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলা যায়। সবচেয়ে বড় অভিযোগ হিসেবে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির পক্ষ নিয়ে কাজ করছে। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপিকেও আক্রমণ করে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ সব দেখছে এবং ভোটের ফলেই তার জবাব মিলবে। অন্যদিকে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছে বলেও দাবি বিজেপির। ঘটনার জেরে কিছু সময় বুথ চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টির উপর নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটের দিন সোনারপুরে এই ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়িয়ে দিল।

বাসন্তীতে ভোটের দিন উত্তেজনা, বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের গাড়িতে হামলার অভিযোগ

নয়া জামানা,বাসন্তী ঃ বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন ৭৬ নম্বর বুথ এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দার বুথ পরিদর্শনে গেলে তাঁর ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলে দাবি বিজেপির। পাশাপাশি প্রার্থীর নিরাপত্তারক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ভোটের পরিস্থিতি দেখতে বিকাশ সর্দার বুথের কাছে পৌঁছনোর পরই কিছু লোক তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে। প্রথমে বচসা শুরু হয়, পরে তা উত্তেজনায় রূপ নেয়। এরপর গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো

হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলেও তারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করেনি। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়সড় গাফিলতি হয়েছে বলে দাবি দলের নেতাদের। নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলেও তারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিছু সময়ের জন্য ভোটগ্রহণে সাময়িক প্রভাব পড়েছিল বলেও জানা গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, ভোটের দিন পরিকল্পিতভাবে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে। শাসক দলের বক্তব্য, বাসন্তীতে ভোট মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে। ভোটের দিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসন্তীতে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। এখন তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর সবার।

হুইলচেয়ারে ভোট দিতে এসে নজির, ৮৫-তেও অটুট নির্মলবাবুর গণতন্ত্র বিশ্বাস

নয়া জামানা , কাকদ্বীপ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় ভোটের দিনে দেখা গেল এক অনুপ্রেরণার ছবি। বয়স ৮৫ বছর, শরীর আর আগের মতো সঙ্গ দেয় না। হাঁটাচলাও প্রায় অসম্ভব। তবুও গণতন্ত্রের প্রতি অটুট বিশ্বাস নিয়ে হুইলচেয়ারে বসেই ভোট দিতে এলেন প্রবীণ ভোটার নির্মল বিশ্বাস। কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৫ নম্বর বুথে সকাল থেকেই ভোটারদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই ভিড়ের মধ্যেই সকলের নজর কাড়েন নির্মলবাবু। ছেলের সহায়তায় হুইলচেয়ারে করে তিনি ভোটকেন্দ্রে পৌঁছন। তাঁকে দেখে বুথের কর্মী ও অন্যান্য ভোটাররাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে শান্তভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন নির্মল বিশ্বাস। ভোট দেওয়ার পর তাঁর মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। সেই হাসিই যেন জানিয়ে দিল, বয়স বাধা হতে পারে, কিন্তু

দায়িত্ববোধ নয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তবুও প্রতি নির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়ার আগ্রহ কখনও কমেনি। এবারের ভোটের দিনও সকাল থেকেই তিনি বুথে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। নির্মলবাবুর ছেলে বলেন, ত্তবাবার শরীর ভালো নয়, কিন্তু ভোট দেওয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন। তাই আমরা তাঁকে হুইলচেয়ারে করেই নিয়ে এসেছি।দ স্থানীয়দের মতে, নির্মলবাবুর এই উদ্যোগ সকলের কাছে বড় বার্তা। যখন অনেকেই ভোট দিতে অনীহা দেখান, তখন একজন প্রবীণ মানুষ কষ্ট করে ভোট দিতে এসে দায়িত্ববোধের দৃষ্টান্ত গড়লেন। কাকদ্বীপের এই ছবি আবারও মনে করিয়ে দিল;ভোট শুধু অধিকার নয়, এটি নাগরিকের কর্তব্যও।

কঠোর নিরাপত্তায় শান্তিপূর্ণ ভোট, বসিরহাটে নজরকাড়া অংশগ্রহণে সম্পন্ন শেষ দফা নির্বাচন

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা রাজ্যের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার আটটি বিধানসভা কেন্দ্রে শেষ দফার ভোটগ্রহণ বুধবার কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন, বুথে বুথে কড়া নজরদারি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর টহল;সব মিলিয়ে দিনভর ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। বসিরহাট মহকুমার মোট ১৭,০৬,৯০৩ জন ভোটার এদিন তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোট ৮২০৮ জন ভোটকর্মী, ২৩৬৯ জন পুলিশ কর্মী এবং ১২২ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। এই মহকুমায় মোট ২০৫২টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৯৮ নম্বর স্বরূপনগর বিধানসভায় ২৭৮টি বুথ, ৯৯ নম্বর বাদুড়িয়ায় ২৮৬টি বুথ, ১২১ নম্বর হাড়োয়ায় ৯৪টি বুথ, ১২২ নম্বর মিনাখাঁয় ২৬৭টি বুথ, ১২৩ নম্বর সন্দেশখালিতে নির্ধারিত বুথে ভোটগ্রহণ, ১২৪ নম্বর বসিরহাট দক্ষিণে ৩০৪টি বুথ, ১২৫ নম্বর বসিরহাট উত্তরে

৩০০টি বুথ এবং ১২৬ নম্বর হিঙ্গলগঞ্জে ২৬১টি বুথে ভোট নেওয়া হয়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হার ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। স্বরূপনগরে ৯১.৭৮ শতাংশ, বাদুড়িয়ায় ৯১.৩৭ শতাংশ, হাড়োয়ায় ৯৪.৫০ শতাংশ, মিনাখাঁয় ৮২.৩৫ শতাংশ, সন্দেশখালিতে ৯১.১৯ শতাংশ, বসিরহাট দক্ষিণে ৯১.৪৮ শতাংশ, বসিরহাট উত্তরে ৯২.১২ শতাংশ এবং হিঙ্গলগঞ্জে ৯২.৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে। সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকে নারী, পুরুষ, প্রবীণ ও প্রথমবারের ভোটারদের উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। বহু মানুষ জানান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে পেরে তাঁরা সন্তুষ্ট। নির্বাচন কমিশনের কড়া ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে বসিরহাট মহকুমায় শেষ দফার নির্বাচন কার্যত অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

ফলতায় ইভিএমে সেলোটেপ বিতর্ক, বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভে উত্তপ্ত ভোটকেন্দ্র

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,ফলতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিন ইভিএমে কারচুপির অভিযোগকে ঘিরে বুধবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা অভিযোগ করেন, কয়েকটি বুথে ইভিএম মেশিনের নির্দিষ্ট বোতামে সেলোটেপ লাগিয়ে তা অকার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে ভোটাররা বিজেপির প্রতীকে ভোট দিতে না পারেন। এই অভিযোগ সামনে আসতেই সকাল থেকে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ফলতা কেন্দ্রের ১৮৯ ও ১৯০ নম্বর বুথে তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। তিনি বুথ পরিদর্শনে গেলে কিছু তৃণমূল সমর্থক তাঁর পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ। এরপর

তিনি বুথের সামনে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের একাংশও সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। ক্রমশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয় বলে জানা গেছে। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং ভোটগ্রহণও সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ভোটগ্রহণ শুরু হয়। যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক দলের দাবি, ভোট সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে চলছে। বিজেপি হারের আশঙ্কায় মিথ্যা অভিযোগ তুলে অজুহাত তৈরি করছে বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বুথের পোলিং অফিসারদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হচ্ছে। কোথাও ইচ্ছাকৃতভাবে ইভিএমে গণ্ডগোল করা হয়ে থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয় ভোটারদের একাংশের বক্তব্য, ভোটের দিনে এমন ঘটনা উদ্বেগ বাড়ায়। সব মিলিয়ে ফলতার এই ঘটনা নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

সেকেন্ড হাফে অ্যাকশনে কেন্দ্রীয় বাহিনী, ফলতায় বুথ ক্যাম্পে হানা ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , ফলতা ঃ ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বুধবার দুপুরের পর থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রশাসন এলাকাজুড়ে কড়া টহল শুরু করে। সেই টহলের মাঝেই ঈশ্বরীপুর এলাকায় একটি রাজনৈতিক দলের বুথ ক্যাম্পে অভিযান চালানো হয়, যা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বুথ ক্যাম্পে সীমিত সংখ্যক কর্মী থাকার কথা। কিন্তু সেখানে নির্ধারিত সংখ্যার বেশি লোক উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই কেন্দ্রীয় বাহিনী ক্যাম্পে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। বাহিনীর তরফে অতিরিক্ত লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ মিলতেই অনেকেই দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান। ঘটনার সময় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও বড় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পরে এলাকায় ফের শান্তি ফিরে আসে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ভোটকে সামনে রেখে ফলতা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক এলাকায় নিয়মিত টহল চালানো হবে। কোথাও নির্বাচন বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই সক্রিয় ভূমিকা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াচ্ছে। তাঁদের মতে, কড়া নজরদারি থাকলে ভোটের দিন অশান্তির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। রাজনৈতিক মহলেও ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ভোটের আগে এই ঘটনাকে ঘিরে চাপানউতোর বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট করাতে প্রশাসন এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না, ফলতার ঘটনাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল।

সাতগাছিয়ায় ভোটকেন্দ্রে লাঠিচার্জ বিতর্ক, আহত নাবালক ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , সাতগাছিয়া ঃ ভোটের দিন সাতগাছিয়ার ১১৬ নম্বর বুথে উত্তেজনা ছড়াল এক নাবালক আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, বুথের সামনে অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে। সেই সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক নাবালক আহত হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনাকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকেই বুথের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ছিল।

সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে থাকে। সেই অবস্থায় ভোটগ্রহণ স্বাভাবিক রাখতে বাহিনী ভিড় সরানোর চেষ্টা করে। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই লাঠিচার্জ করা হয় এবং হুড়োহুড়ির মাঝে নাবালকটি মাটিতে পড়ে যায়। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ভোট দিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে একটি শিশুর আহত হওয়ার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবারের সদস্যরাও ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আরও মানবিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেত। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি, ভোটগ্রহণে বাধা তৈরি হওয়ায় শুধুমাত্র ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করা হয়নি। হুড়োহুড়ির মধ্যেই ওই নাবালক আহত হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁদের অনুমান। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিছুক্ষণের জন্য ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। নির্বাচন কমিশনও ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে বলে সূত্রের খবর।

‘টোটো চোর’ স্লোগানে তপ্ত রায়দিঘি, প্রার্থী ঘিরে বিক্ষোভে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , রায়দিঘি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি কেন্দ্রে উত্তেজনার ছবি সামনে এল। বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানার গাড়ি এলাকায় ঢুকতেই একাংশ স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁকে লক্ষ্য করে অটোটো চোরদ স্লোগান উঠতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথ এলাকায় টানটান উত্তেজনা ছিল। ভোটগ্রহণ চললেও রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা দেখা যায়। এর মধ্যেই প্রার্থী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে বের হলে কয়েকটি জায়গায় তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরা হয় বলে অভিযোগ। কিছু মানুষ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করেন

এবং লাগাতার স্লোগান দিতে থাকেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নিরাপত্তার কারণে সাময়িকভাবে বুথের বাইরে অপেক্ষা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাদের প্রার্থীকে হেনস্থা করা হয়েছে এবং ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি, এটি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। স্থানীয় কিছু ইস্যুতে মানুষের অসন্তোষ থেকেই এই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে বলে তাদের মত। প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও গোটা ঘটনার ওপর নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে।

ক্যানিং পশ্চিমে ভোটে বড় বাধা, প্রধানকে মারধর ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ

নয়া জামানা , ক্যানিং ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং পশ্চিম। ১১২ নম্বর বুথে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ, যার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ভোট বন্ধ থাকায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুথ এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধানকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি দ্রুত অশান্ত হয়ে পড়ে। অভিযোগ, ভোট চলাকালীন আচমকাই হামলার ঘটনা ঘটে এবং তারপরই উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে বুথ চত্বর জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের একাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। তাঁদের দাবি, ঘটনাস্থলে বাহিনী উপস্থিত থাকলেও সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর জেরেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষুব্ধ জনতা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এই অবস্থায় নিরাপত্তার স্বার্থে ভোটগ্রহণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। বুথের বাইরে অপেক্ষায় থাকা ভোটাররা চরম সমস্যায় পড়েন। অনেকেই জানান, ভোট দিতে এসে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয় বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 11

হরেকরকম

নয়া জামানা

২২ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

রানী মুখার্জি কেন ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখেন ?

নয়া জামানা ঃ বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রানী মুখার্জি বরাবরই নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব সংযত। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি খুব কমই সক্রিয়, আর ব্যক্তিগত মুহূর্ত প্রায় কখনও শেয়ার করেন না। এর পিছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে; ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে
রানী মনে করেন, ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগতই থাকা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন, একজন শিল্পীর কাজই তার আসল পরিচয়;ব্যক্তিগত জীবন নয়। তাই পরিবার, স্বামী বা সন্তানের ছবি প্রকাশ্যে আনতে তিনি অনিচ্ছুক। পরিবারের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে তাঁর স্বামী আদিত্য চোপড়া নিজেও অত্যন্ত লো-প্রোফাইল মানুষ। তিনি মিডিয়ার সামনে খুব কম আসেন। পরিবারের এই মনোভাবের কারণেই রানীও ব্যক্তিগত জীবনকে প্রচারের বাইরে রাখেন।
সন্তানের নিরাপত্তায়
তাদের মেয়ে আদিরার নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক শৈশব নিশ্চিত করতে রানী সচেতন। অতিরিক্ত প্রচার থেকে দূরে রাখতেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পারিবারিক মুহূর্ত শেয়ার করেন না।এছাড়াও
রানী বরাবরই কাজকেই অগ্রাধিকার দেন। যশ রাজ ফিল্মস -এর সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তিনি জানেন কীভাবে প্রচারের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। সিনেমা মুক্তির সময় তিনি প্রচারে অংশ নিলেও ব্যক্তিগত বিষয় আলাদা রাখেন।রানী সেই সময়ের অভিনেত্রী, যখন সোশ্যাল মিডিয়ার এত প্রভাব ছিল না। তাই তাঁর মানসিকতা এখনও কিছুটা ঐতিহ্যনির্ভর;খ্যাতি মানেই সব কিছু প্রকাশ করা নয়। কিছুদিন আগে দ্য কপিল শর্মা শোতে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছিলেন রানী মুখার্জি। সেখানেও সঞ্চালক কপিল শর্মা তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আসলে সবকিছু দেখাতে হয়। ভক্তরা তাঁর এই বক্তব্যের কিছুটা বেফাস ইঙ্গিত করলেও; আদতে রানী যা বুঝিয়েছেন তা সকলের কাছে খুবই বোধগম্য। সব মিলিয়ে, রানী মুখার্জির কাছে খ্যাতির চেয়ে পরিবার ও ব্যক্তিগত শান্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি আলোয় থাকেন তাঁর অভিনয়ের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়।

চটজলদি ঘটিবাড়ি স্পেশাল ঝিঙে আলু পোস্ত রেসিপি

নয়া জামানা ঃ পোস্ত পছন্দ করে না এমন বাঙালি বোধহয় খুব কম আছে। পোস্তর নাম শুনলেই যেন জিভে জল।পেঁয়াজ পোস্ত, আলু পোস্ত, পোস্ত ছড়িয়ে আলু ভাজা ইত্যাদি জনপ্রিয় বাঙালি পদের মধ্যে আরও একটি সুস্বাদু পোস্তর রেসিপি হল ঝিঙে পোস্ত। অনেকে আবার সাথে আলু মিশিয়ে তৈরি করেন ঝিঙে আলু পোস্ত। ঝিঙে পোস্ত বাঙালিদের বিশেষ করে ঘটিদের খুব জনপ্রিয় একটি নিরামিষ পদ। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদ খেতে দারুণ লাগে। খুব অল্প সময়ে তৈরি হয়ে যায় এই বাঙালি পদ।
উপকরণ
ঝিঙে ৪,৫টি, পোস্ত ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২,৩টি, কালোজিরে আধ চা চামচ, সরষের তেল ২ টেবিল চামচ, হলুদ সামান্য, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালী
প্রথমে পোস্ত প্রায় ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। ঝিঙেগুলো খোসা ছাড়িয়ে লম্বা করে কেটে নিন।কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে তাতে কালোজিরে ফোড়ন দিন। ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বের হলে কাটা ঝিঙে দিয়ে দিন। সামান্য হলুদ ও লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে ঢেকে রান্না করুন। ঝিঙে থেকে একটু জল বের হলে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন।এরপর পোস্ত বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন। প্রয়োজনে অল্প জল দিতে পারেন। ৫,৬ মিনিট নেড়ে রান্না করুন যাতে পোস্ত ঝিঙের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। শেষে ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে দিয়ে সামান্য সরষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। যদি সাদা তরকারি করতে চান তাহলে হলুদ বাদ দিলেও স্বাদের কোন হেরফের হবে না।গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ঘটি স্টাইলের ঝিঙে পোস্ত;সহজ অথচ অসাধারণ স্বাদের একটি পদ। এক থালা গরম ভাতে ডালের সঙ্গে কিংবা শুধু এই পদ দিয়েই দুপুরের খাবার একেবারে জমে যাবে।

নজরে INSTA

মৌনী

আলিয়া

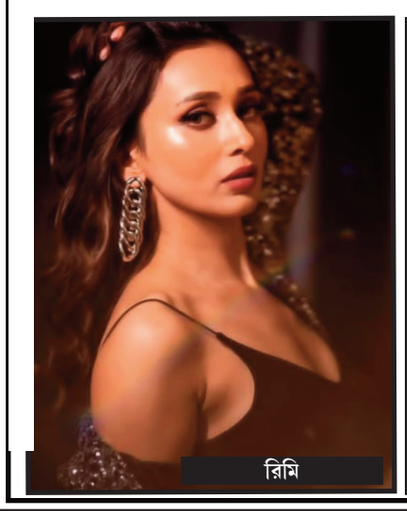
রিমি

শ্রদ্ধা

নূরা

ব্রণ থেকে মুক্তি

নয়া জামানা ঃ ব্রণ ত্বকের একটি খুবই সাধারণ সমস্যা। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। ত্বকের অতিরিক্ত তেল, ধুলো-ময়লা, হরমোনের পরিবর্তন বা ভুল স্কিন-কেয়ারের কারণে ব্রণ হতে পারে। কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে ব্রণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।ব্রণ দূর করার কিছু কার্যকর উপায়
১. নিয়মিত মুখ পরিষ্কার রাখা
দিনে অন্তত দুইবার হালকা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এতে ত্বকের অতিরিক্ত তেল ও ময়লা দূর হয় এবং ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে।
২. মুলতানি মাটি ব্যবহার
মুলতানি মাটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে। মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে সপ্তাহে ১-২ বার ব্যবহার করলে ব্রণ কমতে সাহায্য করে।
৩. নিমপাতা
নিমের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। নিমপাতা বেটে পেস্ট বানিয়ে ব্রণের ওপর লাগালে সংক্রমণ কমে এবং ব্রণ শুকাতে সাহায্য করে।
৪. অ্যালোভেরা জেল
অ্যালোভেরা ত্বককে ঠান্ডা রাখে এবং প্রদাহ কমায়। প্রতিদিন রাতে অল্প অ্যালোভেরা জেল মুখে লাগালে ব্রণের দাগও ধীরে ধীরে হালকা হয়।
৫. বেশি তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়ানো
অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড ও বেশি মিষ্টি খেলে অনেক সময় ব্রণ বাড়তে পারে। তাই ফল, শাকসবজি ও পর্যাপ্ত পানি খাওয়া জরুরি।
৬. মুখে বারবার হাত না দেওয়া
অনেকেই ব্রণ খুঁটতে বা চাপতে যান। এতে সংক্রমণ বাড়ে এবং দাগ স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। তাই ব্রণ খোঁটা একেবারেই উচিত নয়।
৭. পর্যাপ্ত ঘুম ও স্ট্রেস কমানো
কম ঘুম ও মানসিক চাপও ব্রণের একটি বড় কারণ। প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
যদি দীর্ঘদিন ধরে খুব বেশি ব্রণ হয় বা ব্যথা-সহ বড় ব্রণ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো।তবে খেয়াল রাখবেন, ব্রণ ফাটাবেন না, এতে সেই জায়গায় ইনফেকশন হতে পারে।

কম তেলে এইভাবে বেগুন ভাজা করুন

নয়া জামানা ঃ ভাত ডালের সাথে যে কোন ভাজা থাকলেই বাঙালির খাবার পাতে আর কিছু লাগে না। এই ভাজাভুজির তালিকায় সবার উপরেই রয়েছে বেগুন ভাজা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেগুন ভাজলে তাতে অনেক তেল লেগে থাকে এবং খাওয়ার সময় বেগুনের ভেতর থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে কমবেশি সবাই স্বাস্থ্য সচেতন। তবে কি এই অতিরিক্ত তেলের বেগুন ভাজা খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে? নয়তো বা খেতে হবে কম তেলে বেগুন ভাজা। কম তেলেও মুচমুচে বেগুন ভাজা রান্না করা যায়।কম তেলে বেগুন ভাজা একটি সহজ, স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পদ। যারা অতিরিক্ত তেল এড়িয়ে চলতে চান, তাদের জন্য এটি আদর্শ। সঠিক পদ্ধতি মেনে করলে খুব কম তেলেই বেগুন মচমচে ও সুস্বাদু হয়।
উপকরণের মধ্যে লাগবে-
বড় বেগুন , ১টি,
হলুদ গুঁড়ো , ½ চা চামচ,লাল লঙ্কা গুঁড়ো , ½ চা চামচ,নুন , স্বাদমতো,
চালের গুঁড়ো বা সুজি , ১ টেবিল চামচ (মচমচে করার জন্য)
সর্ষের তেল বা সাদা তেল , ১,২ টেবিল চামচ প্রণালি
প্রথমে বেগুন গোল গোল বা লম্বা করে কেটে নিন। কাটার পর হালকা নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। এতে বেগুনের অতিরিক্ত জল বের হয়ে যাবে এবং ভাজার সময় কম তেল লাগবে। এরপর পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে জল মুছে নিন। এবার বেগুনে হলুদ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ও সামান্য নুন মিশিয়ে নিন। মচমচে করার জন্য উপরে অল্প চালের গুঁড়ো বা সুজি ছিটিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন।একটি নন-স্টিক প্যান গরম করে তাতে ১, ২ টেবিল চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে আঁচ মাঝারি করে বেগুনের টুকরোগুলো প্যানে সাজিয়ে দিন।
ঢাকনা দিয়ে ২,৩ মিনিট রাখুন, এতে বেগুন ভেতর থেকে নরম হবে। তারপর উল্টে দিয়ে আবার ২,৩ মিনিট ভাজুন। বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, তাহলে বেগুন ভেঙে যেতে পারে।
দুই পাশ সোনালি রঙ হলে নামিয়ে নিন। চাইলে ওপরে সামান্য কাঁচা লঙ্কা কুচি ছিটিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।গরম ভাত ও ডালের সঙ্গে বা রুটি-পরোটার সঙ্গে এই কম তেলে বেগুন ভাজা দারুণ লাগে। কম তেলে হওয়ায় এটি হালকা ও পেটের পক্ষে ভালো।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 12

১ মে থেকে বাড়ছে পেট্রল এবং ডিজেলের দাম? কী বলছে কেন্দ্র?

বুধবার সকাল থেকে কেন্দ্রের একটি বিজ্ঞপ্তি ভাইরাল হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের ওই বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম গত কয়েক মাসে প্রায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়ান ওয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো সরকারি পরিশোধনাগারগুলিকে পুরনো তেল বিক্রি করতে গিয়ে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই বিপুল ক্ষতি সামাল দিতে ১ মে থেকে পেট্রলের দাম ১০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ১২ টাকা ৫০ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দাবিকে এবং বিজ্ঞপ্তিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেছে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র ফ্যাক্ট চেক ইউনিট বুধবার জানিয়েছে এই নির্দেশটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। পিআইবি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট শেয়ার বলেছে,

অসোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি নির্দেশে দাবি করা হচ্ছে যে এটি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে।

সেটিতে বলা হয়েছে যে পেট্রল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ১০ টাকা এবং ১২.৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

ভুয়ো আদেশটিতে বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের বর্ধিত মূল্য এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল বিপণন সংস্থাগুলির লোকসানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে এতে বিস্তারিত পরিসংখ্যানও দেওয়া হয়, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে ১ এপ্রিল, ২০২৬ অনুযায়ী পেট্রলে প্রতি লিটারে ২৪.৪০ টাকা এবং ডিজেলে প্রতি লিটারে ১০৪.৯৯ টাকা লোকসান হয়েছে।

ভুয়ো নির্দেশ ভাইরাল হওয়ার মাত্র একদিন আগেই এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছিলেন যে, বুধবার পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের নেই। পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলীর প্রভাব নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, তপেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব নেই।

২০২২ সালের এপ্রিলের শুরু থেকে খুচরো পেট্রল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এই সময়ে কোনও কোনও মাসে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে এবং কমেছে। যখন দাম কমেছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলি বিপুল মুনাফা করেছে, যা তারা দাম বৃদ্ধির সময় লোকসান পুষিয়ে দিয়েছে।

তামিলভূমের এক্সিট পোলে থলপতি ঝড়

প্রথমবার নেমেছেন ভোটের ময়দানে। আর অভিষেকেই ব্লকবাস্টার পারফরম্যান্স করতে চলেছেন থলপতি বিজয়! পাঁচটি বিধানসভার বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ্যে এসেছে বুধবার বিকেলে। একাধিক এক্সিট পোলেই বলা হয়েছে, প্রথমবার ভোটে লড়ে তামিলনাড়ুতে খাতা খুলতে চলেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার। একটা-দুটো নয়, অন্তত ১৮ থেকে ২০টি আসন জিততে পারে বিজয়ের দল টিভিকে। কোনও সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, প্রায় একশোর কাছাকাছি আসন পেতে পারে প্রথমবার ভোটের ময়দানে নামা দলটি। কোন ম্যাজিকে বাজিমাত করলেন বিজয়? চলতি বছরের শুরুতে অভিনয়ের কেরিয়ারকে বিদায় জানিয়ে পুরোদস্তুর রাজনীতিতে নেমেছিলেন বিজয়। শুরু থেকেই বিজয়কে জোটে নেওয়ার জন্য সবপক্ষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সূত্রের খবর, ভোট ঘোষণার আগে বিজয়কে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ এবং ২৩৪টি আসনের মধ্যে ৮০টি ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। ভোট ঘোষণার পরে প্রস্তাব দেওয়া হয়, অর্ধেকটা সময় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন বিজয়। আসনের ৫০ শতাংশও ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও কিছুতেই চিঁড়ে ভেজেনি। একটা সময়ে শোনা যাচ্ছিল, বন্ধু রাহুল গান্ধীর জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবেন বিজয়। সেটাও হয়নি শেষ পর্যন্ত। একলা চলো নীতিতেই শেষ পর্যন্ত ভোটের ময়দানে নেমে পড়েন বিজয়। পুদুচেরি এবং তামিলনাড়ুর সব আসনে প্রার্থী দেন। বুথফেরত সমীক্ষা বলছে, দুই বিধানসভাতেই চমকে দিতে চলেছেন সুপারস্টার থলপতি। পি মার্ক, ম্যাট্রিজ, চাণক্য-প্রত্যেকটি এক্সিট পোলেই টিভিকের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫ থেকে ২৫ টি আসন। অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষায় আবার দাবি করা হয়েছে, সর্বোচ্চ ১২০টি আসন জিততে পারে টিভিকে। তাদের পূর্বাভাস, তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী হিসাবে এআইডিএমকে'কে সরিয়ে দিতে চলেছে বিজয়ের দল। তবে সেই সম্ভাবনা আপাতত নেই বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। পুদুচেরিতেও অন্তত তিনটি আসন জিততে পারে টিভিকে। কোন ম্যাজিকে প্রথমবার নেমেই বাজিমাত করলেন থলপতি? আসলে অল্প সময়ের মধ্যেই তামিলনাড়ুর আমজনতার মনে জায়গা করে নিয়েছে টিভিকে। দলের জনপ্রিয়তা বাড়ার অন্যতম কারণ বিজয়ের 'ঝুঁকেগা নেহি' মনোভাব। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, তআমরা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে। তাই আমরা কোনওদিন কারোর সঙ্গে আপোস করব না।দ বিজয়ের এই পদক্ষেপে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বাড়তে চলেছে বলেই মত বিশ্লেষকদের। সেটারই প্রতিফলন ঘটেছে ভোটবাক্সে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণের অভিযোগ, তিন বছরের সম্পর্ককে সম্মতিমূলক বলে রায় দিল্লি আদালতের, খালাস অভিযুক্ত

বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে দায়ের হওয়া ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিল দিল্লির একটি আদালত। অতিরিক্ত দায়রা জজ বিশাল পাহুজার পর্যবেক্ষণ, সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে এটি একটি সম্মতিমূলক সম্পর্ক ছিল, যা পরবর্তীতে তিক্ত হয়ে পড়েছে। অভিযুক্ত বিলাল আহমেদ ওরফে শেলুর বিরুদ্ধে আইপিসির ৩৭৬ ধারায় ধর্ষণ, ৩৭৬(২)(এন) ধারায় বারবার ধর্ষণ এবং ৫০৬ ধারায় ফৌজদারি ভয় দেখানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল। পাশাপাশি গর্ভপাত ঘটানো সংক্রান্ত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারাতেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁকে। রায়ে বিচারক উল্লেখ করেন, দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় তিন বছর ধরে চলেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে অভিযোগকারী মহিলা কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি বা পরিবারের কাছেও বিষয়টি জানাননি। এই পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত মনে করেছে, সম্পর্কটি সম্মতিমূলক ছিল এবং পরে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

মে দিবসের ছুটিতে চিনের রেলে ১৫৮ কোটি যাত্রীর ঢল

সিকিমে ফের ভারী তুষারপাত

বঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট পর্বের উত্তাপের মধ্যে বুধবার ভোররাত থেকে উত্তর এবং পূর্ব সিকিমের উঁচু এলাকায় ফের ভারী তুষারপাত শুরু। বরফের পুরু আস্তরণে তলিয়ে অবরুদ্ধ হয়েছে নাথু-লা সড়ক। তুষারপাত দেখার নেশায় পর্যটকদের ভিড় বাড়লেও বিপদের আশঙ্কায় ছাঙ্গু উপত্যকার পর যাতায়াতের পাস ইস্যু বন্ধ রেখেছে সিকিম প্রশাসন। একই পরিস্থিতি হয়েছে উত্তর সিকিমের জিরো পয়েন্ট, গুরুদংমার হ্রদের মতো উঁচু এলাকা। সিকিম প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্ক করে জানানো হয়েছে, অবিরাম তুষারপাতের ফলে উঁচু এলাকার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে তাপমাত্রা উদ্বেগজনকভাবে কমেছে। কিছু এলাকায় রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে 'ব্ল্যাক আইস'-এর বিপদ বেড়েছে। দৃশ্যমানতা কমেছে। ওই কারণে আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট দেখে এবং ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে আলোচনার পর যেন ভ্রমণ সূচি ঠিক করেন তারা। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ মে পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাত চলবে পূর্ব এবং উত্তর সিকিমের গ্যাংটক ও মঙ্গন জেলার উঁচু এলাকায়। বুধবার ও বৃহস্পতিবার ওই দুই জেলায় ভারী বর্ষণের 'কমলা' সতর্কতা জারি করা হয়েছে। স্বভাবতই ভূমিধসের শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এছাড়াও বৃষ্টি ও তুষারপাতের প্রভাবে দ্রুত নামছে তাপমাত্রা। বুধবার পূর্ব সিকিমের চিন সীমান্তের নাথু-লা পাসের তাপমাত্রা মাইনাস ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। বৃহস্পতিবার থেকে আরও নামতে পারে। সেখানে ৩ মে পর্যন্ত তুষারপাতের সঙ্গে দমকা হাওয়ার দাপাদাপি চলবে। ইতিমধ্যে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা অনেকটাই কমে যাওয়ায় বিপদ বেড়েছে। তবে ছাঙ্গু উপত্যকার তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রয়েছে। সেটা বৃহস্পতিবার জিরো ডিগ্রিতে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শেরাথাংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বুধবার মাইনাস ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। বৃহস্পতিবার সেটা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে ভারী তুষারপাতের জন্য জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বাবা মন্দির এবং নাথুলা রোড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু রোড ছাঙ্গু উপত্যকা পর্যন্ত খোলা রয়েছে। জুলুক সহ আরএন রোডের অংশটি পর্যটকদের জন্য খোলা আছে। বুধবার বিকেলেও ছাঙ্গু উপত্যকা এবং বাবা হরভজন সিং মন্দিরে নতুন করে তুষারপাতের খবর মিলেছে। ওই এলাকা শ্বেতশুভ্র ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানকার স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। ছাঙ্গু উপত্যকার পর যান চলাচল বন্ধ হয়েছে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় উড়ছে বরফের কুচি। রাস্তা কয়েকফুট গভীর বরফে তলিয়েছে। দৃশ্যমানতা উদ্বেগজনক ভাবে কমেছে। হেল্প ট্যুরিজমের কর্ণধার রাজ বসু বলেন, তসিকিম প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু সড়কে যাতায়াতের বিষয়ে।

ওপেক ছাড়ল আমিরশাহি, ভারতে এখন আরও বেশি তেল আসবে হরমুজ এড়িয়ে ফুজেইরা পথে

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এল এক বড় সুখবর। ওপেক জোট থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ভারতের কাছে অনেক বেশি তেল আমদানির দরজা খুলে দিয়েছে ; এবং সেটাও হরমুজ প্রণালীর ঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদ পথে। আগামী ১ মে থেকে কার্যকর হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির এই সিদ্ধান্ত। ওপেকের সদস্যপদ ছাড়ার ফলে প্রায় ৬০ বছর পর প্রথমবার আবুধাবি সৌদি আরবের নির্ধারিত উৎপাদন সীমার বাইরে গিয়ে নিজের ইচ্ছামতো তেল উৎপাদন করতে পারবে। দীর্ঘদিন ধরে ওপেক আমিরশাহির উৎপাদন আটকে রেখেছিল প্রতিদিন প্রায় ৩৪ লক্ষ ব্যারেলে, অথচ দেশটির প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮ থেকে ৫০ লক্ষ ব্যারেল পর্যন্ত। এই বাধা সরে যাওয়ায় আমিরশাহি এখন দিনে আরও প্রায় ১০ লক্ষ ব্যারেল বেশি উৎপাদন করতে পারবে। এই অতিরিক্ত তেলের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হতে পারে ভারত। আমিরশাহি ইতিমধ্যেই ভারতের শীর্ষ কয়েকটি অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী দেশের মধ্যে একটি এবং দেশের মোট আমদানির ৯ থেকে ১০ শতাংশ আসে সেখান থেকে। ওপেকের উৎপাদন সীমার কারণে যে বাধা ছিল, সেটা এখন না থাকায় ভারতীয় শোধনাগারগুলি আরও বেশি এবং সম্ভবত সস্তায় তেল পেতে পারবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রফতানির পথ। আবুধাবির হাবশান তেলক্ষেত্র থেকে ফুজেইরা বন্দর পর্যন্ত ৩৮০ থেকে ৪০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাইপলাইন রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে হরমুজ প্রণালীকে এড়িয়ে যায়। ২০১২ সালে প্রায় ৪০০ কোটি ডলার ব্যয়ে তৈরি এই পাইপলাইনটি প্রতিদিন ১৫ লক্ষ ব্যারেল পর্যন্ত তেল বহন করতে সক্ষম। ফুজেইরা বন্দর থেকে সরাসরি আরব সাগরে বেরিয়ে ট্যাংকারগুলি ভারতে রওনা দিতে পারে, হরমুজের সংকীর্ণ ও বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ পথ না মাড়িয়েই। বিশ্বের সমুদ্রপথে যে পরিমাণ তেল চলাচল করে, তার ২০ শতাংশ এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায় এবং উপসাগরীয় উত্তেজনার সময়ে এই পথটি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারত ইতিমধ্যেই এই পাইপলাইনের সুবিধা নিতে শুরু করেছে। আমিরশাহির জ্বালানিমন্ত্রী সুহেইল মহম্মদ আল মাজরুই এই সিদ্ধান্তকে দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিগত পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় তেল সংস্থা আদনকের প্রধান সুলতান আল জাবের বলেছেন, এটি একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত, যা দেশের প্রকৃত উৎপাদন সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারত ও আমিরশাহির সম্পর্ক শুধু তেলেই সীমাবদ্ধ নয়। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যে এগোচ্ছে। সম্প্রতি ৩০০ কোটি ডলারের একটি এলএনজি চুক্তিও হয়েছে এবং ভারতীয় সংস্থাগুলির আমিরশাহির তেলক্ষেত্রে বিনিয়োগও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমিরশাহির এই পদক্ষেপ ভারতের জ্বালানি বৈচিত্র্যায়নের নীতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং হরমুজ-নির্ভরতা কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি করবে।

১৫ জন ভারতীয়কে দেশছাড়া করছে আলবানিজ প্রশাসন

মার্কিন নীতি অনুসরণ করে এবার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ অস্ট্রেলিয়া সরকারের। অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে পাঞ্জাবের ১১ বাসিন্দা-সহ মোট ১৫ জন ভারতীয়কে দিল্লি ফেরত পাঠাচ্ছে সেখানকার অ্যান্থনি আলবানিজের প্রশাসন। এই তালিকায় রয়েছেন এক মহিলাও। জানা যাচ্ছে, বুধবারই ওই অবৈধবাসীদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করবে বিমান। বুধবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার জেরে যে ১৫ জনকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে দিল্লি যাবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে ১৫ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হচ্ছে তাদের মধ্যে ১১ জন পাঞ্জাবের, দু'জন তেলেঙ্গানার, অন্য দু'জন হরিয়ানা ও উত্তরাখণ্ডের। আজ রাতেই দিল্লি অবতরণ করবে বিমানটি। পাশাপাশি সরকারের কাছে মানের আবেদন, দদেশের যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান একান্ত আবশ্যক। যদি এখানে কর্মসংস্থান থাকত তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো যেত। অস্ট্রেলিয়া থেকে বিতাড়িত এইসব ভারতীয়দের উদ্দেশে পূর্ণ সমর্থন পোষণ করে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তওরা আমাদেরই সন্তান। চরম দুর্দশার জেরে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন ভিনদেশে যেতে। এখন তাঁরা বাড়ি ফিরছে। আমি তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে যাব।দ উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৫ সালে একই ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকায়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 30-04-2026 09:45 Page 13

বিশ্বকাপ না খেলা বিরাট ভুল, এবার ইউনুস সরকারকে তুলোধোনা 'বনবাসী' শাকিবের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে আসেনি বাংলাদেশ। ক্ষমতার দম্ভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তাঁর একক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ দলের ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ায় বাংলাদেশকে এখনও চরম মূল্য গুনতে হচ্ছে। ওই সিদ্ধান্ত যে সরকারের বিরাট বড় ভুল ছিল, সেটা এবার স্পষ্ট বলে দিলেন শাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক এখনও একপ্রকার বনবাসে। ইউনুস আমলে সেই যে দেশছাড়া হয়েছিলেন এখনও ফিরতে পারেননি। তবে তারেক সরকার ইউনুসের মতো ভুল করবেন না বলে আশাবাদী তিনি। শাকিব বললেন, সরকারের ওই ভুল সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য বিরাট ধাক্কা। প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়কের কথায়, তএকজন বাংলাদেশি হিসেবে এই দেশের ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপে খেলতে দেখা আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো। তাই বাংলাদেশ ক্রিকেটের কাছে এটা বড় ধাক্কা। আমি মনে করি এতে বিরাট ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের।দ শাকিনের কথায়, তবাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ক্রিকেটপ্রেমী। আমি মনে করি দায়িত্বে থাকা সরকারের পক্ষ থেকে এটা বড় ভুল হয়েছে। বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্তে বড় ক্ষতি হয়েছে ক্রিকেটের আগের সরকারের আমলে যেভাবে ভারতকে 'বয়কটের' নীতি নিয়েছিল, সেখান থেকে সরে আসছে তারেক রহমান সরকার। গতবছর জুলাই মাসে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের সিরিজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু

রাজনৈতিক কারণে সেই সিরিজ হয়নি। ইতিমধ্যেই সেই স্থগিত সিরিজটি ফের আয়োজনে করতে চেয়ে বিসিসিআইকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। তামিম বাংলাদেশ ক্রিকেটের অ্যাড হক কমিটির মাথায় বসার পর আরও তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থান বদলকেও স্বাগত জানাচ্ছেন শাকিব। তিনি নিজেও যে জাতীয় দলে ফিরতে চান, সে ইচ্ছা গোপন করেননি বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। তিনি বলছেন, তআশা করি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি ভালো হতে শুরু করবে। আশা করছি, যা চাইছি, সেটা পেয়ে যাব।দ বাংলাদেশ সরকারও যে শাকিবকে ফেরাতে চায়, সেটা ইতিমধ্যেই ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে আসেনি বাংলাদেশ। ক্ষমতার দম্ভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তাঁর একক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ দলের ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ায় বাংলাদেশকে এখনও চরম মূল্য গুনতে হচ্ছে।

আইপিএলের ড্রেসিংরুমে ভেপিং, বিতর্কে রিয়ান পারাগ

আইপিএলে এবার মাঠের বাইরে বিতর্কে জড়ালেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক রিয়ান পারাগ। মুলানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন সরাসরি সম্প্রচারে ড্রেসিংরুমে তাঁকে ই-সিগারেট বা 'ভেপিং' করতে দেখা গেছে। ক্যামেরায় ধরা পড়ার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারত সরকার ২০১৯ সালেই ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে। 'প্রোহিবিশন অফ ইলেকট্রনিক সিগারেটস অ্যাক্ট' (পেকা) ২০১৯ অনুযায়ী, ই-সিগারেট উৎপাদন, বিক্রি, বিতরণ বা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রথমবার এই আইন ভাঙলে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।

বিসিসিআই নড়েচড়ে বসতে পারে আইপিএল ও বিসিসিআইয়ের একাধিক কর্তা এই ঘটনাকে অত্যন্ত বেপরোয়া ও অসতর্ক আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আইপিএল সূত্র জানান, ক্ষ্মঅনেক খেলোয়াড়ই ই-সিগারেট ব্যবহার করেন, কিন্তু ড্রেসিংরুমে এটা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এত ক্যামেরার সামনে এই

কাজ করাটা সত্যিই বেপরোয়া। পারাগের এই ঘটনার পর বিসিসিআই হয়তো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।ক্ষ্ম ড্রেসিংরুমে গোপনীয়তার প্রশ্ন জানা গেছে, আইপিএল ২০২৬ শুরুর আগে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত অধিনায়কদের বৈঠকেই ড্রেসিংরুমে ক্যামেরার প্রশ্নটি উঠেছিল। বেশ কয়েকজন অধিনায়ক খেলোয়াড়দের গোপনীয়তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

তবে বিসিসিআই তখন জানিয়েছিল, সম্প্রচারকারী সংস্থাই ক্যামেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

এই ঘটনার পর সেই নীতি পুনর্বিবেচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মরসুমে রয়্যালসের দ্বিতীয় বিতর্ক রিয়ান পারাগ মঙ্গলবারের ম্যাচে ১৬ বলে ২৯ রান করেছিলেন। তবে এই ঘটনা রয়্যালসের জন্য এটিই প্রথম বিতর্ক নয়। এর আগে এই মরসুমেই দলের ম্যানেজার রমি ভিন্দরকে ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভেপিং সিগারেটের মতো ক্ষতিকর না হলেও নিকোটিনের কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকেই যায়। একজন শীর্ষ ক্রিকেটারের এই আচরণ তরুণ প্রজন্মের জন্য মোটেই ভালো

বার্তা নয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। রাজস্থান রয়্যালসের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্বকাপের আগে ফিফার নতুন নিয়ম মুখ ঢাকলেই লাল কার্ড, হলুদ কার্ডে মিলবে ছাড়

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের আগে মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং তারকা খেলোয়াড়দের টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে মাঠে রাখতে বেশ কিছু যুগান্তকারী নিয়ম পরিবর্তনের ঘোষণা করল ফিফা ও ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড। নতুন নিয়মে 'মুখ ঢেকে কথা বলা'র বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাশাপাশি হলুদ কার্ডের শাস্তিতেও আনা হয়েছে বড় ছাড়। নতুন নিয়মের সবচেয়ে চমকপ্রদ সংযোজন হল, মাঠে বিতর্কের সময় কোনো খেলোয়াড় মুখ ঢেকে কথা বললে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হতে পারে। সম্প্রতি একাধিক হাই-প্রোফাইল ঘটনায় খেলোয়াড়রা ঠোঁট পড়া বা ভিএআর শনাক্তকরণ এড়াতে মুখ ঢেকে বৈষম্যমূলক মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে, যার জেরেই এই কড়া পদক্ষেপ। এ বছরের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ ও বেনফিকার ম্যাচে ভিনিসিউস জুনিয়র অভিযোগ করেছিলেন, জিয়ানলুকা প্রেস্টিয়ানি মুখ ঢেকে তাঁকে বর্ণবাদী গালি দিয়েছেন। কিন্তু প্রমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় পূর্ণ শাস্তি সম্ভব হয়নি, যদিও শেষপর্যন্ত ২৪ এপ্রিল প্রেস্টিয়ানিকে ছয় ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এই ঘটনাই রেফারিং ব্যবস্থার বড় একটি ফাঁকফোকর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ ছাড়া ২০২৬ আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের ফাইনালে সেনেগাল দল রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। নতুন নিয়মে এ ধরনের ঘটনায়ও সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে। আইএফএবি জানিয়েছে, মাঠে অসদাচরণকে যে 'অদৃশ্যতার আবরণ' আজ পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছে, তা সম্পূর্ণ দূর করাই এই পদক্ষেপের লক্ষ্য।

হলুদ কার্ডের নিয়মে অবশ্য নমনীয় হয়েছে ফিফা। এত দিন নিয়ম ছিল, কোনো খেলোয়াড় একাধিক ম্যাচে হলুদ কার্ড পেলে পরের ম্যাচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তেন। ৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে রাউন্ড অব ৩২ নামে একটি নতুন নকআউট পর্ব যোগ হওয়ায় ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে সামান্য কারণে বুকিং হলে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা সেমিফাইনাল বা ফাইনালের মতো বড় ম্যাচ মিস করতে পারতেন। সেই সমস্যা এড়াতে ফিফা এবার দুটি পর্যায়ে হলুদ কার্ড মাফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রুপ পর্ব শেষ হলেই যাবতীয় হলুদ কার্ড বাতিল বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ রাউন্ড অব ৩২ থেকে সবাই নতুন করে শুরু করবেন। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল শেষেও আরও একবার একইভাবে হলুদ কার্ড মাফ হবে, ফলে সেমিফাইনালে হলুদ কার্ড দেখলেও ফাইনালে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে না - লাল কার্ড না পেলে। ফিফার মুখপাত্র বলেছেন, এই পরিবর্তনগুলি সবচেয়ে বড় ম্যাচগুলিতে সেরা খেলোয়াড়দের মাঠে রাখার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সময় নষ্ট রোধে থ্রো-ইন ও গোলকিকের জন্য দৃশ্যমান কাউন্টডাউন চালু হচ্ছে।

বদলি খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়তে হবে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে ; নইলে দলকে পুরো এক মিনিট সক্রিয় খেলার সময় দশজন নিয়ে মাঠে কাটাতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মাটিতে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ফিফার

এই নতুন নিয়মগুলি ফুটবলে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ফিফার নিয়ম পরিবর্তন

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরছেন আফগান নারী খেলোয়াড়রা

তালিবানিরা ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ছিটকে পড়া আফগান মহিলা ফুটবলারদের জন্য এল সুখবর। ফিফা এক নিয়ম পরিবর্তনের অনুমোদন দিয়েছে, যার ফলে নির্বাসিত আফগান মহিলা ফুটবলাররা এবার ফিফা প্রতিযোগিতায় অফিসিয়াল আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। ২০২১ সালে তালিবান ক্ষমতায় ফেরার আগে শেষবার অফিসিয়াল আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল আফগানিস্তানের মহিলা জাতীয় দল। তালিবান শাসনে নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ক্রীড়া ; সব ক্ষেত্রেই আরোপ করা হয় কঠোর বিধিনিষেধ। বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে বা খেলা ছেড়ে দিতে হয় বহু

নারী ক্রীড়াবিদকে। এই নিয়ম পরিবর্তন গত বছরের মে মাসে ফিফা কাউন্সিল অনুমোদিত আফগান মহিলা

ফুটবলের জন্য কর্মপরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বাইরে থাকা আফগান মহিলা ফুটবলারদের খেলার সুযোগ দিতে ফিফার সহায়তায় গঠিত হয়েছে 'আফগান উইমেন ইউনাইটেড' দল। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো বলেন, আফগান উইমেন ইউনাইটেডের এই সুন্দর যাত্রায় আমরা গর্বিত। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা তাদের এবং অন্যান্য সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করতে চাই। বর্তমানে পরবর্তী আফগান উইমেন ইউনাইটেড দলের বাছাই প্রক্রিয়া চলছে। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় আঞ্চলিক বাছাই শিবির আয়োজন করছে ফিফা এবং প্রায় ৯০ জন খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী জুনে নারী আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে দলটির পরবর্তী ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে, তবে প্রতিপক্ষ ও ভেন্যু এখনও ঘোষণা করা হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে ফিফা আফগানিস্তানে ফুটবল ও বাস্কেটবলের সঙ্গে যুক্ত ১৬০-এরও বেশি ঝুঁকিতে থাকা খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও মানবাধিকার কর্মীকে দেশ থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনতে সহায়তা করেছিল। মহিলা ফুটবলের সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন যে, আফগানিস্তানে চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের কারণে নির্বাসিত খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

নয় গোলের মহাযুদ্ধে বায়ার্নকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিতে এগিয়ে পিএসজি

ইতিহাস হল প্যারিসে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে প্রথম লেগে এগিয়ে গেল পারি সাঁ-জেরমাঁ। নয় গোলের এই রোমহর্ষক লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল স্বাগতিক পিএসজি। প্রথমার্ধেই রোলার কোস্টার ম্যাচের ১৭ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। উইলিয়ান পাচোর ট্যাকেলে লুইস ডিয়াজ ফেলে যাওয়ায় পেনাল্টি পান বায়ার্ন। কিন্তু পিএসজি দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায়। খভিচা কভারাৎসখেলিয়া প্রথমে সমতা ফেরান, তারপর হোয়াও নেভেস হেডে দলকে এগিয়ে দেন ডেম্বেলের কর্নার থেকে। বিরতির চার মিনিট আগে মাইকেল ওলিসের দুর্দান্ত শটে ফের সমতায় ফেরে বায়ার্ন। তবে বিরতির ঠিক আগে আলফোনসো ডেভিসের হ্যান্ডবলে পেনাল্টি পায় পিএসজি, ভিএআর পর্যালোচনার পর ডেম্বেলে গোল করে দলকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজির ঝড় বিরতির পর পিএসজি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ৫৬ মিনিটে আশরাফ হাকিমির পাস থেকে কভারাৎসখেলিয়া তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন, দুই মিনিট পরেই

ডেম্বেলে পোস্টের ভেতরে দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। কিন্তু হার মানেনি বায়ার্ন।

৬৫ মিনিটে কিমিখের ফ্রি-কিক থেকে উপামেকানোর হেড এবং তিন মিনিট পরে কেনের লং পাস থেকে ডিয়াজের গোলে ফের ম্যাচে ফেরে বায়ার্ন। তবে শেষরক্ষা হয়নি জার্মান জায়ান্টদের। ইনজুরি টাইমে কিমিখের হেড গোললাইন থেকে সরিয়ে দেন পাচো। কী বললেন তারকারা? ম্যাচ শেষে বায়ার্নের জশুয়া কিমিখ বলেন, তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পর এক গোলে হারটা অদ্ভুত লাগছে। শেষে আমাদের সমতায় ফেরা উচিত ছিল। প্যারিস ক্লান্ত ছিল। পিএসজির ডেম্বেলে বলেন, তদুই দলের মধ্যে ভালো ম্যাচ হয়েছে। আমরা শান্ত ও মনোযোগী ছিলাম। বায়ার্ন যে কোনও সময় ফিরে আসতে পারে ; সেটা মাথায় রেখেই খেলেছি। এক গোলের সুবিধা নিয়ে এবার মিউনিখে দ্বিতীয় লেগ খেলতে যাবে পিএসজি।

টেবিল-টপার পাঞ্জাবকে রুখে দিল রাজস্থান,

ক্রিকেটারদের সম্মিলিত লড়াইয়ে মুগ্ধ সাঙ্গাকারা

আইপিএল ২০২৬-এর মঞ্চে মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) রাতের ম্যাচে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ক্রিকেট বিশ্ব। লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে থাকা শক্তিশালী পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল রাজস্থান রয়্যালস। এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের পর ভোরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের পারফরম্যান্সে নিজের গভীর সন্তুষ্টির কথা জানান রাজস্থানের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট কুমার সাঙ্গাকারা। সম্মিলিত প্রচেষ্টার জয় ম্যাচ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় লঙ্কান কিংবদন্তি

সাঙ্গাকারা কোনো ব্যক্তিগত নায়ক খোঁজার চেয়েও দলের সামগ্রিক মানসিকতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানান, টেবিল-টপারদের বিরুদ্ধে এই জয় কোনো জাদুমন্ত্রে আসেনি, বরং এটি ছিল মাঠের ১১ জন ক্রিকেটারের এক সুসংগত পরিকল্পনার ফসল। সাঙ্গাকারার ভাষায়, ক্ষ্মযখন আপনি পাঞ্জাবের মতো ছন্দে থাকা দলের বিরুদ্ধে খেলেন, তখন কেবল ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে জেতা অসম্ভব। আমরা চেয়েছিলাম সবাই যেন নিজের ভূমিকাটুকু নির্ভুলভাবে পালন করে, আর ছেলেরা ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছে।ক্ষ্ম লড়াই যখন টেবিল শীর্ষের দখল নিয়ে এই জয়ের ফলে রাজস্থান রয়্যালস কেবল দুটি পয়েন্টই অর্জন করেনি, বরং টুর্নামেন্টের অন্যতম দাবিদার হিসেবে নিজেদের শক্তির জানান দিল। বোলিং এবং ব্যাটিং;উভয় বিভাগেই ভারসাম্য বজায় রেখে যেভাবে পাঞ্জাবকে কোণঠাসা করা হয়েছে, তাতে

দলের আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সাঙ্গাকারা আরও যোগ করেন যে, টুর্নামেন্টের এই পর্যায়ে এসে বড় দলের বিরুদ্ধে এমন জয়

প্লে-অফের লড়াইয়ে রাজস্থানকে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে রাখবে। ২৯ এপ্রিল সকালের এই বিশ্লেষণ আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলের সমীকরণকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল।

এসো বসো আহারে

নয়া জামানা

ভোটের কাজে ব্যস্ততায় ব্রেকফাস্টে ডিম-পোহাই পুষ্টিতে সেরা

বানাবেন কীভাবে ?

সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। বাংলার রাজনৈতিক উত্তাপ এখন তুঙ্গে। প্রার্থীরা ছুটছেন পাড়ায় পাড়ায়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে কোমর বেঁধে নেমেছেন রাজনৈতিক কর্মীরাও। কিন্তু এই চরম ব্যস্ততার মাঝে শরীর সায় দিচ্ছে তো? রোদ-ঝড় মাথায় নিয়ে প্রচার সারতে প্রয়োজন অফুরন্ত শক্তি। তাই সকালের জলখাবারে চাই এমন কিছু, যা দ্রুত রাঁধা যায়। একই সঙ্গে শরীরকে চাঙ্গা রাখে দীর্ঘক্ষণ। পুষ্টিবিদদের মতে, এই সময় এগ পোহা হতে পারে আদর্শ ব্রেকফাস্ট। মাত্র ১০ মিনিটেই তৈরি হবে এই প্রোটিনসমৃদ্ধ পদ। চিড়ের কার্বোহাইড্রেট আর ডিমের প্রোটিন; দুইয়ের মিশেলে দিনভর কাজের এনার্জিমিলবেভরপুর।কীকী লাগবে? ১ কাপ চিড়ে ২ টি ডিম ১ টি মাঝারি

সাইজের পেঁয়াজ কুচি ১ টি টমেটো কুচি ২ টি কাঁচা লঙ্কা কুচি সামান্য কারি পাতা আধা চা চামচ সর্ষে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো স্বাদমতো নুন সামান্য ঘি ধনেপাতা কুচি লেবুর রস (সামান্য)রাঁধবেন যেভাবে প্রথমে চিড়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রেখে জল ঝরিয়ে নিলে চিড়ে নরম হয়ে আসবে। এবার কড়াইয়ে সামান্য ঘি গরম করুন। তাতে সর্ষে ও কারি পাতা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে কুচনো পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হালকা লাল করে ভাজুন। পেঁয়াজ নরম হলে টমেটো কুচি ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সবজি একটু মজে এলে কড়াইয়ের মাঝখানে জায়গা করে ডিম দুটি ফাটিয়ে দিন। ক্রমাগত নেড়ে ডিমের ঝুরি বা স্ক্র্যাম্বল তৈরি করে নিন। এবার আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা চিড়ে ও স্বাদমতো নুন দিয়ে সবটা ভালো করে মিশিয়ে নিন। আঁচ কমিয়ে ২-৩ মিনিট নাড়াচাড়া করুন যাতে মশলা চিড়ের সঙ্গে মিশে যায়। নামানোর আগে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ও লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন স্বাস্থ্যকর এগ পোহা। ভোটের প্রচার হোক বা অফিসের কাজ, এই ব্রেকফাস্ট আপনার শরীরকে রাখবে ফিট।

একঘেয়ে ভাজা খেয়ে ক্লান্ত

বানিয়ে ফেলুন পিঁয়াজ কলির পরোটা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক

শীতকাল মানেই বাজারে রকমারি সবজির রমরমা। বিশেষ করে, পিঁয়াজ কলির দাপট। আর এই শীতের আমেজে প্রাতঃরাশ হোক বা নৈশভোজ, অল্প ঘিয়ে ভাজা পুর ভরা পরোটা দিব্যি জমে যায়।

তাই পিঁয়াজ কলির ভাজা খেয়ে একঘেয়ে মনে হলে এবার না হয় বানিয়ে ফেলুন পরোটা। তার সঙ্গে হালকা ধনেপাতার চাটনি। আহা!কীভাবে তৈরি করবেন? একটি বড় পাত্রে ময়দা, নুন ও গরম জল একসঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিন। তারপর মাখা ময়দায় সামান্য তেল দিয়ে ৩০-৬০ মিনিট রেখে দিন। লক্ষ্য রাখুন ময়দা মাখটা যেন নরম হয়। এবার মাখা ময়দায় হালকা করে একটু তেল লাগিয়ে নিন। তারপর লেচি কেটে পরোটার আকারে বেলে নিন। প্রথমে পাতলা করে বেলুন। তারপর পরোটার উপর পিঁয়াজ কলি ছড়িয়ে

আবার বেলে নিন। এবার গরম তেলে ভেজে নিলেই তৈরি আপনার পিঁয়াজকলির পরোটা। এর সঙ্গে ধনেপাতার চাটনি কিংবা পুদিনা পাতা, কাঁচা লঙ্কার চাটনিও দারুণ জমবে। এই পরোটার স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলতে মাখনও ব্যবহার করতে পারেন। চাটনি কীভাবে বানাবেন? ধনেপাতা, পুদিনা, কাঁচা লঙ্কা, অল্প আদা এবং জিরেগুড়ো, চাট মশলা একসঙ্গে ব্লেন্ডারে মিশিয়ে নিন। তৈরি পরোটার চাটনি।

ভাইরাল জ্বরে ভুগছেন

মুখের স্বাদ ফেরাতে খান এই স্যুপগুলি

মরশুম বদলের সময়ে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে।

যার জেরে মুখে স্বাদ না থাকায় অনেকেই খেতে চান না। তবে একবাটি স্যুপেই চাঙ্গা থাকার টনিক লুকিয়ে রয়েছে। ঝাল-ঝাল, গরম স্যুপ দুটি মুখের স্বাদও ফেরাবে।উপকরণ ৪ কাপ জল পরিমানমতো চিকেন ১ টা বাঁধাকপি ৫টি বড় আলু ১ টা বড় গাজর ১টা বিট ১টা পেঁয়াজ তেজ পাতা ২ টেবিল চামপ টম্যাটো পেস্ট ১ কোয়া রসুনের প্রণালী প্রথমেই পরিমাণমতো চিকেন দিয়ে চিকেন স্টক বানিয়ে ফেলুন। স্টক তৈরি করার সময় অবশ্যই মাংস থেকে হাড় আলাদা করুন।

চিকেন স্টককে ফোটানোর সময় ডুমো ডুমো করে কাটা আলুগুলিকে ফুটিয়ে নিন। চিকেন স্টক ফুটে গেলে এর মধ্যে চৌকো চৌকো করে কাটা বিট ঢেলে দিন। এরপর তেজপাতা যুক্ত করুন। ছোট ছোট করে গাজর কেটে নিন, মাখন দিয়ে ভাল ভেজে নিন গাজর। একইভাবে, পেঁয়াজ কেটে দুই দিকে ভেজে নিন। এর মধ্যে টম্যাটো পেস্ট মিশিয়ে নিন। ভাল করে ভেজে নিন। তারপরে ছোট ছোট করে কাটা

বাঁধাকপি ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে নিন।পুরো মিশ্রণটিকে আলু ও চিক স্টকের মধ্যে ঢেলে দিন। পাত্রটিকে ঢেকে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। তৈরি আপনার বিট ও চিকেন স্যুপ।উপকরণ মাখন- ৩ টেবিল চামচ দু কাপ ছোট ছোট করে কাটা বাঁধাকপি চিকেন স্টক ৬ কাপ ১ টেবিলে চামচ টম্যাটো পেস্ট ১টা গাজর পিঁয়াজ ১ কোয়া রসুন প্রণালী একটি বড় পাত্র মাঝারি আঁচে মাখন দিয়ে গরম করুন। তারপর মাখনের মধ্যে টুকরো টুকরো করে কাটা বাঁধাকপি ঢেলে দশমিনিট মতো নাড়িয়ে নিন। এরপর টম্যাটো পেস্ট ২ কাপ ঢেলে পাত্রটি ঢেকে দিন। এভাবেই ৩০ মিনিট ধরে রান্না করুন। একটি ছোট ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে আবার কিছু মাখব গলিয়ে নিন। গাজর, পিঁয়াজ ঢেলে ১০ মিনিট ধরে রান্না করুন।

এবার বাঁধাকপির মধ্যে মাখনে ভাজা গাজর ও পিঁয়াজ মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে ১০ মিনিট মতো রান্না করুন। এরপর এর মধ্যে চিকেনের স্টক ও কয়েক টুকরো চিকেন ঢেলে দিন। ১০ মিনিট মতো রেখে, ওভেন থেকে নামিয়ে নিন।

পরিবেশন করুন গরম গরম বাঁধাকপি ও চিকেন স্যুপ।

ইলিশ-ভেটকি নয়

স্বাদ বদলে বানিয়ে ফেলুন গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরি

বাপের ব্যাটা হবি

ওপেন চ্যালেঞ্জ আলী অফজলের ?

মাছের প্রতি বাঙালির প্রেম আদি ও অকৃত্রিম। ইলিশ-চিংড়ি নিয়ে বাঙাল-ঘটির যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন পাতে সুস্বাদু রান্না পড়লে সে দ্বন্দ্ব যে অতীত হয়ে যায় সেবিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। মাছের মতোই বাঙালির আরও এক খাবারের প্রতি রয়েছে প্রবল দুর্বলতা, আর তা হল পাতুরি। নানা রকমের মাছ দিয়ে পাতুরি খাওয়ায় বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। আজ রইল ভিন্নস্বাদের গন্ধরাজ চিংড়ি পাতুরির রেসিপি। উপকরণ চিংড়ি মাছ ৫০০ গ্রাম, কুচো চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, কলাপাতা ৩-৪টি, গন্ধরাজ লেবুর পাতা ৪টি, গন্ধরাজ লেবুর রস ৪-৫টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ৩ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ৩-৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিলচামচ, সাদা তেল ৩টেবিল চামচ, নারকেল বাটা ৪-৫ টেবিল চামচ, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো।প্রণালী প্রথমে চিংড়ি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেস্ট বানিয়ে নিন। এরপর তাতে কুঁচো চিংড়ি ও সমস্ত উপকরণ একে একে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর আগুনে পাতুরির জন্যও কেটে রাখা কলাপাতা সেঁকে নিয়ে তাতে চিংড়ির বেশ খানিকটা মিশ্রণ নিয়ে তার উপর একটা করে গন্ধরাজ লেবুর পাতা রেখে কলাপাতাটি ভালো করে মুড়ে রেখে দিন। এরপর একটি ফ্রাইং প্যানে সামান্য তেল দিয়ে কলাপাতায় মোড়া চিংড়ি পাতুরির উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে দু'পিঠ ভেজে নিয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

‘সুগার ফ্রি’ হালকা মিষ্টি !

রইল হালকা মিষ্টির রকমারি রেসিপি

মিষ্টির বাহার। রকমারি মিষ্টির জন্য দোকানে লাইন পড়ে। কিন্তু সমস্যায় পড়েন ডায়াবেটিক রোগীরা! মন চাইলেও উপায় নেই। আবার অনেকেই বর্তমানে শরীর সচেতন। তাই উৎসবের উদরপূর্তির তালিকা থেকে শেষপাতে মিষ্টিকেই উধাও করে দেন। তবে চিন্তা করবেন না।উপকরণ ১ কিলো রাঙা আলু, ৪০০ গ্রাম ময়দা, সুগার ফ্রি বড়ি গুড়ো ৪০০ গ্রাম, ৪০০ মিলিমিটার জল, ৬টি ছোট এলাচ, ১ টেবিল চামচ ঘি, সাদা তেল, ১/২ চা চামচ বেকিং পাউডার প্রণালী রাঙা আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানোর পর ভালো করে মেখে তাতে ময়দা, বেকিং পাউডার আর আধ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে খুব ভাল করে মেখে নিতে হবে। হাতের তালুতে অল্প করে ঘি মাখিয়ে নিন। ছোট ছোট লেচি কেটে গোল করে নিন। একটি পাত্রে জল, ছোট এলাচ দিয়ে তার মধ্যে সুগার ফ্রি বড়ি গুড়ো দিয়ে রস তৈরি করে নিতে হবে। এবার সাদা তেলে হাল্কা থেকে মাঝারি আঁচে বলগুলো দিয়ে ভেজে নিয়ে রসে ডুবিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে তুলে নিয়ে পরিবেশন করুন। রস

বানানোর সময় চিনির পরিমাণ যেন অল্প থাকে। কারণ, মিষ্টি আলুর নিজস্ব একটা স্বাদ থাকে তাই মিষ্টি বেশি দিলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। কীভাবে? রইল তিনটি কম মিষ্টির রেসিপি। যা কিনা অনায়াসে খেতে পারবেন সকলে।উপকরণ- ৫০০ গ্রাম বাদাম, পরিমাণ মতো কনডেন্সড মিল্ক, ১ কাপ ঘি, ৪ টি এলাচ। প্রণালী- একটি পাত্রে প্রয়োজন মত কনডেন্সড মিল্ক নিন প্রয়োজন মতো ড্রাই ফ্রুট। ২ ঘন্টা মতো প্রথমে বাদামগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভিজিয়ে রাখা বাদামগুলো মিক্সিতে বেটে নিতে হবে। তারপর একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে বেটে রাখা বাদাম দিয়ে দিতে হবে ও ভালোভাবে ভাজতে হবে ঘিয়ে। ভাজা হয়ে গেলে তাতে এলাচ দিয়ে আবার ভালো করে নাড়াতে হবে যতক্ষণ না শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে মন্ড মতো হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে। একটা থালার মধ্যে একটু ঘি গ্রিজ করে তাতে মিশ্রণটি ঢেলে উপর দিয়ে ড্রাই ফ্রুট দিয়ে গারনিশ করতে হবে। এরপর ঠান্ডা করে বরফি আকার কেটে নিলেই তৈরি বাদাম বরফি।প্রণালী-১ কাপ বেসন, ১ কাপ কনডেন্সড মিল্ক, ১ কাপ ঘি, বড় এলাচের গুঁড়ো, ছোট ছোট টুকরো করে কাটা বাদামউপকরণ-একটি নন স্টিক ফ্রাই প্যানে বেসন নিয়ে কম আঁচে নাড়াচাড়া করুন কিছুক্ষণ। আঁচ কিন্তু বাড়াবেন না। না হলে বেসন পুড়ে যাবে। বাদামের কুচি আর এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিন। সুগন্ধ বেরোলে ঘি মিশিয়ে দিন। পুরোটা মিশে গেলে ১ কাপ কনডেন্সড মিল্কের সঙ্গে জাফরান মিশিয়ে দিন। এবার স্প্যাচুলা দিয়ে নেড়ে ভালো করে মেশাতে হবে। ধারে ঘি ভেসে উঠলেই বুঝবেন মিশ্রণ রেডি। নামিয়ে অল্প ঠান্ডা করেই হাতে অল্প ঘি মাখিয়ে লাড্ডু বানিয়ে নিন। ফ্রিজে দিয়ে ঠান্ডা করে নিন। বাইরেও বেশ কিছুদিন ভালো থাকবে। তবে দেখ বেন সবকিছুর পরিমাণ ঠিক হতে হবে। নইলে লাড্ডু শক্ত হবে।

কচু দেখলে নাক সিঁটকান

এভাবে কোরমা রাঁধলে চেটেপুটে পাত সাফ হবে

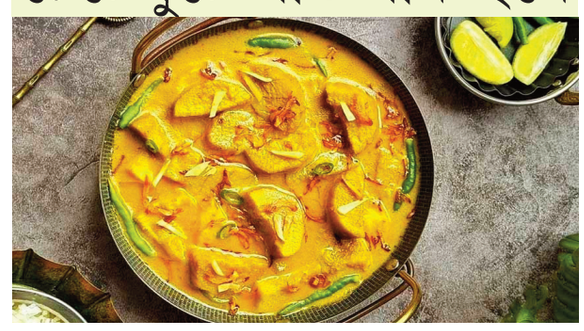

কচু নিয়ে অনেকেরই ভীতি রয়েছে। বিশেষ করে, গলা চুলকানোর ভয়ে অনেকেই কচু দেখলে শতহস্ত দূরে থাকেন। কিন্তু জানেন কি, কচু আয়রনে ভরপুর। যাদের রক্তাল্পতার সমস্যা রয়েছে, তাঁরা কচু খেতে পারেন। আর ‘গলা ধরা’র মোক্ষম অস্ত্র পাতে এক টুকরো লেবু। এতে চুলকানিভাব কমে যায়। তবে কচু যাঁরা খান, একমাত্র তাঁরাই জানেন এর স্বাদ। তাই দেরি করে ঝটপট জেনে নিন কচুর কোরমার রেসিপি। খেতেও দারুণ, আবার শরীরে আয়রনের ঘাটতিও পূরণ হবে। তবে উপকরণের এলাহি বহর থাকলেও ভয় নেই, হাতে আধ ঘণ্টা সময় থাকলেই যথেষ্ট।বড় কচুর গোড়া অর্ধেকটা, নারকেলের দুধ ২ কাপ, নারকেল বাটা ১ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা ১ চা চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, পিঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ আধ চা চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো আধ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো আধা চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো আধ চা চামচ, তেজপাতা ২টো, দারুচিনি ২ টুকরো, গোটা লবঙ্গ ও এলাচ ৩টে, ঠান্ডা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ বেরেস্তা আধ কাপ, চিনি ১ চা চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টি, তেল পরিমাণমতো, নুন-চিনি স্বাদমতো।বড় কচুর গোড়া অর্ধেকটা, নারকেলের দুধ ২ কাপ, নারকেল বাটা ১ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা ১ চা চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, পিঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ আধ চা চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো আধ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো আধা চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো আধ চা চামচ, তেজপাতা ২টো, দারুচিনি ২ টুকরো, গোটা লবঙ্গ ও এলাচ ৩টে, ঠান্ডা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ বেরেস্তা আধ কাপ, চিনি ১ চা চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টি, তেল পরিমাণমতো, নুন-চিনি স্বাদমতো।প্রণালী প্রথমে ভালোভাবে কচুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু বড় সাইজের টুকরো করে কেটে নিন। এক ইঞ্চি পুরু করে।হালকাভাবে গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নিন। এবার নুন-হলুদ মাখিয়ে ফ্রাইপ্যানে তেল বা ঘি দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এবার সসপ্যানে তেল গরম করে দারুচিনি, তেজপাতা, গোটা এলাচ-লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে তাতে পিঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, আদাবাটা, বাদামবাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদ-নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা কষে এলে তাতে পিঁয়াজ বেরেস্তা দুধ ও চিনি দিয়ে আবার ভালোভাবে কষতে থাকুন। মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে এবার তাতে ভাজা কচুর টুকরোগুলি দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিন। ১০ মিনিট মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন। কচু সেদ্ধ হয়ে এলে ঢাকনা খুলে বেরেস্তা, কাঁচালঙ্কা চেরা ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে কড়া ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ এভাবে রেখে তারপর পরিবেশন করুন। গরম ভাতের সঙ্গে জমে যাবে।

ঝকঝকে ত্বক পেতে চান

রোজ খান এসব স্মুদি

কোলাজেন পেপটাইড ১ কাপ মিষ্টি ড়া কাঠবাদামের দুধ ১-২ চামচ আমন্ড বাটার প্রণালী এক গ্লাস মাচা প্রোটিন স্মুদিতে প্রায় ৩০-৩৫ গ্রামের মতো প্রোটিন থাকে। রোজ সকালে এই স্মুদি খেলে হজমপ্রক্রিয়া ভালো হবে। আর পেট পরিস্কার থাকলে তার প্রমাণ দেবে ঝকঝকে চেহারা। ীভাবে বানাবেন? সমস্ত উপকরণ ব্লেন্ড করে নিতে হবে। তাতে আইস কিউব মিশিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা খেলে পেট ঠান্ডা হবে। শরীর থেকে দূষিত পদার্থও বেরিয়ে যাবে। মিক্সড ব্যাগ স্মুদিউপকরণ বিটরুট- ১টি গাজর- ১টি আপেল- ১টি শসা- ১টি লেবুর রস- সামান্য প্রণালী প্রথমে বিটরুট, গাজর, আপেল, শসা ছোটো-ছোটো কিউব করে কেটে নিন। এবার এক কাপ জল দিয়ে সব উপাদান একসাথে ব্লেন্ড করে ফেলুন। এবার সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে নিন। ব্যস, স্মুদি রেডি! এতে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি এজিং খনিজসমৃদ্ধ। তরমুজের স্মুদিউপকরণ দানা ছাড়া তরমুজ টুকরো করা ৩ কাপ দুধ ১ কাপ (পরিবর্তে আমন্ড বা সয়া মিল্কও ব্যবহার করতে পারেন) ঘরে পাতা টক দই ৩ টেবিল চামচ পুদিনাপাতা চিনি স্বাদমতো পরিবর্তে মেপেল সিরাপ পদ্ধতি তরমুজের টুকরো কম করে ২-৩ ঘণ্টা ডিপ ফ্রিজারে রাখুন। বের করে নিয়ে কয়েক টুকরো তরমুজ আলাদা করে রেখে বাকি সমস্ত উপকরণ ব্লেন্ড করে নিন। ওপর থেকে ফ্রোজেন তরমুজের টুকরো ছড়িয়ে দিন। তরমুজের স্লাইস সাজিয়ে নিলেই তৈরি ওয়াটারমেলন স্মুদি।

ত্বকচর্চা, কেশচর্চার মোক্ষম সময় এটাই। পুজোয় গ্ল্যামারাস চেহারায় নজর কাড়তে চাইলে এখন থেকেই ডায়েট চার্টে বদল এনে ফেলুন। কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার যত পারবেন এড়িয়ে চলুন। ভাজাভুজি নৈব নৈব চ! তবে পুজোর সাজে অনন্যা হয়ে উঠতেচাইলে মেকআপের থেকে প্রাকৃতিক উপায়েই ভরসা রাখুন। কীভাবে? রোজকার খাদ্যাভাসে চর্ব-চোষ্য ছাঁটাই করে যোগ করুন এই সমস্ত স্মুদি। ঝকঝকে ত্বকেই কেল্লাফতে হবে। কী স্মুদি খাবেন? রইল রেসিপি। মাচা প্রোটিন স্মুদিউপকরণ ১ চামচ মাচা পাউডার ১-২টি খেজুর ১ স্কুপ ভ্যানিলা প্রোটিন ১ স্কুপ

খুব সহজে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু পুডিং-ব্রাউনি

সন্ধ্যাবেলায় কিংবা ডিনারে শেষ পাতে একটু মিষ্টি মুখ হয় তাহলে মন্দ হয় না। আর সেক্ষেত্রে যদি খাওয়া যায় পুডিং বা ব্রাউনি তাহলে কেমন হয়? নাহ, দোকান থেকে কিনতে হবে না। বরং বাড়িতেই খুব অল্প সময়ে তৈরি করতে পারবেন এই দুই মিষ্টি পদ। কীভাবে বানাবেন জেনে নিন। ইল রেসিপি।উপকরণ দুধ ১ লিটার, চিনি প্রয়োজন মতো, ডিম- ৪টি, ঘি অথবা মাখন- ১/২ টেবিল চামচ প্রণালী প্রথমে একটি পাত্রে দুধ ভালো করে জ্বাল দিয়ে নিন। দুধ জ্বাল দিয়ে কিছুটা কমে এলে তা নামিয়ে ভালভাবে ঠান্ডা করে নেবেন। এরপর একটি বাটিতে ডিম ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে তাতে চিনি দিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ ফেটিয়ে নিন। এরপর একটি পাত্রে সামান্য পরিমাণে চিনি ও জল দিয়ে গরম করে ক্যারামেল হিসেবে বানিয়ে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে নিন। এবার এতে ঠান্ডা করে রাখা ডিম, চিনি ও দুধ দিয়ে বানানো মিশ্রণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।এরপর বড় একটি পাত্র আঁচে বসিয়ে তার মাঝে একটি স্ট্যান্ড রেখে তার উপর পুডিংয়ের মিশ্রণের পাত্রটি বসিয়ে তা ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন। ২০-২৫ মিনিটের মধ্যেই পুডিং তৈরি হয়ে যাবে। তবে নামানোর আগে একটি কাঠি দিয়ে দেখে নেবেন আপনার বানানো পুডিং তৈরি কিনা। হয়ে গেলে, নামিয়ে শেষ পাতে হোক বা মিষ্টি মুখ সারতে খেয়ে নিন বাড়িতে বানানো সুস্বাদু পুডিং। চকো।উনি উপকরণ মাখন ২৫০ গ্রাম, কোকো পাউডার আধা কাপ, গুড় ১ কাপ, ডিম ৪টি, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, ময়দা ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ ।-চামচ, ডার্ক চকলেটের কুচি আধা কাপ, চকোলেট স- প্রয়জনমতো।প্রণালী প্রথমে একটি প্যানে জল গরম করে ওভেন থেকে নামিয়ে নিন। একটি বড় বাটিতে মাখন নিয়ে নিন। গরম জলের পাত্রের উপরে রেখে মাখন গলিয়ে নিন। আধা ভাঙা গুড়ের সঙ্গে গলানো মাখন ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। মিশ্রণে এবার একে একে চারটি ডিম মিশিয়ে নিন। মিশ্রণে ছাঁকনি দিয়ে চালা ময়দা, কোকো পাউডার ও বেকিং পাউডার দিয়ে দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন। সব শেষে ভ্যানিলা এসেন্স ও চকলেটের কুচি দিয়ে দিন। মিশিয়ে বেক করতে হবে। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেনে ১৫ মিনিট প্রিহিট করে নিতে হবে। ব্রাউনির মিশ্রণটি মাখন লাগানো একটি বেকিং ট্রতে ঢেলে সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। প্রিহিট করা ওভেনে ২৫ থেকে ৩০ মিনিটের জন্য বেক করে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে বেকিং ট্রে থেকে নামিয়ে কেটে উপর থেকে চকোলেট সস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন গুড় দিয়ে তৈরি ব্রাউনি।

এই রেসিপিতেই হোক রসনাতৃপ্তি

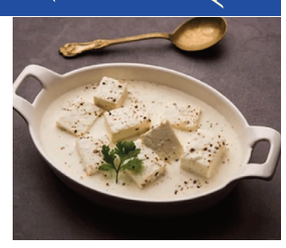

উপকরণ পনির- ৩০০ গ্রাম টকদই- ১৫০ গ্রাম আদা রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা- ১টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো- ১ টেবিল চামচ গরম মসলা গুঁড়ো-১/২ চা চামচ নুন ও চিনি- স্বাদ মতো সাদা তেল- ৩টেবিল চামচ গোটা জিরা- ১/২ চা চামচ তেজপাতা- ২টি গোটা গরম মশলা- প্রয়োজন মতোপ্রণালী প্রথমে পনির চৌকো করে কেটে টুকরো করে নিন। এরপর তাতে টকদই,আদা-রসুন বাটা কাঁচা লঙ্কা বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, গরম মসলা গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন,অল্প চিনি দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এরপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে তাতে গোটা জিরা, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা পনির দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল বেরোনো অবধি ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এরপর এতে অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে মরিচ পনির তৈরি হয়ে গেলে। সবশেষে চেরা কাঁচালঙ্কা, গোলমরিচ গুঁড়ো আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে রুটি, পরোটা অথবা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মরিচ পনির। পোস্ত বাঙালির রান্নাঘরের এমন এক উপকরণ। যা দিয়ে তৈরি যেকোনও পদ খেতে সুস্বাদু তো হয়ই একইসঙ্গে রান্নায় যোগ করে এক অন্য মাত্রা। সেরকমই এক পদ হল পোস্ত পনির। রইল এর রেসিপি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।